নাট্যপ্রতিভা সিরিজ

দ্বিতীয় সংখ্যা।

সম্পাদক—

সিটি কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ,

বি, এ, এম্, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)।

১লা পৌষ, ১৩২৬।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্,

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা।

প্রথম উল্লাস।

মুকুল।

বঙ্গনাট্যশালা যখন ইয়ুরোপীয় নব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে যে কয়েকটী অভিনেত্রী স্ব স্ব অসাধারণ প্রতিভার প্রভাবে অতি সামান্য অবস্থা হইতে অভিনয়-কলা-কৌশলের চরম বিকাশ প্রদর্শনে নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতঃ সার্ব্বজনীক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী তাহাদিগের মধ্যে একজন কেন্দ্রস্থানীয়া। শ্রীমতী তিনকড়ির যে সুবিমল যশঃসৌরভ সমগ্র বঙ্গময় বিকীর্ণ হইয়া আছে, তাহা, এমন কি, বাণীর নিতান্ত-ভক্ত অভিনেত্রীরও ভাগ্যে কদাচ কুত্রাপি ঘটিয়া থাকে। নাট্যসাহিত্য-পরিষদে তিনকড়ির স্থান কোথায় তাহা নাট্যসেবী সুধীবৃন্দই একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, উহাতে আমাদের অধিক কিছু

বক্তব্য নাই। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে তাহার নশ্বর ভৌতিক পঙ্কিল দেহ অনেকদিন পঞ্চভূতে মিশিয়া গেলেও তাহার বিশদ অবিনশ্বর কীর্ত্তি সাহিত্যরসাস্বাদী সুধী-সমাজে তাহাকে চিরদিন সঞ্জীবিত রাখিবে। ফলতঃ প্রতিভার বিকাশ চাপা থাকিবার নহে। শ্রীমতী তিনকড়ি অতি হীন, পাপপঙ্কিল স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেও প্রতিভা গুণে আজ তাহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে। দশ বৎসরের শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ,—এমন কি, বাঙ্গালায় এমন কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, যিনি শ্রীমতী তিনকড়ির নামের সহিত পরিচিত নহেন। বঙ্গনাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার দিনে তিনকড়ির মত অভিনেত্রী বিদ্যমান না থাকিলে উহার এত অল্পদিনে এতদূর উন্নতি ও শ্রীবর্দ্ধন কিছুতেই হইতে পারিত না। এই প্রতিভাময়ী, গুণবতী, রঙ্গনিপুণা, নাট্যরসিকা, লোকপ্রিয়া, অভিনয়কলা-কুশলা তিনকড়ি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে যশের উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়াছিল নিয়ে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিতে এখন আমরা যত্ন করিব।

শ্রীমতী তিনকড়ি কোথায় এবং কোনদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার কোনও প্রকৃত অপরিবর্ত্তনীয় প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, তবে যতদূর অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে ১২৭৭ সালে শ্রীমতী তিনকড়ি কলিকাতারই একটী অজ্ঞাতনামা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার মাতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে শৈশবে শ্রীমতী তিনকড়ির খাওয়া পরার কিংবা আদর যত্নের একেবারে অভাব কখনও হয় নাই।

প্রথম পাতাটি দেখিলেই গাছটি চিনিতে পারা যায়। শৈশবেই শ্রীমতী তিনকড়ি ভিখারীর মুখে অথবা অন্য কাহারও মুখে যে কোন গান শুনিত তখনই তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত এবং সমস্ত দিন নাচিয়া নাচিয়া সমগ্র বাড়ীময় সেই গানটি গাইয়া বেড়াইত। তাহার কচি মুখের আধ আধ স্বরের সেই গানগুলি যে শুনিত তাহারই বড় মধুর লাগিত। তিনকড়ির মাতাকে প্রায়ই তাঁহার সমবয়স্কাগণ বলিত, "ওলো, তোর মেয়ের গলাটি বড় মিষ্টি; ওস্তাদ রেখে যদি ওকে গান শেখাস্ তবে তোর মেয়ে নিশ্চয়ই কালে একজন বড় গাইয়ে হবে।"

শ্রীমতী তিনকড়ির মাতা ঠোঁট ফুলাইয়া উত্তর দিতেন, "আমার কি ভাই সেই বরাত যে মেয়েকে ওস্তাদ রেখে গান শেখাব, নিজে-দেরই কোন রকমে কষ্টে স্বষ্টে চলে, মাসে মাসে ওস্তাদের মাইনে যোগা'ব, অত টাকা পা'ব কোথায় ভাই?"

প্রতিভার জ্যোতিঃ অধিক দিন চাপা থাকিতে পারে না, প্রথম সুযোগেই উহা প্রকাশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীমতী তিনকড়ি যে অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা বিকসিত হইবার পথ ভগবান্ তাহাকে অল্পেই মিলাইয়া দিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর হইতে সে যেন একটু আলো-রেখা দেখিতে

পাইল। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা, ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস, সেই সময় গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারে মহা সমারোহে রাবণবধের অভিনয় চলিতেছিল। এই অভিনয়ের সুখ্যাতিতে সমস্ত কলিকাতা সহর একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন শ্রীমতী তিনকড়ি নিতান্ত বালিকা, এগার বার বৎসরের অধিক বয়স নহে। সেদিন শনিবার, শ্রীমতী তিনকড়ি আহারের পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুম হইতে উঠিয়াই সে শুনিল তাহার মাতা কয়েকজন বন্ধুবর্গের সহিত সেই দিন রাত্রে থিয়েটারে রাবণবধের অভিনয় দেখিতে যাইবেন। শৈশব হইতেই তিনকড়ির প্রাণের ভিতর অভিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মাতা থিয়েটার দেখিতে যাইবেন শুনিয়া তাহারও থিয়েটার দেখিবার আগ্রহ প্রাণের ভিতর প্রবল হইয়া উঠিল, আর 'সবুর' সহিল না। সে তখনি মাতার নিকট ছুটিয়া যাইয়া, তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কচি মুখখানি মাতার মুখের নিকট আনিয়া বলিল, "মা, আমিও আজ তোমার সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে যাব।"

তিনকড়ির মাতা মেয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তুই যাবি কোথায়? না বাছা, তোমার যাওয়া টাওয়া হবে না। আমি যাচ্ছি আমার ক'জন বন্ধুর সঙ্গে, তার ভেতর তোর যাওয়া কি ভাল দেখায়, না তা হয়?"

মাতার নিষেধ-বাক্যে তিনকড়ির আগ্রহ আরও বাড়িয়া উঠিল। সে একেবারে 'নাছোড়বান্দা' হইয়া উঠিল। তথাপি তাহার মাতা কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। অনেক 'জেদাজেদি' করিয়াও মাতাকে সম্মত করিতে না পারিয়া তিনকড়ি, বালক-বালিকার শেষ অমোঘ সম্বল, কান্না সুরু করিয়া দিল। সে কেবলই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না দেখিয়া বাড়ীর সকলেই তাহার মাতাকে বলিতে লাগিল, "তা বাপু মেয়ে যখন ধরেছে তখন না হয় নিয়েই যা না। তুই বুড়ো মাগী এখনও থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার নামে একেবারে পাগল হয়ে উঠিস্, আর ও ঐটুকু কচি মেয়ে—ও যে যেতে চাইবে আশ্চর্য্য কি? যা, ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাস্।"

সকলের অনুরোধে বাধ্য হইয়া শেষে তিনকড়ির মাতাকে স্বীকৃত হইতে হইল। তিনি তখন বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল্ বাছা চল্, আমার হাড় না জ্বালিয়ে কি তুমি ছাড়্‌বে! নাও এখন যাও, কান্না বন্ধ করে, গা ধুয়ে এসগে যাও। থিয়েটার যদি আমার সঙ্গে দেখ্‌তে যেতে চাও তাহ'লে কল্‌তলায় গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এস।"

মাতার কথা শুনিবামাত্রই উল্লাসে শ্রীমতী তিনকড়ির কান্না বন্ধ হইয়া গেল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে তখনি গা ধুইবার জন্য কল্‌তলার দিকে ছুটিল। সে দিন বালিকার কত উৎসাহ—কত

তিনকড়ি

উল্লাস! রাত্রে শ্রীমতী তিনকড়ি একখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া মাতার সহিত রাবণবধের অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটারে গমন করিল। তখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে রাবণবধের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র রামের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। বালিকা তিনকড়ির এই প্রথম থিয়েটারে গমন, এই প্রথম অভিনয় দর্শন। রাবণবধের অভিনয় দেখিতে দেখিতে বালিকা একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। আনন্দে ও বিস্ময়ে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। থিয়েটারের যবনিকা পড়িবার পর মাতা ও কন্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এক-বার রাবণবধের অভিনয় দেখিয়াই তিনকড়ির দুই তিনখানি গান কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। শৈশব হইতে তিনকড়ির প্রাণের ভিতর যে অভিনয় করিবার প্রবৃত্তি সুপ্ত ছিল তাহা এই ঘটনার পর হইতেই একেবারে জাগিয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই তিনকড়ি তাহার মাতাকে ধরিয়া বসিল, "মা, আমি থিয়েটার কর্ব্বো।"

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময় সুবিখ্যাত অভিনেত্রী সুকুমারী, বিনোদিনী প্রভৃতিব যশঃ-সৌরভে সর্ব্বত্র রঙ্গভূমি আমোদিত। কন্যার মুখে "মা আমি থিয়েটার কর্ব্বো" শুনিয়া তিনকড়ির মাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাহার কথার উত্তরে বলিলেন, "থিয়েটার কর্ব্বি, সেতো ভালো কথা ; থিয়েটারে

ঢোকা যে বড় শক্ত। তোর মত মেয়ে, নাচ্‌তেও জানিস্‌নি গাইতেও জানিস্‌নি, তোকে কি থিয়েটারে নেবে?"

তিনকড়ি মায়ের হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "মা তুমি যেমন করে পারো আমায় থিয়েটারে ঢুকিয়ে দাও।"

তিনকড়ির মাতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বেটী যেন আমার পাগ্‌লী।"

সেই দিন হইতে শ্রীমতী তিনকড়ি তাহাকে থিয়েটারে প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিনই মাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। এদিকে তিনকড়ির মাতারও কন্যার মুখে 'থিয়েটার ক'র্ব্ব' শুনিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে থিয়েটারে দিবার জন্য বেশ একটু আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তিনকড়ির মাতা কন্যাকে থিয়েটারে দিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে আজকালকার মত যথেচ্ছ থিয়েটারের অভিনেত্রী হওয়া যাইত না, থিয়েটারে অভিনেত্রীর সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। কাজেই থিয়েটারে অভিনেত্রী হইয়া ঢুকিতে চাহিলেই কেহ ঢুকিতে পারিত না। একটী অভিনেত্রীর অভাব হইলে অনেক বাচাবাচির পর অনেক সুপারিসে একটী নূতন কর্ম্মপ্রার্থিনীর থিয়েটারে প্রবেশ-লাভ ঘটিত।

এইভাবে চেষ্টা হইতে হইতে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে পর অবশেষে তিনকড়ির থিয়েটারে প্রবেশের সুযোগ ঘটিল। তিনকড়িদের বাটীর অতি নিকটেই একটী ভদ্রলোক বাস করি-

তেন। তিনি সে সময় ষ্টার থিয়েটারে অভিনেতা ছিলেন। তিনকড়ির মাতার সহিত সেই ভদ্রলোকটির বিশেষ আলাপ না থাকিলেও পরিচয় ছিল। তিনকড়ির মাতা কন্যার জন্য তাঁহাকে সুপারিস ধরিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোকটী বলিলেন, "থিয়েটারে তোমার মেয়ে নেবে কিনা তা আমি বল্‌তে পারিনি, তবে আমি একদিন তোমার মেয়েকে সঙ্গে করে থিয়েটারে নিয়ে যেতে পারি। তারপর কর্ত্তৃপক্ষেরা তোমার মেয়েকে দেখে যদি রাখা মত হয় রাখ্‌তে পারেন। আমার এ কথায় যদি তুমি সম্মত থাক, তাহ'লে একদিন আমার সঙ্গে তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিও।"

অন্য উপায় না দেখিয়া তিনকড়ির মাতা তাহাতেই সম্মত হইলেন ও একদিন সাজাইয়া গুজাইয়া মেয়েটীকে সেই ভদ্রলোকটির সহিত ষ্টার থিয়েটারে পাঠাইয়া দিলেন। থিয়েটারে তখন 'রূপ-সনাতনের' মহালা পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল। কাজেই তিনকড়ি যখন থিয়েটারে উপস্থিত হইল, তখন থিয়েটার একেবারে ভরপুর। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেই ভদ্রলোকটী তিনকড়িকে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহার যথাবিহিত পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এই মেয়েটীর মা আমাকে একেবারে ধরে পড়েছে তার মেয়েটীকে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে।' এই মেয়েটীর নাকি থিয়েটার করবার ভারি ইচ্ছা।"

ভদ্রলোকটীর কথায় তথায় যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই বার বার তীব্র দৃষ্টিতে তিনকড়ির আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কর্ত্তৃপক্ষদিগের মধ্য হইতে একজন তিনকড়ির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে তুই থিয়েটার কর্ত্তে চাস্ ?"

থিয়েটারগৃহে প্রবেশ অবধি তিনকড়ির বুক দুরদুর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—কেমন যেন একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার কণ্ঠনলী পর্য্যন্ত একেবারে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। এখন প্রশ্নকারীর কথার উত্তর দিতে তাহার অক্ষিপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। তথাপি সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া অতি মৃদু স্বরে একটী ছোট ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "হুঁ।"

এই 'হুঁ' টুকু বলিতে যে তিনকড়ি একদিন ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই তিনকড়ি পশ্চাৎ স্বীয় প্রতিভাবলে নাট্যশালার "বড়বিবি" নামে বিদিত হইয়াছিল।* তিনকড়ির উপর বিধাতা সদয় হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনকড়ি যেদিন সর্ব্ব প্রথমে ষ্টার থিয়েটারে অভিনেত্রী হইবে বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেদিন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের রূপসনাতন নাটকের মহালা চলিতেছিল,

---

* শ্রীমতী তিনকড়িকে ইদানীং নাট্যশালার প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী "বড়বিবি" সম্বোধন করিত।

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহারই জন্তে সকলেই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই তাঁহারা আর তিনকড়িকে বিশেষ কোন প্রশ্ন করিবার অবসর পাইলেন না। তিনকড়ির মুখে 'হুঁ' শুনিয়া যিনি প্রথম তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার বলিলেন, "ভাল, কাল থেকে তুই রোজ আসিস্। ভাল করে যদি থিয়েটার কর্ত্তে শিখ্‌তে পারিস্, তাহ'লে এর পর তোর উন্নতি হয়ে যাবে। ঐ দিকে গিয়ে বসে দেখ্‌গে যা, কেমন করে থিয়েটার কর্ত্তে হয়।"

তিনকড়ি আর কোন কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া যেথানে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল সেইখানে যাইয়া একটী পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া অভিনেতা অভিনেত্রীগণের শিক্ষাদান প্রণালী অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। নূতন অপরিচিত একটী মেয়েকে এক পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনেকেই তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু সে বিশেষ কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল 'হুঁ' 'হাঁ' 'না' দ্বারা উত্তরগুলি সারিয়া লইল। তাহার পর সেই ভদ্রলোকটি, যাঁহার সহিত সে থিয়েটারে গিয়াছিল, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইলে সে তাঁহার সহিত বহু রাত্রে বাড়ী ফিরিল। কন্যাকে থিয়েটার-ওয়ালারা গ্রহণ করিল কি না জানিবার জন্য তিনকড়ির মাতা আকুল ভাবে তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনকড়ি বাটী প্রত্যাগমন করিবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'লোয়ে,—থিয়েটারের বাবুরা তোকে কি বল্লেন,—তোকে তারা থিয়েটারে নেবেন ?"

তিনকড়ির প্রাণে সেদিন আনন্দ ধরিতেছিল না। সে একগাল হাসিয়া মাতার কথার উত্তরে বলিল, "হাঁ মা, কাল থেকে তাঁরা আমায় রোজ যেতে বলেছেন। আমি কাল থেকে রোজ থিয়েটারে যাব।"

তখনকার দিনে থিয়েটারের অভিনেত্রী হওয়া একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। তিনকড়িকে থিয়েটার-ওয়ালারা গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনকড়ির মাতা গর্ব্বে ও আনন্দে রীতিমত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই তাহার প্রতিবাসীদের কথাপ্রসঙ্গে বলিতেন, "আমার কি ভাই আজকাল আর সময় আছে, মেয়ে থিয়েটারে যায়, তার সব বন্দোবস্ত কর্ত্তেই সমস্ত দিনটা কেটে যায়।"

পর দিন হইতে তিনকড়ি প্রত্যহ থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। ১২৯৪ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ ষ্টার থিয়েটারে মহা সমারোহে রূপ সনাতন নাটকের অভিনয় হইল। তিনকড়ি তখন সবে থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই সে নাটকে সে কোন ভূমিকাই পাইল না। কিন্তু সেজন্য তিনকড়ি মোটেই ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হয় নাই। সে মনে মনে বুঝিয়াছিল, যে সে কেবল থিয়েটারে ঢুকিয়াছে মাত্র এখনও থিয়েটারের কিছুই জানে না, এ অবস্থায় থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে তাহাকে এই নাটকে কোন ভূমিকা দেন নাই তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছু অন্যায় করেন নাই।

তিনকড়ি

ষ্টার থিয়েটারে সে সময়ে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকেরও অভিনয় চলিতেছিল। তিনকড়ি থিয়েটারে প্রবেশ করিবার প্রায় একমাস পরে এই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সে একটী সখীর ভূমিকা পাইল। সে ভূমিকায় একটীও কথা নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলন-দৃশ্যে কৃষ্ণ-সঙ্গিনীরূপে সে কেবল চামর ঢুলাইত। এই চামর-ঢুলাইবার ভূমিকা লইয়া বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী তিনকড়ির প্রথম প্রবেশ। যেদিন সর্ব্বপ্রথমে এই চামর ঢুলাইবার ভূমিকা লইয়া তিনকড়ি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় সে দিন বালিকার প্রাণ আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন কে ভাবিয়াছিল যে এই চামরবীজন-কারিণীই একদিন অভিনয় কলার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া সমস্ত বঙ্গবাসীকে স্তম্ভিত করিবে!

ইহার কিছুদিন পরে ষ্টার থিয়েটারে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসনেও তিনকড়ি পূর্ব্বের ন্যায় একটী ভূমিকা পাইল, এই ভূমিকায়ও কথাবার্ত্তা ছিল না। সে বাসর-সঙ্গিনী সাজিয়া বাসরে গিয়া বসিত। সেই সময় 'চোরের উপর বাটপাড়ী' প্রহসনেও সে পরিচারিকা সাজিয়া জল খাবারের রেকাবী লইয়া রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিত। রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দ সমক্ষে অবতীর্ণ হইতে যে টুকু সঙ্কোচ ছিল এইভাবে ধীরে ধীরে তাহার সেই সঙ্কোচটুকু কাটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় রূপসনাতন নাটকে যে কয়টী বালিকা সখী সাজিত তাহার ভিতর একজন সহসা

পীড়িত হইয়া পড়ায়, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তিনকড়িকে তাহার স্থলাভিষিক্তা করিলেন। এই ভূমিকায় একটী গান ছিল,—সেই গানখানির প্রথম কলিটি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল,—

"দেখ্ লো ঐ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী"

তিনকড়ি এই গানটি গাইবার অধিকার পাইল। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এই গানেই সর্ব্ব প্রথম তিনকড়ির মুখ ফুটিয়াছিল। এই গানখানি শ্রীমতী তিনকড়ি এমন সুন্দর ভাবভঙ্গীর সহিত গাহিয়াছিল, যে দর্শকমণ্ডলী বালিকাকে উৎসাহ দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ করতালি দিয়া উঠিয়াছিলেন। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তিনকড়ির এই গান গাইবার ভঙ্গিমায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাহাকে সন্দেশ খাইবার জন্য একটী টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনকড়ির ইহাই থিয়েটার হইতে প্রথম পুরস্কার লাভ। জনশ্রুতি আছে শ্রীমতী তিনকড়ি তাহার এই প্রথম পুরস্কারের টাকাটী খরচ না করিয়া বহু যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই টাকাটী নাকি তাহার শেষ দিন পর্য্যন্ত তোলাই ছিল। কতবার কত বড় বড় অভাব তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে তথাপি সে সেই টাকাটি খরচ করে নাই।

এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইয়া গেল। এই সময়ের ভিতর যদিও শ্রীমতী তিনকড়ি উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাই পায় নাই, তথাপি সে একদিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ বা অধৈর্য্য হইয়া

উঠে নাই। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকা দিতেন তাহা লইয়া সে মহা সন্তুষ্ট থাকিত। তাহাই কেমন করিয়া সুচারুরূপে অভিনয় করিবে তাহাই দিন রাত ভাবিত ও চেষ্টা করিত। মহালা বা অভিনয়কালে সে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া অভিনয়-শিক্ষাপ্রদানপ্রণালী ও বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীর হাব-ভাব, গতি-বিধি, মুখভঙ্গী প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিত। এই ভাবে শিক্ষকগণের আবৃত্তি অনুসারে সে গোপনে গোপনে অনেকগুলি বড় বড় ভূমিকা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে সে তাহার অসাধারণ প্রতিভার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদানে নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল।

প্রায় এক বৎসর কাল তিনকড়ি শিক্ষা-নবিশ ভাবে ষ্টার থিয়েটারে কার্য্য করিয়াছিল। তাহার পর ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাকে ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় উল্লাস।

কোরক।

১২৯৪ সালের শেষভাগে কলিকাতার ধনকুবের শ্রীযুক্ত গোপাল-লাল শীলের প্রাণের ভিতর একটি নূতন থিয়েটার স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। যিনি ক্রোড়পতি, যাঁহার অর্থের অভাব নাই, তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। শীলমহাশয়ের প্রাণের ভিতর থিয়েটারের সখ ঢুকিবামাত্র তিনি অবিলম্বে বিডনষ্ট্রীটে, যে নাট্যশালায় ষ্টার থিয়েটার অভিনয় করিতেছিল, উক্ত রঙ্গালয় ও তৎসংলগ্ন জমী ক্রয় করিয়া বসিলেন, ও একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া উক্ত থিয়েটারের নাম দিলেন 'এমারেল্ড থিয়েটার'। ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ হাতীবাগানে নব নাট্যশালা নির্ম্মাণের জন্য জমি ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু একদিনে তো আর একটা নাট্য-শালা নির্ম্মাণ হয় না, উহার নির্ম্মাণ সময়-সাপেক্ষ। কাজে কাজেই ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিলেন, যতদিন না তাঁহাদের নব রঙ্গালয় নির্ম্মাণ হয় ততদিন তাঁহারা ঢাকা সহরে অভিনয় করিবেন।

তিনকড়ি

শ্রীমতী তিনকড়িও এই সম্প্রদায়ের সহিত ঢাকা সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে মফঃস্বলে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মাতা যে তাহাকে ঢাকায় পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না তিনকড়ি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, তাই সম্প্রদায় যে ঢাকা যাইতেছে তাহা সে তাহার জননীকে একেবারেই বলে নাই। কিন্তু এত বড় কথাটা কিছুতেই গোপন থাকে না। এক দিন দৈবক্রমে সেই ভদ্রলোকটি, যে ভদ্রলোকটি তিনকড়িকে প্রথম থিয়েটারে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনকড়ির মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনকড়ির মাতা তাহাকে মহাসমাদর করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন। তাহার পর কথায় কথায় গোপাললাল শীল মহাশয়ের থিয়েটার ক্রয় করিবার কথা উঠিল। তিনকড়ির মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,"গোপালবাবু তো আপনাদের থিয়েটার কিনে নিলেন, এখন আপনাদের উপায় হবে কি? আপনারাও কি সবাই তাঁরই দলে ঢুক্‌বেন নাকি?"

ভদ্রলোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা তাঁর দলে ঢুক্‌তে যাব কেন? তিনি বড়লোক, তাঁর সখ আজ আছে কাল নেই, আমাদের তাঁর সঙ্গে পোষাবে কেন? নূতন থিয়েটারের জন্যে হাতীবাগানে আমাদের জমি কেনা হয়ে গেছে। খুব শীগ্‌গিরই থিয়েটার মন্দির তৈরী হয়ে যাবে। যতদিন না মন্দির হয় ততদিন আমারা ঢাকায় থিয়েটার কর্ব্বো।"

'ঢাকায় থিয়েটার করব' শুনিয়া তিনকড়ির মাতা বেশ একটু বিস্মিতির দৃষ্টিতে সেই ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিলেন, বেশ একটু কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঢাকায় অভিনয় কর্বেন! কই এ কথা তো শুনিনি! এ কথা কি তিনকড়ি জানে না নাকি?"

সেই ভদ্রলোকটি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "জানবে না কেন? নিশ্চয়ই জানে। দু' তিন দিনের মধ্যেই আমাদের দল ঢাকায় রওনা হ'বে। যে যে যাবে তাদের নামের একটা ফর্দ্দ হয়েছে। আমার যেন বেশ মনে হচ্ছে তার ভিতরে তোমার মেয়ে তিন-কড়িরও নাম পড়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা না করে তো আর তার নাম তোলেনি! তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই জানে, বোধ হয় তোমায় বলেনি।"

তিনকড়ির মাতা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আমি কিন্তু বাবু আমার মেয়েকে বিদেশে টিদেশে পাঠাতে পার্ব্বো না। তা কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখ্‌ছি।"

ভদ্রলোকটি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "আমায় বল্লে কি হবে, আমায় বল্লে তো কিছু হবে না। তুমি যদি তোমার মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে না চাও, তাহ'লে আজই একখানা চিঠি লিখে পাঠিও। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই যেতে চেয়েছে, নইলে কখনই তার নাম ফর্দ্দে উঠ্‌ত না।"

তিনকড়ির মাতা বেশ একটু রাগতঃ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখে-

ছেন হারামজাদীর তুষ্টুমী। আমায় বিন্দু বিসর্গ না বলে থিয়েটারের সঙ্গে ঢাকায় যাবার মতলব এঁটেছে! উঠুক্ আজ, বেটীর ঢাকায় যাওয়া বের কচ্ছি।"

তিনকড়ির মাতা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনকড়িকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি মহা গরম হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে বেটী তুই নাকি ঢাকায় যাবার মতলব এঁটেছিস্? আমায় বলা নয় কওয়া নয় থিয়েটারে তুমি বেটী বলে এসেছ তুমি ঢাকায় যাবে! তিন দিন থিয়েটারে গিয়ে বেটী আমার স্বাধীন হয়েছে! অনেক্ দিন ঝাঁটা হয়নি, না? তোমার ঢাকায় যাওয়া বের কচ্ছি।"

তাহার পর সেই ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মোশায়, আপনি দয়া করে একটু বসুন, আমি আপনার কাছেই চিঠি লিখে দিচ্ছি যে আমার মেয়ে আর আজ থেকে আপনাদের থিয়েটারে যাবে না। আজ থেকে ওর নাম কেটে দেবেন।"

মাতার কথায় তিনকড়ির চোথ তুটী ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। মাতা তাহাকে আজ হইতে থিয়েটার ছাড়াইয়া দিতেছেন এ সংবাদে তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে দশহাত মাটীর ভিতরে বসিয়া গেল। সে তাহার জননীর কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, টস্ টস্ করিয়া তাহার তু'নয়ন বহিয়া কেবলই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু

এবার আর তিনকড়ির নয়ন জলে তাহার মাতার প্রাণ ভিজিল না,—এবার আর কিছুতেই তিনি তাহাকে বিদেশে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। তিনকড়ির শত কাকুতি মিনতি, অবিরত অশ্রুপাত, সকলই বিফল হইয়া গেল। সে ঢাকায় যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভগবান তাহার সে বাসনা পূর্ণ করিলেন না। যথাসময়ে ষ্টার থিয়েটার সদলবলে ঢাকায় চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়িরও থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ফুরাইয়া গেল। জনশ্রুতি আছে থিয়েটার ঢাকায় চলিয়া যাইবার পর তিনকড়ি তিন দিন অনাহারে পড়িয়া অবিরাম কাঁদিয়াছিল।

থিয়েটারের সহিত সম্পর্ক রহিত হইবার শোকটা কিছু কমিবার পর বাটীতে বসিয়া তিনকড়ি থিয়েটারে যে সকল ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল ও দেখিয়াছিল, অবসরকালে প্রায় সে সেইগুলি আবৃত্তি করিত। এই ভাবে কিছুদিন কাটিবার পর তাহাদের এক প্রতিবাসিনী আসিয়া তাহার মাতাকে বলিল, "তোর মেয়ে থিয়েটার কর্ত্তে পায় না বলে 'হেদিয়ে' বেড়ায়,—দিবি তোর মেয়েকে আবার থিয়েটারে? আমাদের ঘরে একটি ভদ্রলোক আসেন, তাঁদের একটী থিয়েটারের দল আছে। আমি তাঁকে তোর মেয়ের কথা বলেছিলুম, তিনি তোর মেয়েকে এখুনি তাঁদের থিয়েটারে নিতে চান্। দেখ্, যদি তোর মেয়েকে থিয়েটারে দিতে চাস্ আমি তাকে বল্‌তে পারি।"

থিয়েটারের সহিত সম্পর্ক রহিত হইবার পর হইতে তিনকড়ির মনের স্ফূর্ত্তি একেবারেই ছিল না বলিলেই হয়। সে প্রায়ই মনমরা হইয়া থাকিত। প্রতিবাসী সেই স্ত্রীলোকটির মুখে সমস্ত শুনিয়া তিনকড়ির মাতা বলিলেন, "তা আমি দিতে পারি, আমার কোন আপত্তি নেই,—তুই তাঁদের বলিস্।"

ইহার কয়েক দিন পরেই তিনকড়ি সেই 'প্রাইভেট' থিয়েটারে যোগদান করিল। সেখানে সে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত কয়েকখানি নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিয়াছিল। এখানে সে যে কয়টী ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিতেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। তিনকড়ি এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিবার কিছুকাল পরে সম্প্রদায়ের মুরুব্বিদিগের ভিতর মন কসাকসি হইয়া দলটি ভাঙ্গিয়া যায়।

এই দলটি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তিনকড়ি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা" থিয়েটারে যোগদান করে। এই থিয়েটারে তখন কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় অধ্যক্ষ। প্রথম দিন সেই থিয়েটারে তিনকড়ি উপস্থিত হইবামাত্র একটি ভদ্রলোক তাহাকে রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকটে উপস্থিত করিল। রাজকৃষ্ণ বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একখানা কাগজে কি লিখিতেছিলেন। সেই ভদ্রলোকটি তিনকড়িকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সেই যে মেয়েটির আসিবার কথা ছিল সে এসেছে। এর সঙ্গে কি একটা কিছু বন্দোবস্ত কর্ব্বেন?"

সেই লোকটির স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই রাজকৃষ্ণ বাবু মুখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তিনকড়ির আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতে ছিলেন। সেই ভদ্রলোকটি নীরব হইবামাত্র তিনি তিনকড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার অভিনয় যারা দেখেছে, তারা তোমার বেশ সুখ্যাতি করে থাকে। তুমি এই থিয়েটারের আগে আর কোন থিয়েটারে অভিনয় করেছ?"

প্রথম দিন যখন তিনকড়ি ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াছিল সে দিন ভয়ে তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর তাহার কোন দিন সে ভাব উপস্থিত হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর কথার উত্তরে সে বেশ স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে বলিল, "প্রথমে আমি ষ্টার থিয়েটারে ঢুকেছিলেম, সেখানে ছোট ছোট দু' একটা 'পার্ট' করে ছিলেম,—তা সে পার্ট একেবারেই উল্লেখ যোগ্য নয়। তারপর ষ্টার থিয়েটার ঢাকায় চলে যাওয়ায় মা আমায় থিয়েটার ছাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। আমার কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে যাবার ভারি ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মা আমাকে বিদেশে পাঠাতে কিছুতেই রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে আমাকে ষ্টার থিয়েটার ছাড়তে হয়। তারপর কিছু দিন বাড়ীতে বসে থাকি। শেষে এই থিয়েটারে ঢুকেছিলুম।"

রাজকৃষ্ণ বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "এই থিয়েটারে ভাল কোন ভূমিকা পেয়েছিলে?"

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ষ্টার থিয়েটারে যে সকল নাটক সে সময় অভিনীত হয়েছিল সেই সময়কার দু' চারখানি নাটকে আমি দু' চারটে বড় বড় ভূমিকা পেয়েছি।"

রাজকৃষ্ণ বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ভাল, তাহ'লে এখানে আজ থেকে মন দিয়ে কাজ কর, আমি তোমায় ভাল করে দেব। আজ থেকে তুমি আমাদের থিয়েটারের অভিনেত্রী হ'লে। বেশ মন দিয়ে কাজ করা চাই। আজ থেকে তোমার মাইনে কুড়ি টাকা করে মাসে হ'ল। কেমন এতে তুমি সন্তুষ্ট ?"

তিনকড়ি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রাজকৃষ্ণবাবু তিনকড়িকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন ইহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইবে। তাই তিনি একেবারেই তিনকড়ির মাসিক বেতন কুড়িটাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে তিনকড়ি "বীণা" থিয়েটারে যোগদান করিল। বীণা থিয়েটারে তিনকড়ি সর্ব্ব প্রথমে 'মীরাবাই' নাটকে নায়িকা রাণী মীরার ভূমিকা পাইয়াছিল। তাহার পর হইতে এই থিয়েটারে অভিনীত প্রত্যেক পুস্তকেরই প্রধান প্রধান ভূমিকা সে পাইত। বীণা থিয়েটারে এই ভাবে কিছুদিন অভিনয় করিবার পর আয়ের চেয়ে ব্যয় অধিক হওয়ায় বীণা থিয়েটারের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

ধনকুবের গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার তখন বিপুল সমারোহে চলিতেছিল। সেই সময় সুবিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত

মহেন্দ্রলাল বসু একদিন বীণা থিয়েটার দেখিতে আসিয়া তিনকড়ির অভিনয় দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি পর দিনই গোপালবাবুকে বলিয়া তিনকড়িকে এমারেল্ড থিয়েটারে বীণা থিয়েটারের দ্বিগুণ বেতন দিয়া লইয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনকড়ি 'নন্দবিদায়' গীতিনাট্যে বলরাম, 'বিদ্যাসুন্দরে' নাগরিকা, 'রাস-লীলায়' বৃন্দা প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে গোপালবাবুর সখ মিটিয়া যায়। কাজেই সম্প্রদায়ের লোক কমাইবার বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। সেই সময় দলের অনেককেই জবাব দেওয়া হইয়াছিল। তখনকার দিনের অভি-নেত্রীগণের মাহিনা হিসাবে তিনকড়ির মাহিনাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল, কাজেই দলের কর্তৃপক্ষদিগের দৃষ্টি তিনকড়ির উপর পতিত হইল। মহেন্দ্রবাবুই তিনকড়িকে এমারেল্ড থিয়েটারে আনিয়াছিলেন, সুতরাং দলের কর্তৃপক্ষগণ একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এত টাকা মাইনে দিয়ে এ সময় আমরা তিনকড়িকে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি না; আপনি তাকে বলবেন সে যদি যা মাইনে পাচ্ছে তার চেয়ে পঁচিশ টাকা কম মাইনেতে থাকতে রাজি হয় তাহ'লে থাকতে পারে; তার চেয়ে বেশী মাইনে দিয়ে এখন আমরা তাকে কিছুতেই রাখ্‌তে পারিব না।"

কর্তৃপক্ষদিগের কথার ভাবে মহেন্দ্রবাবু বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা আর তিনকড়িকে রাখিতে প্রস্তুত ন'ন। কাজেই তিনি আর অন্য

কথা না বলিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আজ রাত্রেই আমি সে কথা তাকে জানাব এখন।"

রাত্রে থিয়েটারের অভিনয় ভাঙ্গিবার পর তিনকড়ি বাড়ী যাইতেছিল, সেই সময় মহেন্দ্রবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তোমাকে বল্‌তে বলেছেন, তাঁরা আর ও মাইনে দিয়ে তোমায় রাখ্‌তে পার্‌বেন না। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ থিয়েটারের অবস্থা আপাততঃ বড় সুবিধার নয়। যদি তুমি যে মাইনে পাচ্ছ তার চেয়ে পঁচিশ টাকা কম মাইনেতে থাকৃতে রাজি হও, তাহ'লে তাঁরা তোমায় রাখতে পারেন। এ কথাটা বাড়ী গিয়ে ভাল করে একটু জিজ্ঞাসা করে, মার সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভাল বিবেচনা কর কাল এসে আমায় জানিও।"

মহেন্দ্রবাবুর এই কথায় তিনকড়ি নিজেকে নিতান্ত অপমানিত মনে করিল। তাহার মর্য্যাদায় আঘাত লাগায় তাহার ভিতরটা যেন একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু অপমান কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। মহেন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে সে মহা তেজের সহিত বলিল, "এর ভিতর বিবেচনা কর্‌বারও কিছু নেই, বাড়ী গিয়ে পরামর্শ কর্‌বারও কিছু নেই। এর জবাব আমি এখনি দিয়ে দিচ্ছি। আপনি কর্ত্তৃপক্ষদের বল্‌বেন, তিনকড়ি তার যা মাইনে ধার্য্য আছে তার এক পয়সা কমে কাজ কর্ত্তে স্বীকৃত নয়। সে মাইনে তারা যদি তাকে

দিতে পারেন তবেই সে কাজ করবে, নইলে সে আর কাজ কর্ত্তে রাজি নয়।"

মহেন্দ্রবাবু মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় থিয়েটার ছাড়া তোমার উচিত নয়। এখন সমস্ত থিয়েটারেরই যা অবস্থা তাতে অত মাইনে দিয়ে সম্প্রতি কেউ যে তোমায় রাখবে এমন বলে তো বিবেচনা হয় না। থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে থাকার চেয়ে আমার মতে আপাততঃ এখানে থাকাই উচিত, তারপর একটা সুবিধে হ'লেই চলে যেতে পার্ব্বে।"

তিনকড়ি সতেজে উত্তর দিল, "এ হীনতা স্বীকার করার চেয়ে আমার ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল। আপনি আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষদের জানাবেন, তিনকড়ি আর কাল থেকে তাদের থিয়েটারে কাজ কর্ব্বে না।"

ইহার উপর মহেন্দ্রবাবু আর কি বলিতে পারেন, কাজেই তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। তিনকড়ি তৎক্ষণাৎ এমারেল্ড থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। তিনকড়ির স্বভাবের এইটুকুই ছিল বিশেষত্ব যে জীবনে সে কোন দিন কাহারও নিকটে হীনতা স্বীকার করে নাই। যখনই সে মনে করিয়াছে যে তাহার সম্মানে ও মর্য্যাদায় আঘাত লাগিতেছে তখনই সে সেই থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিয়াছে।

?তীয় উল্লাস

কোশোম্মেষ।

১২৯৮ সালে "সিটি" থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। যদিও তখনও শ্রীমতী তিনকড়ির প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, তথাপি রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ভিতর সকলেই তাহাকে একজন অভিনেত্রী বলিয়া জানিত। সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর একদিন মধ্যাহ্নে নীলমাধব বাবু, রাণু বাবু, প্রবোধ বাবু ও আর কয়েকজন সিটি থিয়েটারের মুরুব্বিয়ানা ব্যক্তি শ্রীমতী তিনকড়ির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনকড়ি তখন আহারে বসিয়াছিল। সিটি থিয়েটারের কয়েকজন ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া সে সত্বর আহার শেষ করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। নীলমাধব বাবুই সিটি থিয়েটারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনকড়ি তাঁহাদের সম্মুখে আসিলে, তিনি বলিলেন, "আমরা তোমার বাড়ী এসেছি কেন বোধ হয় তা তুমি বুঝতে পেরেছ, আমরা তোমাকে আমাদের থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাই।"

থিয়েটারে একবার যে অভিনয় করিয়াছে, থিয়েটারের নেশা একবার যাহার প্রাণের ভিতর ঢুকিয়াছে, তাহার থিয়েটার ছাড়িয়া বসিয়া থাকা মহা কষ্টকর ব্যাপার। এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া তিনকড়ির আর সময় কিছুতেই কাটিতেছিল না,—থিয়েটার করিবার জন্য তাহার প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। নীলমাধব বাবুর কথার উত্তরে সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা যখন আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ করে আমাকে নিতে এসেছেন তখন আমি কিছুতেই না বল্‌তে পারিনি। আপনাদের থিয়েটারে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

নীলমাধব বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাহ'লে কাল থেকেই তোমায় যেতে হবে। মাহিনা সম্বন্ধে তুমি এমারেল্ড থিয়েটারে যা পেতে আমরাও তাই তোমাকে দেব।"

শ্রীমতী তিনকড়ি তাহাতেই স্বীকৃত হইল। নীলমাধব বাবুর দল তিনকড়ির সহিত বন্দোবস্ত একেবারে পাকা করিয়া ফেলিলেন ও তৎপর দিন হইতে যাহাতে তিনকড়ি নিয়মিত থিয়েটারে গমন করে তাহার জন্য তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া তবে তিনকড়ির বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তিনকড়িও তাহাদের যথেষ্ট খাতির আপ্যায়ন করিয়াছিল। তিনকড়ির স্বভাবের এটাও একটা বিশেষত্ব ছিল যে, যে কেহই তাহার বাড়ী যাইত সেই তাহার মধুর ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িত ও শত মুখে তাহার প্রশংসা করিত।

তিনকড়ি

সিটি থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি 'সরলা' নাটকে গদাধরের মা, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে বণিক-পত্নী, 'চৈতন্যলীলা' নাটকে ভক্তি, 'তরুবালায়' দামিনী, 'সধবার একাদশীতে' কাঞ্চন প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। শ্রীমতী তিনকড়ি যখনই যে ভূমিকাটি গ্রহণ করিত তখনই তাহাতে বেশ একটু বিশেষত্ব দেখাইত। শৈশব হইতেই এই বিশেষত্বকে সে তাহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছিল। সিটি থিয়েটারে অভিনয় কালেই তিনকড়ির সৌভাগ্যের সূচনা হয়। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি তাহার উপর আকৃষ্ট হয় ও তাঁহার কৃপালাভে সে সমর্থ হয়।

সিটিথিয়েটারে তখন সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী জগত্তারিণী 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনে ঝিয়ের ভূমিকা অভিনয় করিত। শ্রীমতী তিনকড়ি যখন ষ্টার থিয়েটারে ছিল তখন এই ভূমিকাটি যে সুনিপুণা অভিনেত্রী অভিনয় করিত, সে বিশেষ মনোযোগ-সহকারে তাহার অভিনয় প্রণালী লক্ষ্য করিত ও মনে মনে সেই ভূমিকাটি ঠিক তাহারই মত করিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সিটি থিয়েটারে বিবাহ বিভ্রাট যখন অভিনীত হইল এবং জগত্তারিণী ঝিয়ের ভূমিকা অভিনয় করিল, তখন যেন এ ভূমিকাটি ঠিক হইতেছে না সে মনে করিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দুই তিন রাত্রি জগত্তারিণী বিবাহ-বিভ্রাটে ঝিয়ের ভূমিকা অভিনয় করিল বটে, কিন্তু একদিনও তিনকড়ির মনঃপূত হইল না। এই ভূমিকাটি কেমন হইলে ঠিক হয় সেইটুকু দেখাইয়া দিবার

জন্ত তাহার প্রাণের ভিতর একটা আকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। সে সেই আগ্রহটাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একদিন সে নীলমাধব বাবুকে একাকী পাইয়া বলিল, "আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে আপনাকে একটা কথা বলি।"

নীলমাধববাবু বিস্মিত হইয়া তিনকড়ির মুখের দিকে চাহিলেন, ও মৃদু স্বরে বলিলেন, "কি বল্‌তে চাও, বল। আমার কাছে তোমার ভয় কর্‌বার কোন কারণ নেই।"

নীলমাধব বাবুর নিকট অভয় পাইয়া তিনকড়ি বলিল, "আমার মনে হয় আপনাদের বিবাহ-বিভ্রাটে ঝিয়ের পার্টটি ঠিক হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে একদিন আমায় ঐ ঝিয়ের পার্টটা কর্ত্তে দিন।"

বিবাহ-বিভ্রাটে ঝিয়ের ভূমিকাটি বেশ জটিল ও ক্লেশসাধ্য। সেই ভূমিকাটি তরুণ অনভিজ্ঞা তিনকড়ি অভিনয় করিতে চায় শুনিয়া নীলমাধব বাবু হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "বিবাহ বিভ্রাটে ঝিয়ের পার্টটা যে কি তা তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারনি, তাই তুমি ও পার্ট কর্ত্তে চাচ্ছ। ও পার্ট বড় শক্ত, ও পার্ট তোমার দ্বারা হ'তেই পারে না।"

কিন্তু তিনকড়ির স্বভাবই ছিল যাহা ধরিত তাহা সহজে ছাড়িতে চাহিত না। সে নীলমাধব বাবুর উত্তরে বলিল, "আপনি আমায় ঝিয়ের পার্টটা দিন আর না দিন, আমার সাগ্রহ প্রার্থনা, একদিন ঐ ভূমিকাটি আমার মুখে শুনুন, এতে আপনার কি আপত্তি হতে পারে?"

তিনকড়ির এই বিষম দুঃসাহস দেখিয়া নীলমাধব বাবু মনে মনে

হাসিলেন, তৎপরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা কাল আমি তোমার ঝিয়ের ভূমিকা আবৃত্তি শুন্‌বো। কিন্তু তুমি যা ভাবছ ততটা সহজ নয়।"

তিনকড়ি গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাল আমার মুখে আগে শুনুন, তারপর মতামত দেবেন।"

সে দিন আর কোন কথা হইল না, তিনকড়ি বাড়ী চলিয়া আসিল। পরদিন যথাসময়ে থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া সে নীলমাধব বাবুকে পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। নীলমাধব বাবু অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনকড়ির আবদার রক্ষা করিলেন ও তিনকড়ির মুখে 'বিবাহ-বিভ্রাটের' ঝিয়ের ভূমিকার আবৃত্তি আগা গোড়া শুনিলেন। শুনিয়া শুধু সন্তুষ্ট হইলেন না, একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার একেবারে ধারণাই ছিল না যে নবীন অনভিজ্ঞা তিনকড়ির দ্বারা বিবাহ-বিভ্রাটের ঝিয়ের জটিল ভূমিকা এত সুন্দর নির্দ্দোষভাবে অভিনীত হইবে। সেই দিন হইতেই সিটি থিয়েটারে বিবাহ-বিভ্রাটে ঝিয়ের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য তিনকড়ি ম্যানেজারের সানন্দ অনুমতি পাইল ও সে মহা সুখ্যাতির সহিত এই ভূমিকাটি অভিনয় করিতে লাগিল।

এ দিকে তখন শারদীয় পূজা আসিয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত থিয়েটারেই বায়নার হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে সিটি থিয়েটারেরও বায়না হইল। নির্দ্ধারিত

দিনে সিটি থিয়েটার কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে দঙ্গল বলে অভিনয় করিবার জন্য উপস্থিত হইল ও অভিনয় করিয়া যথা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হইয়া কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু ও কালিকৃষ্ণ বাবু উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছিলেন। অভিনয় শেষ হইবার পর গিরিশবাবু ভিতরে আসিলেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই নাট্যাচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিল, তিনকড়িও নট-গুরুর পদধূলি লইল। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের সহিত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাহার এরূপ সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, এই তাহার প্রথম মুখোমুখী সন্দর্শন। সে গিরিশবাবুর গুণের ও সুখ্যাতির কথা প্রত্যহই শুনিত, শুনিয়া শুনিয়া নটগুরুকে সাক্ষাৎভাবে দেখিবার ও তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু সুবিধা ও সুযোগের অভাবে সে এ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত ছিল। প্রথম সুযোগেই তাহার বাসনা পরিপূর্ণ হইল। গুরু শিষ্যকে চিনিলেন, শিষ্যা ও গুরুকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি-অঞ্জলিতে পূজা করিয়া মনে মনে তাঁহারই মন্ত্রে দীক্ষিতা হইল।

গিরিশবাবু নীলমাধব বাবুর সহিত তাঁহাদের থিয়েটার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা কহিবার পরই তিনকড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মেয়েটা অন্য নাটকে কি পার্ট করে ?"

নীলমাধব বাবু গিরিশচন্দ্রের কথার উত্তরে বলিলেন, "নতুন বয়ে ও খুজরো পার্ট করে।"

গিরিশবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "রঙ্গালয়ের উপযোগী চেহারা ইহার আছে, গলাটিতেও বেশ সব রকমের স্বর খেলে। তৈরী করে নিয়ো—কালে বড় অভিনেত্রী হবে। এর ওপর যদি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারো তাহ'লে দেখবে আমার কথা মিছে হবে না।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনকড়ির চেহারাটা একহারা লম্বা ছিল। সেই জন্য তাহার সমবয়স্কাগণ তাহাকে 'তেঠেঙ্গে' বলিয়া ঠাট্টা করিত! তাহাতে তিনকড়ি রাগিয়া তাহার সমবয়স্কাগণকে যাহা তাহা বলিত। তখন সে একবারের জন্য স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তাহার এই লম্বা চেহারা বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকার ভূমিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার কত সাহায্য করিবে। আরও দুই চারিটি কথা হইবার পর নটগুরু বিদায় হইলেন। সেই দিন হইতে সিটি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তিনকড়ির উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক যত্ন বাড়িয়া গেল। নটগুরু গিরিশচন্দ্র তিনকড়িকে দেখিয়াই যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন কালে তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। প্রকৃত মণিকারই কয়লার আকর হইতে হীরক বাছিয়া বাহির করিয়া থাকে।

চতুর্থ উল্লাস।

উন্মেষ ও কীট-প্রসঙ্গ।

আমাদের দেশে অভিনেত্রী হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। অভিনেত্রীর জীবনে এত বাধা বিঘ্ন আসিয়া তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে পাষাণ প্রাচীরের মত দাঁড়ায় যে তাহা ভগ্ন করিয়া অগ্রসর হওয়া একেবারেই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক অভিনেত্রী হয় তাহারা যে সমাজে ও যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করে তাহাতে তথায় নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না, প্রায়ই তাহাদিগকে তাহাদের মাতা বা ঐরূপ কোন অভিভাবকদের ইচ্ছায় চালিত হইতে হয়। দৈবক্রমে যদি কাহারও সেরূপ কোন অভিভাবক না থাকে তাহা হইলেও তাহার পদে পদে এরূপ প্রলোভনের ভিতর গিয়া পড়িতে হয় যে সে প্রলোভন রক্তমাংসের সজীব দেহের পক্ষে ত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ নব নাট্যানুশীলন-জীবনযাত্রার প্রারম্ভেই সহসা এইরূপ প্রচণ্ড প্রলোভন-বন্যায় বিলোড়িত হইয়া, তাহাদিগের উদ্দিষ্ট গতি হইতে স্খলিত

হইয়া বিষম অপথে উপনীত হওয়ায় অবশেষে অকালে জীবলীলা শেষ করিতে বাধ্য হয়। কেহ বা মহাপ্রলোভনে পড়িয়া, কেহ বা অভিভাবকের প্রবল শাসন ও দারুণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, প্রাণের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া অভিনেত্রী জীবন পরিত্যাগ করে। এইরূপে আমাদের দেশে শত শত দিব্য, দীপ্ত প্রতিভা অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ও কালে নষ্ট হইয়া যাইবে।

যে হেয়, সমাজাস্পৃশ্য স্থানে আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ সাধারণতঃ জন্মগ্রহণ ও পরিপুষ্টি-লাভ করে, সেই স্থানের অভিভাবিকারা একটী কন্যা লাভ করিলেই সেই কন্যার কবে বয়ঃপ্রাপ্তি হইবে কেবল তাহারই আশাপথ চাহিয়া থাকে। কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, বাড়ী বাগান হইবে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আকিঞ্চন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কন্যার প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তাহাদের একেবারেই লক্ষ্য থাকে না। কাজেই এই সকল স্থানে যে সকল কন্যা জন্ম গ্রহণ করে ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার একেবারেই অভাব হইয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা যে সমাজের ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠে, কালে স্থান-মাহাত্ম্যে তাহারাও এক একটী প্রবঞ্চনা ও ছলনার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত তাহারা তাহাদের অভিভাবিকাদিগের প্ররোচনায় পড়িয়া নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা হারাইয়া ফেলে ও দিন দিন প্রবল অশ্ববেগে নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

শ্রীমতী তিনকড়ির জীবনেও, তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল বিঘ্ন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। কন্যা রোজগার করিলে তাঁহার দুঃখ ঘুচিবে এ ইচ্ছা তিনকড়ির মাতাও বহুকাল হইতে মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই প্রতিপদে নব যুবতী তিনকড়ির অভিনেত্রী জীবন হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা ঘটিতে লাগিল।

নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই কতকটা অনুমান করিতে পারা যায় যে অভিনেত্রীর জীবন-যাত্রায় উন্নতির পথে কি ভীষণ বিঘ্ন-শার্দ্দুল আসিয়া তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া অবস্থান করে। সেই সকল প্রচণ্ড শার্দ্দুলের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখা অধিকাংশ সময়েই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কারণেই বঙ্গ-রঙ্গালয়ে প্রকৃত নাট্যসেবিকার এত অভাব। আমরা শ্রীমতী তিনকড়ির মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহারই কথায়, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"আমি তখন বীণা-থিয়েটারে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে অভিনেত্রীরূপে কার্য্য করিতেছিলাম। ঠিক আমার মনে নাই, তবে যতটা মনে আছে তাহাতে আমার মনে হয়, আমার বয়স তখন ষোল কিংবা সতের বৎসর, তখন বীণা-থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। এই নাটকে আমি 'মীরাবাঈ'এর ভূমিকা

অভিনয় করিতাম। তখন আমি দুই তিন রাত্রির অধিক মীরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হই নাই। সেই সময় একদিন—সেদিন থিয়েটারের বার নহে, আমি থিয়েটারে 'রিহার্সল' দিতে গিয়াছিলাম। যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন রাত্রি দশটা কিংবা এগারটা হইবে। বাটী ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের ঘরে দুইটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। দুইটীই তরুণ যুবক, চেহারা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা বড় ঘরের দুলাল। বেশ ভূষায় পারিপাট্য যথেষ্ট, তখনকার দিনে নব্য বাবুদের যেরূপ বেশ-ভূষা ছিল তাঁহারা উভয়েই পূর্ণমাত্রায় সেই সাজে সজ্জিত। হাতের অঙ্গুলিতে তিন চারিটা করিয়া আংটী, তাহাতে নীল, লাল, সাদা হরেক রকম পাথর বসান। বুকের উপর মোটা সোনার চেন।

দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গৃহের ভিতর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি গৃহের চৌকাঠের সম্মুখে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। গৃহের ভিতরস্থিত সকলেই আমার পদ শব্দে দরজার দিকে চাহিয়াছিলেন। আমায় দরজার চৌকাঠের বাহিরে থমকাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আবার অমন করে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালি কেন, ভেতরে আয়। মেয়ে যেন আমার চণ্ড।'

আমি ধীরে ধীরে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত জড়সড় ভাবে মায়ের পাশটীতে যাইয়া চুপ করিয়া বসিলাম। সেই

অপরিচিত ভদ্রলোক দুইটি বেশ তীব্র লালসা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে আমার দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন। আমি গৃহের ভিতর মায়ের পাশে উপবিষ্ট হইলে, মা সেই ভদ্রলোক দুইটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এইটী আমার মেয়ে।'

সেই ভদ্রলোক দুইটী লালসা-কষায়িত মৃদুহাসে বলিলেন, 'আপনার মেয়েকে আমরা থিয়েটারে অনেকবার দেখেছি। মীরা-বাঈএর অভিনয় বড় সুন্দর করে। সে যাহ'ক আপনি যা বলছেন তাতেই আমরা রাজি আছি। তবে আমাদের কথা হচ্ছে এই, আপনার মেয়েকে কিন্তু থিয়েটার ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

এই ভদ্রলোকটির কথায় আমি এতক্ষণে বেশ বুঝিলাম ইঁহারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়া আমাদের গৃহে বসিয়াছেন। সেটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আমার তখন বিলক্ষণই হইয়াছিল। ইঁহাদের দেখিয়া পর্য্যন্তই কেমন আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম, তাহার পর ইঁহাদের মুখে থিয়েটার ছাড়াইয়া লইবার কথা শুনিয়া আমার মুখখানি শুকাইয়া অতটুকু হইয়া গেল। তাঁহাদের কথার উত্তরে মা কহিলেন, 'আমার মেয়েটির থিয়েটার কর্‌বার বড় বাতিক। আর সবে সে দিন থিয়েটারে ঢুকেছে, যাহ'ক শুনছি থিয়েটারে একটু সুখ্যাতিও হয়েছে, তাই এরির মধ্যে ছাড়াতে কেমন মন সরছে না। যাহ'ক কিছু মাইনেও পাচ্ছে। তা দেখুন, আপনারা আসা যাওয়া করুন, থিয়েটার ছাড়াতে আর কতক্ষণ লাগ্‌বে।'

তরুণযুগলের মধ্যে একজন এতক্ষণ চুপ করিয়া একটু হেলিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'থিয়েটার না ছাড়ালে কিছুতেই হবে না। আপনার মেয়ে যদি দিন রাত থিয়েটারে থাকে, তাহ'লে আর আমরা আসি কখন? আপনি দু'শো টাকা চেয়েছেন আমরা তাতো দিতে রাজিই আছি, তা ছাড়া না হয় আমরা আপনার মেয়ে থিয়েটারে যা মাইনে পায় সেটাও ধরে দিচ্ছি। আপনি আপনার মেয়েকে থিয়েটার ছাড়িয়ে দিন। আর যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, আমরা ছ'মাসের টাকাটা অগ্রিম দিতেও রাজি আছি। তবে আমাদের কথা হচ্ছে এই আপনার মেয়েকে থিয়েটার ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

বার বার থিয়েটার ছাড়াইয়া লইবার কথায় এই দুইটা লোকের উপর আমার যেন কেমন রাগ হইতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই দুইটা লোককে কেউ ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় না? তাঁহাদের কথায়, আমি বেশ বুঝিলাম, মায়ের প্রাণ বেশ একটু নরম হইয়া পড়িল। আমার মায়ের মত স্ত্রীলোক অতগুলা টাকার লোভ কি ছাড়িতে পারেন! তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'কাল তো আপনারা আসছেন, তার পর সে যা হ'ক হবে। থিয়েটার ছাড়াবার জন্যে কি আর আটকে থাকবে?'

সেই ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'সে যাহ'ক হবে বলে চলছে না। যা হবার এখনই একটা হাঁবাংলা হয়ে যাক্। যদি

আপনি আমাদের পাকা কথা দেন তাহ'লে কালই আমরা টাকা কড়ি নিয়ে আস্‌তে পারি।'

মা বেশ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'তা আসবেন আপনারা।'

সেই ভদ্রলোক দুইটী বেশ একটু মোলায়েম হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'তাহ'লে আজকে আমরা আসি, কাল সন্ধ্যের পর টাকা কড়ি নিয়ে আস্‌ব। আপনার মেয়ে যেন আবার কাল থিয়েটারে চলে না যায়।'

সেই ভদ্রলোক দুইটী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'সেও কি একটা কথা, আপনারা ভদ্রলোক আসবেন, আর ও থিয়েটারে যাবে!'

ভদ্রলোক দুইটী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, আমিও যেন দম ফেলিয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা এমন কড়া আতর মাখিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহারা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরটা তখন সেই আতরের গন্ধে ভর্‌ভর করিতে লাগিল। তাঁহারা চলিয়া যাইবা মাত্র আমি মাকে বলিলাম, 'মা, আমি থিয়েটার কিছুতেই ছাড়্‌ব না, তা তুমি আমায় যাই বল আর যাই কর।'

মা আমার কথার উত্তরে বেশ মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া বলিলেন, 'ছি, এমন বেয়াড়া পানা কি কর্ত্তে আছে! এত বড় একটা দাঁও কি হাত ছাড়া কর্‌া যায়? ওরা হ'ল মস্ত বড়লোক, ওদের আশ্রয়ে থাক্‌লে তোর আর কি ভাবনা থাক্‌বে? গয়নায় সমস্ত গা

একেবারে মুড়ে যাবে। থিয়েটার করে কি এমন চতুষ্পদ প্রাপ্ত হবে বল।'

আমার কিন্তু এক কথা আমি থিয়েটার ছাড়্‌ব না।

মা আমাকে অনেক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে না চাওয়ায় শেষে তিনি আমাকে যা তা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, আমি কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে সম্মত হইলাম না। পর দিন প্রভাত হইতে বাড়ীর আর আর সবাই মিলিয়া একে একে আসিয়া আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, থিয়েটার করিয়া কোনই লাভ নাই, থিয়েটার করিয়া কাহারও দুঃখ ঘুচিতে পারে না ইত্যাদি। আমি কাহারও কথার কোন জবাব দিলাম না, রাত্রি হইতেই একেবারে শুম খাইয়া গিয়াছিলাম। মা আমায় শেষে এ কথা বলিতেও ভুলেন নাই যে যদি আমি তাঁহার কথার অবাধ্য হই তাহা হইলে তিনি আর আমায় আস্ত রাখিবেন না। মা যদিও আমায় সে দিন দুইশত বার থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। রাত্রে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, সেই ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার পরই আসিয়াছিলেন এবং আমি থিয়েটারে চলিয়া গিয়াছি শুনিয়া তাঁহারা মহাবিরক্ত হইয়া মাকে দুই চারিটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হইল আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

আমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মার নিষেধ সত্ত্বেও থিয়েটারে চলিয়া যাওয়ায় মা রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়াছিলেন। আমি বাড়ী ফিরিবামাত্র তিনি একখানা বাকারী দিয়া আমাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে আমার জ্বর আসিয়া গেল। আমি তিন দিন জ্বরে বেহুস হইয়াছিলাম। জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আবার আমি নিয়মিত থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু উপরিলিখিত ঘটনার পর বহুদিন পর্য্যন্ত মা আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম মা তাঁহার সমবয়স্কাদিগকে বলিতেছেন, 'অমন বেয়াড়া মেয়ের মুখ দেখ্‌তে আছে ? এখন ভাল কথা শুন্‌ছে না, এরপর শেষে পস্তাতে হবে। আমি তো ওকে আর কোন কথা বল্‌বো না, ওর যা ভাল বিবেচনা হয় তাই করুক। আমার কি ?'

তথাপি ইহার পরেও মা আমাকে থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার জন্য বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌ তখন আমায় কি সদ্‌বুদ্ধি দিয়াছিলেন জানি না, আমি শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে রাজি হই নাই। মাতার অবাধ্য হইবার জন্য প্রহার তো যথেষ্টই খাইয়াছি, এমন কি, একবার মা আমায় দুই তিন দিন কিছু খাইতে পর্য্যন্ত দেন নাই। কিন্তু তবুও আমি থিয়েটার পরিত্যাগ করি নাই। নটনাথের নিতান্ত কৃপায় আমি যে কত কত গুরুতর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিতে

পারিয়াছি, তাহা কেবল অন্তর্যামী জানেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।"

শ্রীমতী তিনকড়ি নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন এরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক অভিনেত্রীর জীবনেই ঘটিয়া থাকে। এই সব বিষম প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিলে কলাকুশলা অভিনেত্রী হওয়া যায় না। কিন্তু কয়জন অভিনেত্রী এই সকল প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে? কাজেই সব অভিনেত্রী তিনকড়ি হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় এই সকল প্রলোভন বর্ত্তমান না থাকিলে বঙ্গরঙ্গালয়ে অভিনেত্রীর অভাব হইত না। শ্রীমতী তিনকড়ির ন্যায় আরও অনেক গুণময়ী অভিনেত্রী আমরা রঙ্গালয়ে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে, তাহা হয় না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না, প্রকৃত অভিনেত্রী হইতে হইলে লালসা বিসর্জনপূর্ব্বক নটনাথের চিরপ্রিয় অভিনয়-সাধনায় প্রয়োজন। শ্রীমতী তিনকড়ি অনেক ত্যাগ-স্বীকার করিয়া সেই সাধনা করিয়াছিল, কাজেই তাহার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল—সে নটনাথের অমোঘ কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পঞ্চম উল্লাস।

বিকাশ।

১২৯৯ সালে শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী হইলেন। মিনার্ভা থিয়েটার গ্রহণ করিয়াই নাগেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে আনয়ন করিয়া অধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন। গিরিশবাবু এই থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াই সেক্সপীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" নাটক বহুযত্নে ও আয়াসে বঙ্গানুবাদ করিয়া উহার অভিনয়কল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। জনশ্রুতি আছে যে গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এত পরিশ্রম তিনি আর তাঁহার কোন পুস্তকে করেন নাই।

গিরিশচন্দ্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যে ভূমিকাটি যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিবে মনে করিলেন তাহাকেই সেই ভূমিকাটি প্রদান করিলেন। ভূমিকা বিতরণ হইবার পর মহালা পূরাদমে চলিতে লাগিল। তিনি যে ভূমিকাটি যাহাকে দিয়াছিলেন মহালা কালে দেখিলেন তাহাদের দ্বারা একরূপ মন্দ দাঁড়াইবে

না, কিন্তু লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা তাঁহার একেবারেই মনঃপূত হইল না। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরীকে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা প্রদান করা হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্রও মহোদ্যমে ও বিপুল আয়াসে তাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন। কিন্তু প্রমদা কিছুতেই আর লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকাটি তাঁহার মনের মতন করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ম্যাক্‌বেথ নাটকে লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয়ের উপরই পুস্তকের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে, কেননা লেডী ম্যাক্‌বেথেই উহার একরূপ প্রাণ। সেই ম্যাক্‌বেথে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকাই যদি ভাল না হয় তাহা হইলে কিছুই হইল না, এত শ্রম, আশা, বিপুল ভরসা সব পণ্ড, বিফল হইতে চলিল। লেডী ম্যাক্‌বেথের জন্য গিরিশচন্দ্র বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কি যে করিবেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেই সময় একদিন থিয়েটারের রিহর্‌সেলের পর লেডী ম্যাক্‌বেথের কথা ভাবিতে ভাবিতেই তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার তিনকড়ির কথা মনে পড়িল। সেই যে তিনি তিনকড়িকে কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, আজি পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। বিচক্ষণ জহুরী ব্যতীত কে আর খনির মধ্য হইতে প্রকৃত হীরকখণ্ড বাছিয়া বাহির করিতে পারে! পর দিন থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াই তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্রীমতী তিনকড়িকে মিনার্ভা থিয়েটারে আনিবার জন্য একজন লোককে নিযুক্ত করিলেন।

সে পরদিন মধ্যাহ্নে শ্রীমতী তিনকড়ির বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

মিনার্ভা থিয়েটারে তাহার প্রথম নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীমতী তিনকড়ির মুখে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহারই কথায় আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"মধ্যাহ্নে আহারের পর আমি একখানা ময়লা কাপড় পরিয়া ঘুমাইয়াছিলাম। ঠিক আমার মনে নাই, কে আসিয়া ডাকিয়া তুলিয়া বলিল, 'ওরে তো'র সঙ্গে কে একজন ভদ্রলোক দেখা কর্ত্তে এসেছেন, দেখ্‌ গে যা, খুব সম্ভব থিয়েটারের কোন লোক হবে।'

একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন, শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। মুখে চোখে জল দিয়া আসিয়া সেই ময়লা কাপড় খানা ছাড়িয়া একখানা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কাপড় পরিয়া সেই ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি অন্য আর কোন কথা না কহিয়াই বলিলেন, 'তোমার কাছে আমায় গিরিশবাবু পাঠিয়েছেন। তুমি বোধ হয় শুনেছ, তিনি এখন মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ। সেই থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

স্বয়ং নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ডাকিয়াছেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র অভিনেত্রীর পক্ষে এটা একটা বড় শ্লাঘার কথা! গর্ব্বে ও উল্লাসে আমার সমস্ত প্রাণটা যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। আমি সেই ভদ্রলোকটীর

কথার উত্তরে বলিলাম, 'গিরিশবাবু ডেকেছেন, এর ওপর তো কোন কথাই নেই,—তবে,—'

আমি আর কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না, সেই ভদ্রলোকটি আমার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিলেন, 'তবে যা তার জন্যে বিশেষ কিছু আটকাবে না। আজ সন্ধ্যার পর তুমি আমাদের থিয়েটারে যেও, সন্ধ্যের সময় গাড়ী আসবে। তারপর সেখানে গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করে তোমার বল্‌বার সব ব'ল। যদি তোমার কোনও অসুবিধা হয় তাহ'লে কার্য্য না স্বীকার কর্‌লেই পার্ব্বে। গিরিশবাবু যখন তোমায় ডেকেছেন তখন তোমার তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ একবার দেখা করা কিন্তু উচিত। তবে আমি এইটুকু তোমায় বল্‌তে পারি যে গিরিশবাবুর কাছে থাক্‌লে, তাঁর কাছে শিক্ষা পেলে, একটা বোবারও কথা ফোঁটে।'

বাঙ্গালার নট-গুরু গিরিশচন্দ্র আমাকে ডাকিয়াছেন, ইহাই ভাবিতে আমার গর্ব্বে সমস্ত প্রাণটা ভরিয়া গিয়াছিল, কাজেই তাঁহার সহিত আর আমার বিশেষ কোন কথা হইল না। আমি যাইতে স্বীকৃতা হওয়ায় তিনি সন্ধ্যার পরই গাড়ী আসিবে বলিয়া বিদায় হইলেন। গাড়ী আসিবার বহু পূর্ব্বেই আমি থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। গাড়ী আসিবামাত্রই আমি থিয়েটারে রওনা হইলাম। গাড়ীতে আরও দুই চারিজন অভিনেত্রী ছিল, তাহাদের নাম এখন ঠিক আমার মনে নাই। আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই তাহাদের

ভিতর হইতে একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভাই বুঝি আজ থেকে আমাদের থিয়েটারে ভর্ত্তি হ'লে ?'

আমি তাহার কথায় উত্তর দিলাম, 'ভর্ত্তি ঠিক হইনি, তবে আজকে যাচ্ছি বটে। ভর্ত্তি হ'ব কি না হ'ব তা ঠিক বল্‌তে পারিনি।'

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভাই অন্য কোন থিয়েটারে কাজ কর্‌ছ ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আমি সিটি থিয়েটারে কাজ করি।'

তাহারা আমাকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া পরস্পর হাসাহাসি করিতেছিল, মনের ভাবটা তাহাদের এই যে তাহারা বড় থিয়েটারের বড় অভিনেত্রী, আর আমি একটা কিছুই নহি। এইরূপ তাহাদের দুই চারিটি প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমাদের গাড়ী আসিয়া থিয়েটারের দরজায় দাঁড়াইল। যাহারা আমার সহিত গাড়ীতে আসিয়াছিল তাহারা গাড়ী থিয়েটারের দরজায় দাঁড়াইবামাত্র হাসিয়া ঢলিয়া একে একে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া থিয়েটারের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। আমি সব শেষে গাড়ী হইতে নামিলাম। নূতন স্থান, কাজেই আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে থিয়েটারের ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম। যে ভদ্রলোকটি মধ্যাহ্নে আমার বাড়ী গিয়াছিলেন, থিয়েটারের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াই আমার তাহার

সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে থিয়েটারের এক পার্শ্বে লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'এইখানে বোস, গিরিশবাবু এখনও আসেন নাই, তিনি এলেই আমি তোমায় খবর দেব।'

আমি একটী পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বড় থিয়েটার,—কাজেই এখানে বৃহৎ ব্যাপার। একপার্শ্বে সিন আঁকা হইতেছে,—স্থানে স্থানে চারি পাঁচটি করিয়া লোক গোলকাকারে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছে। অভিনেত্রীগণ এক এক খানা লম্বা কাগজ হাতে লইয়া যে যাহার ভূমিকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিতেছে। আমি, একজন অপরিচিত, এক পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখিয়া অনেকেই আসিয়া আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি হাঁ, না, বলিয়া সংক্ষেপে তাহাদের কথার উত্তর দিতে লাগিলাম। সেই সময় সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রমদা আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার এখানে খাতির ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁহার হাতে একটী পানের ডিবা ও বেশ-ভূষারও পরিপাট্য যথেষ্ট। তিনিও আসিয়া আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কে? এটা বুঝি আজ নূতন এলো?"

সে যাহাকে এই প্রশ্ন করিল, সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল "হাঁ।"

প্রমদাকে আমি এই প্রথম দেখিলাম! তাঁহার খাতিরও প্রতিপত্তি

দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার মনে মনে ঈর্ষা হইল। মনে মনে ভাবিলাম আমিও অভিনয় করি, ইনিও অভিনয় করেন, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! আমি মনে মনে এই সকল ভাবিতেছি সেই সময় সেই ভদ্রলোকটী আসিয়া বলিলেন, 'গিরিশ বাবু এসেছেন, এস, তোমায় তিনি ডাক্‌ছেন।'

আমি উঠিলাম ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিরিশ বাবুর নিকট চলিলাম। সেই কালীকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে যে দিন গিরিশ বাবুকে দেখিয়া ছিলাম সেই দিন হইতেই মনে মনে তাঁহাকে গুরু বলিয়া পূজা করিতাম। আজ সেই গুরুর নিকট হইতে আমার ডাক আসিয়াছে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছি! তখন আমার বুকের ভিতর কি হইতেছিল তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। থিয়েটারের পশ্চাদ্-ভাগে একটী ঘরের ভিতর একখানি চেয়ারে নটগুরু উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সেই ভদ্রলোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই আপনা হইতেই আমার মাথাটা তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। আমি ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম। গিরিশ বাবু অপর এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে ছিলেন, আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হয়েছে, থাক্, ওই খানে বোস।"

তিনি যে স্থানে বসিয়াছিলেন তাঁহার সম্মুখে একখানি তক্ত-:

পোষ পাতা ছিল, আমি ধীরে ধীরে যাইয়া তাহাতে উপবেশন করিলাম। তিনি আমায় বলিলেন, 'আমি তোমার সেই বিবাহ-বিভ্রাটে ঝিয়ের পার্ট কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে দেখেছি। আমার মনে হয় তোমার উন্নতি হবে। আজ থেকে তাহ'লে তুমি আমার এখানে কাজ কর,—মন দিয়ে কাজ কল্লে ভবিষ্যতে আমি তোমার উন্নতি করে দেব। কি বলো তাহ'লে এই কথাই ঠিক হ'লো ?'

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। তিনি আবার বলিলেন, 'আপাততঃ আমি তোমার মাইনে ত্রিশ টাকা ধার্য্য কল্লুম। এরপর যেমন কাজের উন্নতি দেখাবে তেমনি তোমার মাইনে বেড়ে যাবে। কি বলো, এতে তুমি রাজি আছ ?'

আমি আবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। গিরিশ বাবু তাহার পর আমাকে আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন ও মিষ্ট কথায় আমার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আমি একমনে তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিলাম। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে সত্যই আশার উষালোকে আমার সমস্ত প্রাণটা যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আমি হাঁ না কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না। গিরিশ বাবু প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা আমার সহিত নানাবিধ কথা কহিবার পর পার্শ্বস্থিত একটী ভদ্রলোককে বলিলেন, 'এই মেয়ে-টির একখানা এক বছরের 'এগ্রিমেণ্ট' করে নাও। আর কাল থেকে এর বাড়ী গাড়ী যাতে রীতিমত যায় তার যেন বন্দোবস্ত করা হয়।'

সেই ভদ্রলোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

তখন থিয়েটারে 'রিহার্সেল' আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। গিরিশবাবু আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি 'রিহার্সেলে'র স্থানে বসিয়া গেলেন। আমি সেই ভদ্রলোকটির সহিত যাইয়া এক বৎসরের 'এগ্রিমেণ্ট' সই করিয়া দিয়া রাত্রি আন্দাজ সাতটার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, গিরিশবাবু সত্যই গুরু হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এমন মিষ্টি কথা আমি আর কখনও শুনি নাই।"

ষষ্ঠ উল্লাস।

ফুল্লবিকাশ।

একটী ভূমিকা একজন অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীকে দিবার পর তাহার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কার্য্য। বঙ্গরঙ্গালয়ে এই ভদ্রতাটুকু বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে। একটী ভূমিকা একজনকে দিবার পর প্রায়ই আর তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় না, তা সে সেই ভূমিকা যেরূপই অভিনয় করুক। প্রমদার লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই বলিয়াই তিনি তাঁহার থিয়েটারে তিনকড়িকে আনাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে প্রমদার নিকট হইতে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকাটি কিরূপে কাড়িয়া লইবেন সেইটাই হইল তাঁহার ভাবনার বিষয়। তাঁহার আরও এক ভাবনা হইল যে না হয় তিনি প্রমদার নিকট হইতে ঐ পার্ট কাড়িয়া লইয়া তিনকড়িকে দিলেন ; কিন্তু তিনকড়ি যদি ঐ পার্ট প্রমদার অপেক্ষাও খারাপ করে তাহা হইলে কিন্তু তাহাকে মহাবিপদে পড়িতে হইবে, কেননা প্রমদা

পুনরায় আর ও পার্ট কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে তিনি অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন তাহার ভিতর গুণাগুণ কি আছে। সেই ক্ষমতার বলেই তিনি কয়েক দিন চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে তিনকড়ির লেডী ম্যাক্‌বেথের পার্ট প্রমদার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যাহাই হউক না কেন একবার তিনি ঐ ভূমিকা তিনকড়িকে দিয়া দেখিবেন, তাহার দ্বারা কতদূর কি দাঁড়ায়।

লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা পাইবার সম্বন্ধে শ্রীমতী তিনকড়ি নিজমুখে যাহা বলিয়াছে আমরা নিম্নে তাহারই কথায় তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"মিনার্ভা থিয়েটারে কার্য্যে বহাল হইবার পর আমি নিয়মিত প্রত্যহই যথাসময়ে উপস্থিত হইতেছিলাম। পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, আমি থিয়েটারে কেবল যাইতাম ও চলিয়া আসিতাম। আমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিত না, আমিও কাহাকেও কোন কথা বলিতাম না। থিয়েটারে যেখানে 'রিহার্সল' হইত সেইখানে একটী পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া একমনে 'রিহার্সল' দেখিতাম ও শুনিতাম। গিরিশবাবুই প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার সেই শিক্ষাপ্রণালী এমন সুন্দর যে অতি সহজেই সকলে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিত। আমি বিভোর হইয়া

গিরিশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাই কেবল দেখিতাম শুনিতাম। পাঁচ ছয় দিন হইয়া গেল, তথাপি কেহ আমাকে কোন ভূমিকা দিল না, ভবিষ্যতে যে দিবে সেরূপ কোন লক্ষণও দেখিতেছিলাম না। কিন্তু সে বিষয় কাহাকেও কিছু বলি নাই। শেষপর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। আর রোজই মনে মনে ভাবিতাম ইহারা আমাকে ইহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিল কেন? যদি আমাকে কোন ভূমিকাই না দিবেন তবে আমাকে শুধু মাহিনা দিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? আমি প্রত্যহই থিয়েটার হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় এই কথা ভাবিতাম বটে, কিন্তু মীমাংসা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

একদিন সন্ধ্যার পর হইতেই 'রিহার্সল' আরম্ভ হইয়াছিল। প্রমদা তখন লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা 'রিহার্সল' দিতে ছিল। গিরিশ বাবু বার বার তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিতে ছিলেন; কিন্তু তিনি যেমনটি দেখাইয়া দিতেছিলেন, প্রমদা কিছুতেই আর তেমনি করিতে পারিতেছিল না। বহুবার ভুল সংশোধন করিয়া দিবার পরও প্রমদার যখন ভুল শোধরাইল না তখন গিরিশ বাবু বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না তোর দ্বারা এ পার্ট হবার কোন আশা নেই।'

গিরিশ বাবু মহাবিরক্তভাবে গম্ভীরমুখে হেট হইয়া বসিলেন।

গিরিশ বাবুর এই বিরক্তি-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বেশ একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সকলেই স্তব্ধ, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সমস্ত থিয়েটারটা যেন সহসা ধাক্কা খাইয়া নীরবতার ভিতর ডুবিয়া গেল। কেবল পরস্পর পরস্পরের 'মুখ চাওয়া চাওয়ী' করিতে লাগিল। মিনার্ভা থিয়েটারে তখন প্রমদাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী! তাঁহার দ্বারা যদি এ পার্ট না হয় তো কাহার দ্বারা হইবে? গিরিশ বাবুর কথায় প্রমদাও ঠোঁট ফুলাইয়া গুম খাইয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখের উপর তখন সে ভাবটা বেশ ফুটিয়াছিল,—তাহার ভাবটা হইতেছে এই যে 'আমার দ্বারা তো হবে না, দেখি আমার চেয়ে আর কে ভাল কর্ত্তে পারে?'

গিরিশ বাবু কিছুক্ষণ গুম খাইয়া বসিয়া থাকিবার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'এর দ্বারা যখন এ পার্ট হ'লো না, তখন সেদিন যে নূতন অভিনেত্রীটি এসেছে তাকে ডাক দেখি, তার দ্বারা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক কতদূর কি দাঁড়ায়।'

আমি গিরিশ বাবুর অতি নিকটেই বসিয়াছিলাম কাজেই গিরিশ বাবুর সব কথাগুলিই আমার কাণে বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রবিষ্ট হইল। আমি এই থিয়েটারে আসিয়া পর্য্যন্ত কোন ভূমিকা পাইতে-ছিলাম না বলিয়া মনে মনে বেশ একটু দুঃখিত হইয়া পড়িতে ছিলাম। সেই সময় সহসা এই সুকঠিন প্রধান-ভূমিকাটি আমাকে প্রদান করি-বার প্রস্তাব শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল

এত বড় একজন নামজাদা অভিনেত্রী যখন পারিতেছে না, তখন সেই ভূমিকা আমার দ্বারা হওয়া কি সম্ভব হইবে! এই সকল কথা আমি মনে মনে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় আমার পার্শ্বেই যে অভিনেত্রীটি বসিয়াছিল সে ইঙ্গিতে আমার গা ঠেলিয়া বলিয়া দিল, 'যাও গিরিশ বাবু তোমায় ডাকছেন।'

আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিরিশ বাবুর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখনও তাঁহার মুখের উপর হইতে সে গাম্ভীর্য্যের ভাব তিরোহিত হয় নাই। তিনি বেশ একটু গম্ভীর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রমদা এখন যে পার্টটা 'রিহার্সল' দিচ্ছিলো সে পার্টতো শুনেছ? ওই পার্টটা আমি তোমায় দিতে চাই,—কি বল কর্ত্তে পার্ব্বে?'

আমি থিয়েটারে যে দিন হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছি সেই দিন হইতে যখনই আমায় যে পার্ট প্রদান করা হইয়াছে আমি সেই পার্টটি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। কোন দিনই বলি নাই—এ পার্টটি আমার দ্বারা হইবে না। কাজেই গিরিশ বাবুর কথার উত্তরে আমার দ্বারা হইবে না—এ কথা আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। আমি মৃদুস্বরে তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম, 'পার্ব্বো কি না কি করে বলি বলুন,—তবে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।'

গিরিশ বাবু প্রমদার নিকট হইতে লেডী ম্যাক্‌বেথের পার্টটা

চাহিয়া লইয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, 'বল দেখি একটুখানি,—দেখি কেমন বল্‌তে পারো ?'

আমি গিরিশ বাবুর নিকট হইতে কাগজগুলি লইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, 'আমি কালকে বল্‌ব, আজ আমি রাত্রে সমস্ত পার্টটা একবার ভাল করে পড়ে নোবো।'

গিরিশ বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'সে বেশ ভাল কথা। সমস্ত পার্টটা আজ রাত্রে বাড়ী গিয়ে ভাল করে পড়ে নিও। কাল আমি তোমায় বলাব।'

আমি লেডী ম্যাক্‌বেথের পার্টটি লইয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিলাম। বুকের ভিতর তখন আমার কেমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল, কেননা এই ভূমিকার ভালমন্দ অভিনয়ের উপর আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। গিরিশ বাবু বড় মুখ করিয়া প্রমদার নিকট হইতে পার্ট ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই মুখ রক্ষা আমাকে যা করিয়া হউক করিতেই হইবে। 'রিহার্স্যল' ভাঙ্গিবার পর যথা সময়ে আমি বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী যাইয়া তাড়াতাড়ি দুটো খাইয়া লইয়াই আমি সেই পার্টটি লইয়া বসিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় প্রমদা আমাকে টিট্‌কারি দিয়া দুই চারিটি কথা বলিয়াছিল,—সেই হইতে আমার কেমন জেদ হইয়াছিল তাহার মুখে চুণ কালি লেপিয়া দিতেই হইবে। যেমন করিয়াই হউক এই পার্ট তাঁহার চেয়ে শত গুণে ভাল আমার করিতেই হইবে।

সমস্ত রাত্রের ভিতর আমার একটুকুও ঘুম হইল না। আমি সারা রাত্রি জাগিয়া সেই পার্টটি আট দশবার পড়িয়া একরূপ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। প্রমদা যখন লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকাটি 'রিহার্সল' দিত ও গিরিশ বাবু যখন তাহাকে বলিয়া দিতেন তাহা আমি প্রত্যহই শুনিতাম। তাহার যেখানে যেখানে ভুল হইত গিরিশ বাবু শুধ্রাইয়া দিতেন সে স্থান গুলিও আমার মনে ছিল। আমি সেই ভাবে পার্টটি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিলাম। সমস্ত রাত্রির চেষ্টায় আমি সেই পার্টটি কতকটা আয়ত্ত করিলাম। পর দিন আমি যখন 'রিহার্সল' দিবার জন্য থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম তখনও গিরিশ বাবু আসেন নাই, একটু পরেই গিরিশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই পার্ট বলাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। আমি গিরিশ বাবুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রমদার নিকট হইতে পার্টটি ফেরত লইয়া আমাকে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং আমি কিরূপ বলি সেইটুকু শুনিবার জন্য সেদিন 'রিহার্সল' স্থানে থিয়েটারের সমস্ত লোকই জড় হইয়াছিল। আমি গিরিশ বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 'বল দেখি তোমার পার্টটি, শুনি কেমন তুমি বল্‌তে পার ?'

গিরিশ বাবুর আদেশ পাইয়া আমি সেই পার্টটি বলিতে আরম্ভ করিলাম। আগাগোড়া বলা শেষ হইল। নটনাথের কৃপায় আমি

গিরিশ বাবুর মুখ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। থিয়েটারের সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইয়াছিল, না, এ তৈরী হ'লে এ পার্ট প্রমদার চেয়ে অনেক ভাল কর্ব্বে।

- আমার লেখাপড়া জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। কিন্তু সেই অল্প বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়াই গিরিশ বাবুর শিক্ষায় ও কৃপায় আমি লেডী ম্যাক্‌-বেথের জটিল ভূমিকা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয় করিয়াই আমার অভিনেত্রী জীবনের পথ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই দিন হইতে আমি লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা রীতিমত ভাবে 'রিহার্সল' দিতে লাগিলাম। গিরিশ বাবুও দিনরাত্র প্রভূত পরিশ্রমে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অঙ্গ-ভঙ্গী, চলন-চালন, সমস্তই আমি তাঁহার কৃপায় শিখিতে পারিয়াছিলাম। গিরিশ বাবুর ন্যায় শিক্ষক পাইয়াছিলাম বলিয়া, আজ আমি অভিনেত্রী। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আমি বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত অভিনয় করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু যথার্থ গুরু বলিবার উপযুক্ত লোক আমি গিরিশ বাবু ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। মিষ্ট কথায় অতি সরল ভাবে এমন শিক্ষা প্রণালী কেবল গিরিশ বাবুতেই সম্ভব। কেবল তাঁহারই কৃপায় নিরক্ষর, নির্ব্বোধ, কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যা আমিও অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছি।

১২৯৯ সালের ১৬ই মাঘ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে

ম্যাক্‌বেথের প্রথম অভিনয় হইল। সেদিন রঙ্গালয়ে তিল ধরিবার স্থান ছিল না,—রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য। আমি লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলাম। গিরিশ বাবু স্বয়ং ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নটনাথের কৃপায় ও নট-গুরুর আশীর্ব্বাদে আমি রিহার্স্যলে যাহা করিয়াছিলাম অভিনয় কালে তাহা আমার আরো উতরাইয়া গেল। দর্শকগণের ঘন ঘন করতালি বর্ষণে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমি সামান্যা অভিনেত্রী তিনকড়ি, আমি একেবারে লেডী ম্যাক্‌বেথে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম।

অভিনয় ভাঙ্গিবার পর পর গিরিশ বাবু আমায় আদরে পিট্‌ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার অভিনয় দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে আমার বই লেখা সার্থক হয়েছে। বাঙ্গালী দেখুক যে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রী আছে। এত সুন্দর এত নিখুঁত অভিনয় যে তুমি কর্ত্তে পার্ব্বে এ কথা আমিও একবার ধারণা কর্ত্তে পারি নি।'

গিরিশবাবুর এই প্রশংসাবাদে আনন্দে আমার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—আমি একেবারে নট-গুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আর বেশী কি আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো,—তবে এই আশীর্ব্বাদ করি যে তুমি যথার্থ অভিনেত্রী হও—এমন অভিনয় কর যে যতদিন থিয়েটার থাকবে ততদিন বাঙ্গালী তোমার কথা ভুলতে না পারে।

সেই হইতে আমার মাহিনা একেবারে দ্বিগুণ হইয়া গেল। দৈনিক সমস্ত কাগজেই আমার অভিনয়-প্রশংসা শত ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর শ্রেষ্ঠ আসন আমিই লাভ করিলাম। তখন 'ম্যাক্‌বেথ' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রতি শনিবারেই অভিনয় হইতেছিল, আমিও প্রতি শনিবার লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিতেছিলাম। তখন দর্শকগণের সকলেরই মুখে এক কথা হইয়াছিল, আমার ন্যায় একজন সামান্যা অভিনেত্রী লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা এমন নিখুঁত অভিনয় করিতেছে কেমন করিয়া? লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয় করিয়া আমি যত প্রশংসা লাভ করিয়াছি এত প্রশংসা কোন অভিনেত্রী কোন দিন পায় নাই। এই এক ভূমিকা অভিনয় করিয়াই আমি যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম।"

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদান ও শ্রীমতী তিনকড়ির শিক্ষাগ্রহণ কিরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, শ্রীমতী তিনকড়ির লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার নিকট তাহা অবিদিত নাই। দর্শকগণ এই তরুণ অনভিজ্ঞা অভিনেত্রীর লেডী ম্যাক্‌বেথের ন্যায় জটিলতাপূর্ণ সুকঠিন ভূমিকার আশ্চর্য্যজনক অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ এই সামান্যা অভিনেত্রীর দ্বারা যে এরূপ অভাবনীয় অভিনয় হইতে পারে

তাহা কোন দিন ধারণাও করিতে পারেন নাই। বঙ্গরঙ্গভূমির ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় কীর্ত্তি। বঙ্গরঙ্গভূমির ইতিহাসে শ্রীমতী তিনকড়ির নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। লেডী ম্যাক্‌-বেথের ভূমিকা অভিনয় করিবার পর হইতে নটগুরু গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী তিনকড়িকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। সেই হইতে তিনকড়ি তাঁহার অনন্ত স্নেহের অধিকারিণী হইয়াছিল। তিনি যখন তখন যাহার তাহার নিকট প্রায়ই বলিতেন অভিনেত্রী বলিতে হইলে একমাত্র তিনকড়িকেই বলা যায়।

অভিনেত্রী নামে সুপরিচিতা হইবার পর শ্রীমতী তিনকড়ির যশঃ-সৌরভ দিন দিন কেমন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এই বার আমরা তাহাই বলিব।

সপ্তম উল্লাস।

সৌরভ বিস্তার।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'ম্যাক্‌বেথের' অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও, বিশেষতঃ লেডী ম্যাক্‌বেথের নিখুঁত অভিনয় সত্ত্বেও, চারি পাঁচ রাত্রি অভিনয় হইবার পর হইতেই দর্শকের অভাব হইতে লাগিল। বঙ্গের বিদ্বন্মণ্ডলী 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয়ের শত মুখে প্রশংসা করিলেও গ্যালারীর দর্শকগণের এই পুস্তক মনোরঞ্জন করিতে পারিল না। গ্যালারীর দর্শকগণের উপরই থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের লাভালাভ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। কাজেই পাঁচ সাত রাত্রি অভিনয়ের পরেই ম্যাক্‌বেথের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। গিরিশবাবুর বহুদিনের বাসনা ছিল যে তিনি সেক্সপিয়রের সমস্ত নাটকই বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবেন, সেই জন্যই তিনি ম্যাক্‌বেথের অভিনয় প্রভূত পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই নাটক অভিনয়ের জন্য তিনি অকাতর অর্থ ব্যয়েও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য,—বঙ্গনাট্যশালার দুর্ভাগ্য, যে সেক্সপীয়রের নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ তাহারা পছন্দ করিল

না। কাজেই গিরিশবাবুর বহুদিনের প্রাণের ইচ্ছা প্রাণের ভিতরই বিলীন হইয়া গেল। সেক্সপীয়রের নাটক বুঝিবার ক্ষমতা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের দর্শকগণের তখনও হয় নাই দেখিয়া তিনি সে কার্য্য হইতে বিরত হইলেন এবং থিয়েটারের আয় বৃদ্ধির জন্য "মুকুল-মুঞ্জরা" নাটক অতি সত্বর প্রণয়ন করিলেন। *

মহোদ্যমে মুকুল-মুঞ্জরা নাটকের মহালা চলিতে লাগিল। এক লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয় করিয়াই শ্রীমতী তিনকড়ি সর্ব্ববাদি-সম্মত, শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলিয়া বঙ্গরঙ্গালয়ে পরিচিতা হইয়াছিল। মুকুল-মুঞ্জরা নাটকে শ্রীমতী তিনকড়িকে তারার ভূমিকা প্রদান করা হইল। এই নাটকে তারার ভূমিকাটিই সর্ব্বাপেক্ষা আঙ্গিক অভিনয় অর্থাৎ কঠিন ভূমিকা। এই তারার ভূমিকায় বক্তৃতা অতি অল্পই ছিল, ভাব-ভঙ্গীর উপর দিয়াই এই ভূমিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কেবল ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা মনের সমুদায় ভাব প্রকাশ বড় সহজ ক্ষমতার কার্য্য নহে। নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ভাব-ভঙ্গীর চিত্র। আমাদের মনে হয় শ্রীমতী তিনকড়ির এই ভাব-ভঙ্গীর

---

* এই নাটকের আখ্যান বস্তু ও সমুদায় ভাব বিলাতী, তবে বাঙ্গালীর বুঝিবার মত করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাই মুকুল-মুঞ্জরা জমিল, 'ম্যাক্‌বেথ' গৃহীত হইল না। খাঁটী বিলাতী বাঙ্গালায় তখন চলিত না, কিন্তু বিলাতীর বঙ্গীয় সংস্করণ সাদরে গৃহীত হইত।

বিকাশে কিরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র মুকুল-মুঞ্জরা নাটকে এই তারার ভূমিকাটির অবতারণা করিয়াছিলেন। *

১২৯৯ সালে মহা সমারোহে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'মুকুল-মুঞ্জরা' নাটকের অভিনয় হইল। শ্রীমতী তিনকড়ি তারার ভূমিকাটির অভিনয়ে এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল যে দর্শকবৃন্দ তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকার অভিনয় দর্শনের পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের প্রীতিদৃষ্টি তিনকড়ির উপর বিশেষভাবেই পতিত হইয়াছিল, মুকুলমুঞ্জরায় তারার ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া তিনকড়ির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা এতই বৃদ্ধি পাইল যে তিনি মুক্তকণ্ঠে সকলেরই সম্মুখে স্বীকার করিলেন, যে বঙ্গ-নাট্যশালায় শ্রীমতী তিনকড়িই এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।

তাহার পর মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন' গীতি-নাট্যের অভিনয় হয়। এই গীতিনাট্যে শ্রীমতী তিনকড়ি দাইএর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকায় নৃত্য-গীত সংযোজিত হইয়াছিল।

* বস্তুতঃ অভিনয় চারি প্রকার; যথা, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। ইংরাজি 'টেবিল্'তে কেবল সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের প্রয়োজন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়-কৌশল শিখিতে হইবে। আমাদের গিরিশ প্রতিভার দ্বিতীয় কাণ্ড দেখ।

শ্রীমতী তিনকড়ি এই ভূমিকা অভিনয়কালে এরূপ সুন্দর অভিনব ভাব-ভঙ্গীর সহিত নৃত্য ও সঙ্গীত করিয়াছিল যে দর্শকগণ একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে শ্রীমতী তিনকড়ি কেবল জটিল সুগভীর ভাবময় ভূমিকা অভিনয় করিতেই অদ্বিতীয়। কিন্তু 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যে দাই-এর ভূমিকায় তাহার বিচিত্র অভিনয়-কৌশল দেখিয়া সকলেরই সে ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিল ঈশ্বর দত্ত যে অসামান্য প্রতিভা লইয়া শ্রীমতী তিনকড়ি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কি গুরু-গম্ভীর কি লঘু-রঙ্গময় সকল রসের ভূমিকাই অভিনয় করিতে তাহার ক্ষমতা অলৌকিক। লেডী ম্যাক্‌বেথের মত গুরুভাবময় ভূমিকা যে অভিনেত্রী অভিনয় করে সে যে আবার লঘু-রঙ্গপূর্ণ দাইএর ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে এ কথা কেহ একবার ভাবিতেও পারেন নাই।

কালে শ্রীমতী তিনকড়ি বঙ্গরঙ্গালয়ে 'অভিনেত্রীসম্রাজ্ঞী' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল। সত্যই সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ গৌরবময় অদ্বিতীয় আখ্যা পাইবার উপযুক্ত। কি বিচিত্র জটিল ভাবপূর্ণ গুরু রোমহর্ষণ, বজ্রগম্ভীর চরিত্রের অভিনয়, কি কৌতুকময় রঙ্গরস পরিপূর্ণ লঘু, হাস্যবিকসিত চরিত্রের অভিনয়, যখনই সে যে অভিনয় করিয়াছে তখনই তাহার প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশে সহৃদয় সুধীবৃন্দ বিমোহিত হইয়াছেন। সে জীবনে কখনও এমন অভিনয় করে নাই যাহাতে দর্শকগণ মুখ-বিকৃত

বা নাসিকা-কুঞ্চিত করিতে পারিয়াছেন। ইদানীং দর্শকগণের একটা ধারণাই হইয়া গিয়াছিল যে যখন শ্রীমতী তিনকড়ি এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তখন সে ভূমিকা অপূর্ব্ব ভাব-বিকসিত হইবে, এবং সে ধারণা তিনকড়ি চিরদিনই পূর্ণ-প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে।

আবুহোসেন গীতিনাট্যের পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য 'জনা' নাটক রচনা করেন। জনা নাটকে শ্রীমতী তিনকড়ি জনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। লেডীম্যাক্‌বেথ চরিত্রাভিনয় যেমন তিনকড়ির একটী অক্ষয়কীর্ত্তি, জনা নাটকে জনার ভূমিকা বিশ্লেষণও তাহার আর এক অতুলনীয় কীর্ত্তি। জনা নাটকে শ্রীমতী তিনকড়ি জনার ভূমিকার এরূপ বিচিত্র অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে স্বয়ং গ্রন্থকার নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। গ্রন্থকার যাহা কল্পনা করিতেও পারেন নাই, শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয়-নৈপুণ্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ এরূপ বিচিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়-নৈপুণ্য পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশের সুধী সমাজের পরম গৌরবের বিষয়। শ্রীমতী তিনকড়ির পর অনেক অভিনেত্রীই জনার অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু তিনকড়ির নিকটেও তাহারা পৌঁছাইতে পারে নাই। প্রবীরের মৃত্যুর পর জনার সেই উন্মাদিনীর ভূমিকা তিনকড়ি যখন অভিনয় করিত তখন সত্যই মনে হইত মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা-দেবী (Nemesis) উন্মাদিনী রণরঙ্গিণীবেশে রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়াছেন।

তাহার দৃষ্টিপাত হইতে প্রতিগতিবিধি পর্য্যন্ত ঠিক যেন প্রতিবিধিৎসা-পরিচালিতা বিগ্রহবতী উন্মাদনার মত হইত। সেই প্রতি পলকে অনলোদ্‌গারিণী দৃষ্টি, সেই বিশ্বসংহারী ভীষণ দীর্ঘশ্বাস, সেই সংহারকরাল বাগ্‌-বজ্র, সকলই অমানুষিক, সকলই অননুকরণীয়। জনার সেই সংহার-করাল মূর্ত্তি প্রকৃতই বিশ্বভয়ঙ্করী! সেক্‌স্‌পীয়রের 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকের মার্‌গারেট চরিত্র উহার নিকটে ছায়া মাত্র। তিনকড়ি প্রকৃতই একটী নেমিসিস ('কৃত্যাদেবীর') চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল। এরূপ অভিনয় এদেশে কখনও হয় নাই, হইবে বলিয়া আশাও নাই। যতদিন বঙ্গনাট্যশালার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই এক জনার অভিনয়েই শ্রীমতী তিনকড়িকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যে স্বভাবজাত অনন্যসাধারণ দেবদুর্ল্লভ প্রতিভা তিনকড়িতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল তাহাতে সে প্রকৃতই অদ্বিতীয় নট-গুরুর প্রিয় শিষ্যা হইয়াছিল।

জনা নাটক বহুদিন যাবৎ মিনার্ভা রঙ্গালয়ে মহাসমারোহে অভিনীত হইবার পর এই থিয়েটারের জন্যই গিরিশচন্দ্র অনেক দিন পরে 'করমেতিবাই' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে শ্রীমতী তিনকড়িকে নায়িকা করমেতির ভূমিকা প্রদান করা হয়। শ্রীমতী তিনকড়ি এই ভূমিকা এক বিচিত্র অভিনবভাবে অভিনয় করিবার জন্য মহালা দিয়া প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৩০২ সালে 'করমেতি বাই' মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। প্রবাদ আছে প্রথম অভিনয়

রজনীর রাত্রে থিয়েটারে আসিয়া তিনকড়ি এই ভূমিকা অভিনয় করিতে সম্মত হয় না, কেননা করমেতি বিধবা, কাজেই করমেতির ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে বিধবার বেশে রঙ্গস্থলে বাহির হইতে হইবে। তিনকড়ি থান কাপড় পরিয়া নিরাভরণা হইয়া রঙ্গমঞ্চে কিছু-তেই অবতীর্ণ হইতে সম্মত হয় না। প্রথম অভিনয় রজনী, রঙ্গালয় দর্শকে পরিপূর্ণ,—তিল ধরিবার স্থান নাই। এ অবস্থায় যদি প্রধান অভিনেত্রী অভিনয় করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের কি অবস্থা হয় তাহা তাঁহাদের অবস্থায় না পড়িলে অন্যের অনুভব করাও অসম্ভব। থিয়েটারে সকলেই তিনকড়িকে বিশেষ ভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিল, থান পরিয়া বাহির হইলে তাহাকে কুৎসিতা দেখাইবে না, যে ভূমিকার যে বেশ স্বাভাবিক তাহা ব্যবহার করাই রীতি, প্রধান অভিনেত্রীর যদি এ সকলের উপর দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে সে কোন দিনই বড় অভিনেত্রী হইতে পারে না। কিন্তু তিনকড়ি সেই যে গো ধরিল—ও বেশে কিছুতেই বাহির হইব না,—সে গো আর তাহার কিছুতেই পরিত্যাগ করান গেল না। গিরিশচন্দ্রের নিকট যাইয়া যখন এই সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন রাগে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দর্শকগণ ক্রমাগত করতালি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অথচ নব অভিনেয় নাটকে যে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সেই অভিনয় করিতে অসম্মত। গিরিশচন্দ্র

এরূপ বিপদে আর কোন দিন পতিত হন নাই। রাগে তিনি রঙ্গমঞ্চের ভিতর আসিয়া তিনকড়িকে কিছু না বলিয়া নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ডাক নাপিত, আমিই আজ করমেতি সাজ্‌বো। কারুকে খোসামদ্ করবার কোন প্রয়োজন নেই। ও জাতের দস্তুরই ঐরূপ, শিখিয়ে টিকিয়ে একটু তৈরী কল্লেই সে ভাবে 'আমি বুঝি কি একটা হ'লুম'। যার দায়িত্ব জ্ঞান নেই সে রকম অভিনেত্রীর আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

তথাপি তিনকড়ির মুখে কোন কথা নাই। সে সেই যে 'আমি ওবেশে বাহির হইব না' বলিয়া একপার্শ্বে গিয়া বসিয়াছিল তখনও সেই একভাবেই বসিয়া রহিল। মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী নাগেন্দ্র বাবু বেশ সুরসিক লোক ছিলেন। তিনি ভিতরে আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা সকলেই ত চেঁচাচেঁচি কচ্ছো, কিন্তু তিনকড়ি আজ সহসা ও বেশে নামতে চাইছে না কেন তার কারণটা কি সন্ধান নিয়েছ? একবার বাহিরে বেরিয়ে দেখে এস দেখি বক্সগুলোয় কোন বাধা বিঘ্ন আছে কিনা।'

নাগেন বাবুর কথায় একজন লোক তখনি ছুটিয়া বক্স গুলা দেখিতে গেল। সে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, 'আজ্ঞা হাঁ, তিনকড়ি বিবির বাবু * বক্সে রয়েছেন।'

---

* অভিনেত্রীদিগের প্রণয়ী বা গান্ধর্ব্ব মতে বৃত পতিই থিয়েটারের ভাষায় বাবু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

নাগেন বাবু বলিলেন, 'গোল ওইখানেই। তা যাক্, সে গোল আমি এখনই মিটিয়ে নিচ্ছি।'

নাগেনবাবু তৎক্ষণাৎ বক্সে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীমতী তিনকড়ির বাবু যেস্থানে বসিয়াছিলেন ধীরে ধীরে যাইয়া সেই স্থানে পৌঁছিলেন এবং অতি বিনীত স্বরে তাঁহাকে তাঁহাদের সমস্ত অবস্থা বলিয়া বলিলেন, 'তিনি যদি এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বাড়ী যান তাহা হইলে তাঁহারা এ বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।'

এ কথা শুনিলে আর কোন ভদ্রলোক তথায় অবস্থান করিতে চায়? শ্রীমতী তিনকড়ির বাবুও মৃদু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। নাগেনবাবু তাঁহাকে গাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিলেন। গাড়ীর নিকটে আসিয়া নাগেনবাবু বলিলেন, "আমাদের অবস্থা দেখে আমাদের মাপ কর্ব্বেন, বুঝ্তেই তো পাচ্ছেন,—এ ব্যবসায় কি ভয়ঙ্কর। ভদ্রলোকের এ কাজ নয়।"

তিনি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কোচ্ম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। কোচ্ম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। এদিকেও সব গোল মিটিয়া গেল। বাবু যেই বাড়ী চলিয়া গেলেন, সে সংবাদটা বিদ্যুতের মত তিনকড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে আপত্তি ছিল সে আপত্তি রহিল না। তিনকড়ি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে ক্রমাগতই 'কন্সার্ট' বাজিতেছিল। দর্শকগণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গালাগালি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

করতালি, শিস্, গালাগালি প্রভৃতিতে রঙ্গালয়ে যেন একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় হঠাৎ ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল ও সিন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী তিনকড়িকে দেখিবামাত্র সমস্ত কোলাহল একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শ্রীমতী তিনকড়ি সেদিন এই করমেতির ভূমিকা এরূপ উত্তেজনার সহিত অভিনয় করিয়াছিল যে তেমন অভিনয় বঙ্গরঙ্গালয়ে বহুদিন যাবৎ হয় নাই। দর্শকগণ বিলম্বের জন্য যতটুকু চটিয়াছিলেন তিনকড়ির অভিনয়-সমুচ্ছ্বাসে উহার দ্বিগুণ খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। সকলের মুখেই এক কথা, "এমন অভিনয় আর কখনও দেখি নাই। তিনকড়ি যা অভিনয় করিল,—অভিনয়ের মতই অভিনয় বটে! এমন না হ'লে অভিনেত্রী—এমন না হ'লে অভিনয়!"*

---

* বস্তুতঃ মীরা, করমেতি, প্রহ্লাদ ও নিমাই চরিত্র একই ভক্তির ছাঁচে ঢালা বিচিত্র চরিত্রমালা। অভিনেত্রীকুলাগ্রগণ্যা শ্রীমতী বিনোদিনী 'চৈতন্য লীলায়' নিমাইএর ভূমিকায়, নাট্যামোদী সহৃদয় সুধীবৃন্দচিত্ততোষিণী শ্রীমতী কুসুমকুমারী 'প্রহ্লাদচরিত্রে' প্রহ্লাদের ভূমিকায়, এবং বিচিত্র নাট্যরসিকা অলৌকিক প্রতিভাময়ী শ্রীমতী তিনকড়ি মীরা ও করমেতির ভূমিকায়, প্রত্যেকেই এক একটি অভিনব বৈচিত্র্যময় বিশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিল। বিনোদিনী ও কুসুমকুমারীর বিশিষ্টতা চিত্তবিমোহিনী তন্ময়কারিণী, কিন্তু তিনকড়ির মীরার বিশিষ্টতা প্রাণোন্মাদিনী ও চিত্তপ্রসাদিনী হইয়া পরিশেষে মৃতসঞ্জীবনী সুধা বিকিরণ করিয়াছিল। আবার তাহার করমেতির ভূমিকার বিশিষ্টতা সুধীবৃন্দকে নবজীবনে উজ্জীবিত করিয়া প্রেম ও ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়া

ইহার পর মিনার্ভা থিয়েটারে 'নবীন তপস্বিনীর' অভিনয় হয়. এই নাটকে শ্রীমতী তিনকড়ি মল্লিকার ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ভূমিকা অভিনয়েও সে যথেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নবীন তপস্বিনী নাটকের অভিনয়ের পর গিরিশ-চন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকে তিনকড়ি দ্রৌপদীর ভূমিকা অভিনয় করে। এই অভিনয়ে কীচক কর্তৃক পদাহত হইয়া সভাস্থলে শ্রীমতী তিনকড়ি যে অদ্ভুত মহিমময় ভঙ্গিমায় উঠিয়া দাড়াইত সেরূপ ভাবাভিনয় প্রদর্শনে আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনেত্রীই সক্ষম হয় নাই। ফলতঃ শ্রীমতী তিনকড়ি যে

লইয়া গিয়া নব বৃন্দাবনের চির মধুময়, শান্তিময়, অমৃতময় গোলোক রতিসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। কুসুমকুমারীর 'প্রহ্লাদ' পাষাণ দ্রবীভূত করিয়া-ছিল, বিনোদিনীর 'নিমাই' বঙ্গে পুনরায় প্রেমগঙ্গার বন্যা আনিয়া নাস্তিককে আস্তিক করিয়াছিল, তিনকড়ির 'মীরা' মৃতবঙ্গে প্রাণ দিয়াছিল, তৎপরে তাহার 'করমেতি' নবজীবন-প্রাপ্ত বঙ্গবাসীকে অমরার সুধাধারায় গোলোকের অনুপম চির-নূতন প্রেমরসে পূত ও আত্মার অমরত্বে প্রত্যক্ষবান্ করিয়াছিল। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের মানসী 'জোয়ানাবার্ক' (Joan of Arc) তিনকড়ি করমেতি-চরিত্রাভিনয়ে পূর্ণ-জীবনময় প্রতিফলিত করিয়া কি যে এক অভিনব ভাবের উচ্ছ্বাসে সুধীবৃন্দকে স্তরে স্তরে প্রতিদৃশ্যে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা সর্ব্ব বর্ণনার অতীত—শুধু অনুমেয়—শুধু উপভোগ্য। গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত এতটা পূর্ব্বে ভাবিতে পারেন নাই। ইহাই প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ, অজড় অমর অন্তরাত্মার সাময়িক স্পন্দন।

সকল ভূমিকা অভিনয় করিয়া গিয়াছে তাহা অনমুকরণীয়। চিরকালই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি,—তিনকড়ি থাকিতে যে রঙ্গালয়ে যে সকল নাটকের ক্রমাগত মহাসমারোহে অভিনয় হইয়াছে তিনকড়ি সে থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার পর সে সব নাটকের তথায় আর একেবারেই অভিনয় হয় নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—শ্রীমতী তিনকড়ি যে নাটকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিত সে ভূমিকার ভাল অভিনয়ের উপর সেই নাটকের কৃতকার্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। কাজেই তিনকড়ি সেই থিয়েটারের সংস্রব ছাড়িয়া দিলেই সেই নাটক তাহারা অভিনেত্রীর অভাবে বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। তিনকড়ি যে ভূমিকা অভিনয় করিত সে ভূমিকা একেবারে 'জ্বলিয়া যাইত', কাজেই কোন অভিনেত্রীই সেই ভূমিকা গ্রহণ করিতে সাহস করিত না। এমন অনেক ভাল ভাল নাটক আছে যাহা শ্রীমতী তিনকড়ির তিরোধানের সহিত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; যথা 'অভিমন্যু-বধ,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,' 'জনা,' 'পাণ্ডব গৌরব।' কখন কদাচিৎ কোন কোন রঙ্গালয়ে এই সকল নাটকের অভিনয় হয় বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারেই অভিনয় পদবাচ্য করা যায় না, বরং তাহাকে অভিনয়ের কঙ্কাল বলা যাইতে পারে মাত্র। তিনকড়ির তিরো-ধানের পর অভিমন্যুবধ আর কখন কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না, তবে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', ও 'পাণ্ডব-গৌরব' কখন কদাচিৎ কোন কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়

বটে,—আমরাও সে অভিনয় দেখিয়াছি,—কিন্তু তাহাতে কেবল নাটক দুইখানির মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। আমরা শ্রীমতী তিনকড়ির যে অভিনয় দেখিয়াছি তাহার সহিত ইহার তুলনা তো হইতেই পারে না,—আকাশ ও পাতালের মাঝখানে যতটা পার্থক্য এই দুই অভিনয়ে ততোধিক পার্থক্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে সুনিপুণ অভিনেত্রীর অভাব দিন দিনই বাড়িতেছে। উহা একটা কম পরিতাপের বিষয় নহে। কিন্তু চারিদিকে আব হাওয়া যেরূপ চলিতেছে তাহাতে যে আর কখন এ পরিতাপ ঘুচিবে সেরূপ আশাও অতি অল্প। বঙ্গ রঙ্গালয়ে ভাল শিক্ষকের তো রীতিমতই অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তাহা ব্যতীত আরও এমন অনেক কারণ আছে যাহাতে ভাল অভিনেত্রী তৈরী হওয়া এক্ষণে অসম্ভব বলিলেই হয়। এখন গিরিশচন্দ্রও নাই, দ্বিজেন্দ্রলালও নাই, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভাল নাটকও বঙ্গরঙ্গালয় হইতে একরূপ চিরলুপ্ত হইবার মত হইয়াছে, ভাল অভিনেত্রীও একে একে মহাবসর গ্রহণ করিতেছে।

সে যাহা হউক আমরা আমাদের বক্তব্য ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। উপর্য্যুপরি কয়েকখানি গিরিশচন্দ্রের নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় হওয়ায় মিনার্ভা থিয়েটারের আয় দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছিল। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী নাগেন বাবু বিশেষ বাবু লোক ছিলেন। থিয়েটারের বতই আয় বৃদ্ধি হইতে

অষ্টম উল্লাস

সর্ব্ববঙ্গময় আমোদ বিকিরণ।

শ্রীমতী তিনকড়ি যে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়া দিল সেই সময় বঙ্গ-বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, উহার 'ক্লাসিক থিয়েটার' নাম দিয়া মহাসমারোহে অভিনয় চালাইতেছিলেন। তিনকড়ি মিনার্ভা থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে এই সংবাদ তাহার কর্ণে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তখনই শ্রীমতী তিনকড়ির নিকট লোক প্রেরণ করিলেন এবং দ্বিগুন বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া নিজের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। অমরেন্দ্রনাথ গুণের সম্মান বুঝিতেন, বিশেষ সম্মানের সহিত তিনি শ্রীমতী তিনকড়িকে তাঁহার থিয়েটারে রাখিয়াছিলেন। শ্রীমতী তিনকড়ি যে সময় ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল, সে সময় তথায় বিশেষ কোন নূতন পুস্তকের অভিনয় হইতে ছিলনা। এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম সে কয়েকখানি তাহার পূর্ব্ব অভিনীত ভূমিকার অভিনয় করে। শ্রীমতী তিনকড়ি আসিয়া ক্লাসিকে যোগদান করায়

ক্লাসিক থিয়েটারের রীতিমতই বলবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল, ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের উত্তরোত্তর সনির্বন্ধ চেষ্টায় তিনি অধিক দিন ষ্টার থিয়েটারে থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে আসিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিতে হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র আসিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিক থিয়েটার সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় বলিয়া কলিকাতায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। অত বড় রঙ্গমঞ্চে প্রতি-অভিনয় রজনীতে দর্শকগণের ভিড়ে তিলার্দ্ধ স্থান খালি থাকিত না। কত লোককে যে নিরাশ হইয়া স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হইত তাহার সংখ্যা থাকিত না। গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিয়া প্রথমই 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে শ্রীমতী তিনকড়িকে সুভদ্রার ভূমিকা প্রদান করা হয়।

১৩০৬ সালে ক্লাসিক থিয়েটারে পাণ্ডব-গৌরবের প্রথম অভিনয় হয়। শ্রীমতী তিনকড়ি সুভদ্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সত্যই অভিনয় কলা[illegible] পরম বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহারা শ্রীমতী তিনকড়ির সুভদ্রার অভিনয় দেখিয়াছে তাহারাই জানেন তাহা কত সুন্দর, কত মনোহর হইয়াছিল। এই সুভদ্রার ভূমিকায় কয়েকটি গান ছিল,—এই গান কয়টীর ভিতর নিম্নলিখিত গানখানি শ্রীমতী

এই গানখানি শ্রীমতী তিনকড়ির মুখে যে শুনিয়াছে সে জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না। পূর্ব্বে সীতার ভূমিকা কোন এক প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর দ্বারা সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়া এক-রূপ চলিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শ্রীমতী তিন-কড়ির এই ভূমিকায় অভিনয় পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ তো হয়ই নাই, বরং অনেক হিসাবে উত্তমই হইয়াছিল।

ক্লাসিকে যখন গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক আবার অভিনীত হয় তখন তিনকড়ি তাহাতে পাগলিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়। শ্রীমতী তিনকড়ি এই ভূমিকা অভিনয় করিয়া একেবারে 'জ্বালাইয়া' দিয়া গিয়াছে। শ্রীমতী তিনকড়ির পর এই ভূমিকা অনেক প্রসিদ্ধা ও অপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে কিন্তু তেমনটি আর হইল না। যাঁহারা শ্রীমতী তিনকড়ির এই পাগলিনীর ভূমিকা দেখিয়াছেন তাঁহারা, এখন যে সকল অভিনেত্রীর দ্বারা পাগলিনীর ভূমিকা অভিনীত হইতেছে, তাহা দেখিয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনীত পাগলিনী দেখিয়া যাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় একেবারেই মধুময় হইয়া গিয়াছে তাহাদের কি আর এ সকল অভিনয় চক্ষে [illegible] কাণে লাগিতে পারে? এইরূপ অনেক ভূমিকা শ্রীমতী তিনকড়ি একেবারে 'জ্বালাইয়া' দিয়া গিয়াছে, যাহা এখন আর বর্ত্তমান অভিনেত্রীদিগের দ্বারা হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। তাই আজ কালকার সত্ত্বাধিকারিগণ সেই

সকল নাটক ঠিক অভিনীত হওয়া সম্ভব নয় বুঝিয়া নিজ নিজ থিয়েটারে তাহাদের পুনরভিনয় করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন।

'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হইবার পর ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যু-বধের' পুনরভিনয় হয়। অভিমন্যু-বধে শ্রীমতী তিনকড়ি অভিমন্যুর ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্লাসিক থিয়েটারেই শেষ অভিমন্যু-বধের অভিনয় হয়। তাহার পর আর অপর কোন থিয়েটারে ঐ নাটকের অভিনয় হইয়াছে বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না, ভবিষ্যতে আর যে কখনও হইবে সে আশাও আর নাই। শ্রীমতী তিনকড়ির মৃত্যু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অভিমন্যুর ভূমিকায় যখন শ্রীমতী তিনকড়ি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইত, তখন সত্যই মনে হইত যেন সেই ষোড়শবর্ষীয় কিশোর-বীর আবার ধরাপৃষ্ঠে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। শ্রীমতী তিনকড়ি অভিমন্যুর ভূমিকায় যখন উত্তরাকে পত্নীর কর্ত্তব্য কি বুঝাইত, তখন প্রত্যেক দর্শকের মনে কেমন যেন একটা ভাবের লহর খেলিয়া যাইত। তাহার পর অবুঝ উত্তরাকে বুঝাইতে না পারিয়া যখন অভিমন্যু বলিত,—

"উপদেশ বাণী
হও ভ্রাতার কর্ণে মৎস্য-রাজসুতা।
কথা বিলাস ভবনে,
কর্ত্তব্যের সনে তার নাহিক সম্পর্ক।"

তখন প্রত্যেক দর্শকের সমস্ত শরীর যেন একেবারে রোমাঞ্চিত

হইয়া উঠিত। শেষে সাতবার সপ্তরথীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া যখন অস্ত্রশূন্য অবস্থায় যুদ্ধ করিতে করিতে বীরকেশরী বীর-শয্যায় শয়িত হয়, তখন কোন দর্শকের নেত্রই নিরশ্রু থাকিত না। এই অভিমন্যুর ভূমিকা শ্রীমতী তিনকড়ি কত স্বাভাবিক, কত সুন্দর করিত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমতী তিনকড়ির পর অভিমন্যুবধে অভিমন্যুর ভূমিকা অপর কোন অভিনেত্রীর দ্বারা আর কখন অভিনীত হইয়াছে কিনা তাহা আমাদের স্মরণ নাই,—যতদূর আমরা জানি আর কখন তাহা অভিনীত হয় নাই, ভবিষ্যতে আর কখন তাহা অভিনীত হইবে না। শ্রীমতী তিনকড়ির মৃত্যুতে শুধু বঙ্গ নাট্যশালার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, গিরিশচন্দ্রের ও কম ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার অনেক ভাল ভাল নাটক একেবারে 'কাণা' হইয়া গিয়াছে। সেই সকল নাটকের আর অভিনয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন কখন কদাচিৎ যদিও বা সেই সকল নাটকের অভিনয় হয় তাহাকে কিছুতেই প্রকৃত অভিনয় বলা যাইতে পারে না,—তাহাতে নাটকের যথার্থ সম্মান রক্ষিত হয় না, তাহা বিকৃত অভিনয় বলিলেই ভাল হয়। অভিনয় প্রাণপণ সাধনার সামগ্রী। আজকালকার অভিনেত্রীগণ কেহই সে সাধনা করে না, কাজেই সিদ্ধি লাভও কাহারও ভাগ্যে বড় ঘটে না। আজকালকার অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা যাহা অভিনয় করিতেছে তাহাতে তাহাদের প্রাণের আকুল আগ্রহ কিছুমাত্র নাই, অভিনয় না করিলে নয় তাই অভিনয়

করিতেছে। সে যাহা হউক শ্রীমতী তিনকড়ির অভিমন্যুর ভূমিকা অভিনয় করায় তাহার যশ বিন্দুমাত্রও কমে নাই, বরং আরও শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য 'ভ্রান্তি' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে অন্নদার ভূমিকা শ্রীমতী তিনকড়িকে প্রদান করা হয়। রীতিমত মহালা হইবার পর ১৩০৯ সালে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে মহা সমারোহে ভ্রান্তি নাটক অভিনীত হয়। ভ্রান্তি নাটক যখন ক্লাসিকথিয়েটারে অভিনীত হয় তখন ক্লাসিক থিয়েটারে বঙ্গের সমস্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই 'ভ্রান্তি' নাটক বাছ বাছা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। ভ্রান্তিতে অন্নদার ভূমিকাটি বড়ই জটিল ও সুকঠিন। তাই গিরিশচন্দ্র ঐ ভূমিকাটি শ্রীমতী তিনকড়িকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তিনকড়ি গুরুর সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। অন্নদার ভূমিকাটি তিনকড়ি এত মনোরম ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে দর্শকবৃন্দ এক বাক্যে সকলে শতমুখে তাহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অন্নদার উন্মত্ত-ভাব তিনকড়ির অভিনয়ে এমন স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়াছিল যে, যে তাহা দেখিয়াছিল সেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভ্রান্তিতে এই অন্নদার ভূমিকাই ক্লাসিক থিয়েটারে শ্রীমতী তিনকড়ির শেষ ভূমিকা গ্রহণ।

ভ্রান্তি অভিনয় হইবার কিছু দিন পরেই শ্রীমতী তিনকড়ি ক্লাসিক থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়া দেয়। ক্লাসিক থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়া দিবার পর শ্রীমতী তিনকড়ি কিছুদিন আর কোন থিয়েটারে যোগদান করে না। এই সময় হইতেই তাহার শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়—এই সময় হইতেই তাহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সে তখন কিছুদিন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকে। ডাক্তারেরা তাহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, সে যদি একেবারে নীরোগ হইতে চাহে তবে তাহাকে চিরকালের মত থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাত্রি জাগরণ আর তাহার শরীরে কিছুতেই সহ্য হইবে না। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীমতী তিনকড়ি থিয়েটার আর করিবে না ভাবিয়াই সে সময়ে আর কোন থিয়েটারে যোগদান করে নাই। কিন্তু থিয়েটারের নেশা বড় ভয়ঙ্কর। একবার সে নেশা যাঁহাকে ধরিয়াছে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। শ্রীমতী তিনকড়ি মনে মনে তখন স্থির করিয়াছিল বটে আর কখনও থিয়েটার করিবে না, কিন্তু থিয়েটারের নেশা তখনও তাহাকে একেবারে পরি[illegible]াগ করে নাই। কাজেই তাহাকে আবার থিয়েটারে যোগদান করিতে [illegible]ইয়াছিল।

মিনার্ভা থিয়েটার হস্তান্তরিত হইতে হইতে [illegible]১১ সালে যখন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত [illegible]নামোহন পাঁড়ে মহাশয়দের হস্তে আসিয়া পড়িল, তখন আবার একবার নাট্যজগতে

হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী হইয়াই ক্লাসিক থিয়েটার হইতে গিরিশচন্দ্রকে আবার তাঁহাদের মিনার্ভা থিয়েটারে আনয়ন করিলেন ও তাঁহাকে অধ্যক্ষের পদ প্রদান করিয়া মহাসমারোহে থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার থিয়েটারের দল পুষ্টি করিবার জন্য একে একে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে আনিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনকড়িরও তলব পড়িল। গিরিশচন্দ্র তিনকড়িকে তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। একে গিরিশবাবুর অনুরোধ, তাহার উপর থিয়েটারের নেশা তো আছেই, কাজেই শ্রীমতী তিনকড়ি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বহু দিন পরে সে আবার আসিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিল।

মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি 'সীতারামে' শ্রী, 'দুর্গেশনন্দিনীতে' বিমলা, 'কপালকুণ্ডলায়' মতিবিবি, 'প্রফুল্লে' জ্ঞানদা, 'সিরাজদ্দৌলায়' জহরা, 'মীরকাসিমে' তারা প্রভৃতি ভূমিকা মহা খ্যাতির সহিত অভিনয় করে। ইহা ব্যতীত এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটক অভিনীত হয়। দুর্গাদাস নাটকে শ্রীমতী তিনকড়ি যশোবন্তের পত্নীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াও সে একটা অপূর্ব্ব অভিনব

ছবি দেখাইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী তিনকড়ির পরে এই ভূমিকা আরও অনেক অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছে বটে, কিন্তু তেমনটি হয় নাই। আমরা চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছি শ্রীমতী তিনকড়ি যখনই যে নাটকে যে ভূমিকাটি লইত তাহাতেই তাহার কিছু বিশেষত্ব থাকিত। আজকাল সেরূপ বিশেষত্ব কোন অভিনেত্রীর অভিনয়ে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার কারণ যতটা অনুমান করা যায় তাহাতে মনে হয় আজকাল যে সকল অভিনেত্রী অভিনয় করে তাহাদের অধিকাংশই কেবল তোতা পাখীর মত আবৃত্তি করিয়া যায়, কেননা তাহাদের অভিনয় জ্ঞান একেবারেই নাই। উহার একমাত্র কারণ গুরুর অভাব। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় কর্ম্মবন্ধু অর্দ্ধেন্দুশেখর যে প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন আজকাল আর সে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। সেভাবে শিক্ষা দিতেও যে কেহ আজকাল জানেন তাহাও আমাদের মনে হয় না।* কাজেই বঙ্গনাট্যশালায় দিন দিন

---

* সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রিয়তম শিষ্য ও বন্ধু সুকবি, ব্যঙ্গনাট্যসম্রাট্ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় জীবিত থাকিয়াও থিয়েটারের সম্পর্ক একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং কলাবিজ্ঞান-হিসাবে অভিনয়-শিক্ষক আজকাল আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত নাট্যাচার্য্যের অভাবে সুপ্রবীণ সঙ্গীতাচার্য্য ও নৃত্যাচার্য্যের বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও নাট্যশালায় আর প্রকৃত নব অভিনেত্রী শিক্ষিত হইতেছে না ও হইবারও আশা নাই। তবে আজকাল বিদ্বৎসমাজে অভিনয়ের

অভিনেত্রীর অধঃপতনই হইতেছে, আরও হইবে। উহার প্রতিবিধানের আশা নাই বলিলেই হয়। এখন আর বড় কাহারও শিল্প-হিসাবে প্রাণময় অভিনয় পরিলক্ষিত হয় না, শুধু ব্যবসায়-হিসাবে প্রাণহীন তোতাপাখীর আবৃত্তিই সর্ব্বত্র প্রচলিত। শিক্ষা ও সাধনার অভিনয় একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাই দর্শকবৃন্দের পক্ষেও তন্ময়তা বা আত্মবিস্মৃতি আদৌ নাই। যবনিকা-পতনের পূর্ব্বেই তাহারা রঙ্গালয় হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। অভিনয়ে অভিনেতার অভিনীয়মান চরিত্রের জীবন্ত চিত্র প্রদর্শনের প্রয়াসের অভাবে দর্শকমধ্যে পূর্ব্বকার সে প্রাণের উন্মাদনা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; এখন প্রায়ই সঙ্গীতশ্রবণ ও অভিনব ভাব ভঙ্গীর নৃত্যদর্শন এবং সর্ব্বোপরি বিচিত্র চমকপ্রদ চিত্তহারী অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী বিলোকনই প্রায় প্রতি থিয়েটারের দর্শক-বৃন্দের চিত্ত-প্রসাদের প্রধানতম উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংক্ষেপে এক্ষণে থিয়েটারগুলি ক্রমশঃ এক একটি বায়স্কোপ লীলাভূমি হইয়া পড়িতেছে। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রতিভার বিকাশস্থলে তাহাদের রূপ যৌব[illegible] প্রদর্শনই অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ গুণ হইয়া উঠিতেছে।

শ্রেষ্ঠ অ[illegible]নেতা অভিনেত্রীর সমাবেশে ও উপযুক্ত অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে মি[illegible]া থিয়েটার যখন শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় বলিয়া দর্শকগণের

বিশেষ আদর [illegible]য়া আশা হয় সুধীনাট্যামোদীর চেষ্টায় আবার রঙ্গালয়ে প্রকৃত অভিনেত্রী দেখিতে পাইব।

নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় ১৩১৪ সালে কোহিনুর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহা-আড়ম্বরের সহিত কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ করিবার জন্য মুক্ত-হস্ত হইয়া বসেন। থিয়েটার চালাইতে হইলে প্রথমেই অধ্যক্ষের প্রয়োজন। গিরিশ-চন্দ্রই সর্ব্ববাদিসম্মত বঙ্গরঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ। কাজেই তাঁহার প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম। যখনই যিনি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তখনই তিনি সর্ব্বপ্রথমেই গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও কখন কাহাকেও বিমুখ করেন নাই। যখনই যে তাঁহাকে ডাকিয়াছে, তখনই তিনি তাহার নিকট গিয়াছেন। ইহাতে আমাদের এইরূপ মনে হয় গিরিশচন্দ্র বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেন যে বঙ্গ রঙ্গালয়ের এক্ষণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অবস্থা। এই সময় থিয়েটার করিবার যাহারই প্রবল অনুরাগ হইতেছে, তাহাকে সে বর্দ্ধমান অনুরাগ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। যদি কোন বিঘ্নের জন্য তাহার সেই ঝোঁক কমিয়া যায় তাহা হইলে বঙ্গ রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ জীবন প্রগাঢ় অন্ধকারম[illegible]। এক্ষণে থিয়েটার করিবার যত অধিক লোকের প্রবৃত্তি হইবে ততই [illegible] নাট্যশালার ভিত্তি দৃঢ় হইবে, যতই বেশী লোকের থিয়েটারে [illegible]ক হইবে ততই থিয়েটারের দিন দিন উন্নতি হইবে। 'অমুক এই[illegible]রিতেছে আমি ইহার অপেক্ষা ভাল করিব' তখন ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য

হইবে। সেই কারণেই বোধ হয় গিরিশবাবু কখনই কাহাকেও বিমুখ করেন নাই। যখন নূতন লোক একটি নূতন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছেন তখনই তিনি তাঁহার নিকটে গিয়াছেন।

শরৎবাবু কোহিনুর থিয়েটার ক্রয় করিয়া উহার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন ও মিনার্ভা থিয়েটার হইতে গিরিশচন্দ্রকে আনিয়া আপনার থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদ পূর্ণ করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার নাট্যজগতে হৈ চৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল, আবার চারিদিকে লোক 'ভাঙ্গাভাঙ্গি' আরম্ভ হইল। শরৎ বাবুর পক্ষে গিরিশবাবুকে সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নূতন ব্যক্তি থিয়েটার খুলিয়া গিরিশবাবুকে আহ্বান করিলেই গিরিশবাবু তাঁহার থিয়েটারে আসিয়া যোগদান করিতেন, অতি অল্প আয়াসেই গিরিশবাবু আসিয়া শরৎবাবুর থিয়েটারে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন আসিয়া কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোহিনুর থিয়েটারে কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। শরৎবাবু টাকা ঢালিতে বিন্দুমাত্র কাতর হইতেছিলেন না বটে কিন্তু উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাবে শৃঙ্খলার সহিত কোন বন্দোবস্তই হইতেছিল না। গিরিশবাবু কোহিনুর থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া সেই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে অবিলম্বেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,

মহাশয়ের ‘চাঁদবিবি’ তখন সবে কোহিনুর থিয়েটারে মহালা দিবার আয়োজন হইতেছিল। গিরিশচন্দ্র অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রে ভূমিকা বিতরণ করিয়া মহোৎসাহে মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশচন্দ্র যে থিয়েটারেই যখন যোগদান করিয়াছেন শ্রীমতী তিনকড়িকেও সেই থিয়েটারে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি যখন কোহিনুরে যোগদান করিলেন তখন শ্রীমতী তিনকড়িকেও কোহিনুর থিয়েটারে আসিয়া যোগদান করিতে হইয়াছিল। কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি চাঁদবিবিতে যোশী বাইয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভূমিকা অভিনয় কালে শ্রীমতী তিনকড়ি যখন অশ্বপৃষ্ঠে রঘুজিকে বাঁধিয়া লইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইত, তখন সত্যই সে এক দেখিবার সামগ্রী হইত। এই ভূমিকাটি অভিনয় করিয়াও শ্রীমতী তিনকড়ি প্রভূত সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন তখন মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার ‘শিবাজী’ নাটকের মহালা চলিতেছিল। যেদিন কোহি[illegible]র থিয়েটারে চাঁদবিবির প্রথম অভিনয় হইল তাহার পরের শনি[illegible]রই মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ শিবাজীর মহা সমারোহে [illegible]ভিনয় হইবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের স্বদেশ-সংক্রান্ত [illegible] ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী—বিশিষ্ট নামকরা অভিনেতা ও

অভিনেত্রী না থাকিলেও প্রথম রজনীতে মিনার্ভা থিয়েটারে তিল ধরিবারও স্থান রহিল না। স্থানাভাবে বহুলোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। শিবাজী দেখিতে দর্শকগণের এরূপ উৎসাহ দেখিয়া শরৎবাবু গিরিশচন্দ্রকে ঐ নাটকখানি তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যে শনিবার শিবাজী নাটক প্রথম অভিনীতে হইল তাহার পরদিন প্রাতঃকালে শরৎ বাবু গিরিশ বাবুর বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও দুই চারিটি কথা হইবার পর শিবাজী নাটকের কথা উত্থাপন করিলেন, "আপনার শিবাজী নাটকের, এক্ষণে আপনি যখন আমাদের থিয়েটারে আসিয়াছেন তখন, আমাদেরই থিয়েটারে অভিনয় হওয়া উচিত। আপনি একটু চেষ্টা করে শিবাজী নাটকখানি আমাদের থিয়েটারে যত শীঘ্র সম্ভব অভিনয় করিবার চেষ্টা করুন।"

গিরিশ বাবু শরৎ বাবুর কথায় প্রথমে স্বীকৃত হন নাই। তিনি বলিলেন,—'ও নাটকখানা যখন মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য লিখেছিলুম তখন ওঁরাই করুন। দুই থিয়েটারে একই নাটকের অভিনয় হ'লে কারুরই বিশেষ লাভ হবে না। সে কাজে প্রয়োজন কি? আমি শিগ্‌গিরই আপনার থিয়েটারের জন্যে একখানি নূতন নাটক লিখে দিচ্ছি।"

কিন্তু শরৎবাবু নাছোড় বান্দা, তিনি গিরিশ বাবুকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে শরৎ বাবুর বার বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাধ্য

হইয়া গিরিশ বাবু স্বীকৃত হইলেন। যখন শিবাজী নাটক খোলাই কোহিনুর থিয়েটারে স্থির হইল তখন আর বিলম্ব করা চলে না। দুই তিন দিনের ভিতরই ভূমিকা বিতরণ শেষ করিয়া দিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে মহেন্দ্রবাবুর শিক্ষা-নৈপুণ্য শিবাজী নাটকের বেশ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় হইতেছে, কাজেই অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ স্ব স্ব ভূমিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

শিবাজী নাটকে শ্রীমতী তিনকড়িকে 'জিজিবাই' এর ভূমিকা প্রদান করা হয়। আমাদের মনে হয় জিজিবাই এর ভূমিকায় অভিনয়টিই শ্রীমতী তিনকড়ির শেষ জীবনের অক্ষয়কীর্ত্তি। কীদৃশী মহামহিমান্বিতা উদার-হৃদয়া ধর্ম্মপ্রাণা প্রতিভাময়ী জননীর গর্ভে শিবাজীর ন্যায় মহাপুরুষের উদ্ভব সম্ভব, শ্রীমতী তিনকড়ি তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল। সে জিজিবাইএর ভূমিকা-অভিনয়ে আদর্শ মাতার যে চিত্র তুলিয়াছিল, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহার চক্ষে উহা চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিবে। "যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হয় তাহ'লে তোমার মায়ের মুণ্ড ছেদন কর্ত্তেও দ্বিধা করো না"—এই উক্তি জিজিবায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী তিনকড়ির কণ্ঠ হইতে যখন বাহির হইত, তখন দর্শকগণের দেহের প্রতি-শিরা ও ধমনী পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিত। যিনি শ্রীমতী তিনকড়ির শিবাজী নাটকে জিজিবায়ের ভূমিকা অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন তিনিই জানেন, এই ভূমিকা শ্রীমতী তিনকড়ি

কত সুন্দর প্রাণময় অভিনয় করিয়া গিয়াছে। মিনার্ভা থিয়েটারে যে এই ভূমিকাটি লইয়াছিল সেও একজন পুরাতন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। কিন্তু তাহার ও তিনকড়ির অভিনয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইত। তিনকড়ির সেই মহিমা-মণ্ডিত মাতৃ ভাব তাহার একেবারেই প্রস্ফুটিত হইত না। কোহিনুর থিয়েটারে আসিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি নূতন তিনটি ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল: যথা, চাঁদবিবিতে "যোশীবাই", শিবাজীতে "জিজিবাই," অশোকে "বড়রাণী।" এই তিন ভূমিকার অভিনয়েই তাহার পুরাতন খ্যাতি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহা ব্যতীত সে দুই রাত্র 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসনে গরবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকবৃন্দকে হাস্যরসের এক বিচিত্র অভিনব আস্বাদন করাইয়াছিল। যতদিন বঙ্গনাট্যশালা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন শ্রীমতী তিনকড়ির নাম কখনই বিলুপ্ত হইবে না। তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণ আজি পর্য্যন্ত বঙ্গরঙ্গালয়ে যে কয়েকানি প্রথম শ্রেণীর নাটকের অভিনয় হইয়াছে তাহাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ভূমিকা যেটি সেইটীই শ্রীমতী তিনকড়ি গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেক ভূমিকাটি এরূপ ভাবে 'জ্বালাইয়া' দিয়া গিয়াছে যে তাহা আর কোন অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হওয়া অসম্ভব। প্রতি নাটকেই তাহার অভিনয়ে দর্শকগণের প্রশংসা ধ্বনিতে সমস্ত নাট্যমন্দির প্রকম্পিত হইয়া উঠিত।

কোহিনুর থিয়েটার ক্রয় করিবার পর শরৎবাবু এক বৎসরকালও জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার অত সাধের

থিয়েটার একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। শরৎবাবুর ভ্রাতা শিশির বাবু শরৎবাবুর মৃত্যুর পর থিয়েটারের ভার গ্রহণ করিলেন। রঙ্গালয়-সংক্রান্ত বিদ্যা বা অভিজ্ঞতা তাঁহার অতি অল্পই ছিল। তিনি কুপরামর্শে পড়িয়া থিয়েটারের ভার গ্রহণ করিবার পরেই গিরিশচন্দ্রের সহিত কুব্যবহার করিলেন। উহার ফলে গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী কোহিনুর থিয়েটার ছাড়িয়া দিল। শ্রীমতী তিনকড়ির শরীর ক্রমেই অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। সে কেবল গিরিশচন্দ্রের জন্যই এতদিন কষ্টকে কষ্ট না ভাবিয়া অভিনয় করিতে ছিল। গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটার ছাড়িয়া দিবামাত্র সেও থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিল।

মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী অদ্ভুত নাট্যপ্রতিভাবান্ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয় গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছেন শুনিবামাত্র মহাসমাদরে তাঁহাকে তাঁহার থিয়েটারে বরণ করিয়া লইলেন। গিরিশচন্দ্র আবার মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী তিনকড়িকে মিনার্ভা থিয়েটারে আনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে সময় শ্রীমতী তিনকড়ির দেহের অবস্থা অত্যন্তই অপটু হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই সে তখন আর মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিতে পারিল না। কোহিনুর থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া সে আবার

ডাক্তারের চিকিৎসাধীনা হইল। ডাক্তারগণ তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'বহুমূত্র রোগে সে আক্রান্ত হইয়াছে, ক্রমাগত রাত্রি জাগরণই এ রোগের উৎপত্তির কারণ। এখনও খুব সাবধানে থাকিলে রোগ সারিলেও সারিতে পারে। রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অত্যাচার করিলে রোগ সারিবার কোন আশা থাকিবে না।'

ডাক্তারগণের পরামর্শ অনুসারে এই সময় শ্রীমতী তিনকড়ি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ৺কাশীধামে গমন করে। কাশীতে তিনকড়ি একমাস অবস্থান করিবার পর তাহার শরীর আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠে। সেই সময় কাশীতে ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন, "তাহার রোগ একেবারে নিরাময় না হইলেও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ একবৎসর কাল খুব সাবধানে থাকিলে সম্পূর্ণ নীরোগ হইবার সম্ভাবনা।

ডাক্তারেরা এ কথা বলা সত্ত্বেও শ্রীমতী তিনকড়ির কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে সে একেবারে সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছে, তাহার দেহে আর কোনরূপ ব্যাধি নাই। আমাদের মনে হয় যে এ কথা শ্রীমতী তিনকড়ির বিশ্বাস হইবার সর্ব্ব প্রধান কারণ এই যে তখনও তাহার প্রাণের ভিতর থিয়েটারের নেশা প্রচণ্ডরূপে বিরাজিত ছিল। তিন চারি মাস বসিয়া থাকিয়া, আর এরূপ নীরবে বসিয়া থাকিতে তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। যখনই শ্রীমতী তিনকড়ির মনে মনে বিশ্বাস হইল যে সে সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছে তখনই তার কাশীতে থাকা

অসম্ভব হইল। সে আবার পুট্‌লী পাট্‌লী বাঁধিয়া কাশী হইতে রওনা হইয়া পড়িল।

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি পৌছিয়াছে এই সংবাদ থিয়েটার মহলে প্রচারিত হইবামাত্র তাহাকে থিয়েটারে লইয়া যাইবার জন্য একে একে সমস্ত থিয়েটারের লোকই তাহার বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু শ্রীমতী তিনকড়ি, 'আমি আর থিয়েটার করিব না, রাত্রি জাগরণ করিতে ডাক্তার মহাশয়গণ আমাকে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন,' এই কথা বলিয়া সকলকে ফিরাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু থিয়েটারের নেশা তো তখনও তাহাকে ছাড়ে নাই, শেষ যখন ন্যাসনাল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে আসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না, কখন কদাচিৎ যাইয়া আমাদের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া আসিবে,' তখন দুই চারিবার না না করিয়া শেষে তাহাকে রাজি হইতে হইল। শ্রীমতী তিনকড়ি আবার ন্যাসনাল থিয়েটারে যোগদান করিল।

ন্যাসনাল থিয়েটারে ক্লাসিকে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সৎনাম নাটক 'ভারত-গৌরব' নামে অভিনীত হয়। শ্রীমতী তিনকড়ি এই নাটকে বৈষ্ণবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। ন্যাসনাল থিয়েটারে শ্রীমতী তিনকড়িকে অধিক দিন অভিনয় করিতে হয় নাই। কিছু দিন তথায় অভিনয় করিবার পরই তাহার শরীর আবার অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাকে থিয়েটার ছাড়িতে বাধ্য করায়। ন্যাসনাল

থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি বহুকাল আর কোন থিয়েটারে অভিনেত্রীরূপে যোগদান করে নাই। বাটীতেই বসিয়া ছিলেন। এই সময় তাহাকে থিয়েটারে যোগদান করাইবার জন্য কত লোকে যে কত প্রলোভন দেখাইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না।

অষ্টম উল্লাস

দু'একটি প্রসঙ্গ।

শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয় সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। সে যে ক্রমে ক্রমে বঙ্গরঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর আসন গ্রহণে অধিকারিণী হইয়াছিল তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাহার হৃদয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। অতি শৈশব হইতেই দুঃখীর দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। এই সম্বন্ধে তাহার জীবনে একটী বড় সুন্দর গল্প আছে। নিম্নে আমরা সে গল্পটির অবতারণা করিলাম।

শ্রীমতী তিনকড়ির বয়স যখন নয় দশ বৎসর, তখন তাহারা যে বাটীতে বাস করিত সে বাটীতে আরও অনেক ভাড়াটিয়া বাস করিত। শ্রীমতী তিনকড়ির মাতার উপরে একখানা ঘর ছিল, সেই ঘরের সম্মুখে একটু বারান্দার মত ছিল, তাহারই এক পার্শ্বে তাহারা রন্ধন করিত। বাটীতে যে সকল ভাড়াটিয়া ছিল তাহাদের সকলের অবস্থা সমান ছিল না। দুই একজনের ছাড়া

আর সকলেরই অবস্থা মন্দ ছিল, কোন রকমে দিন গুজরান হইত মাত্র। সেই সময় সেই বাটীর নীচের তলায় একটী স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার অবস্থা সেই বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। তাহার অবস্থা এমনই শোচনীয় যে কোনদিন তাহার আহার হইত কোন দিন একেবারেই কিছু জুটিত না। বাটীর অন্যান্য ভাঁড়াটিয়ারা যদি দয়া করিয়া কিছু দিতেন তবেই তাহার আহার হইত, নচেৎ অনাহারেই তাহাকে দিন কাটাইতে হইত। বাটীতে যে সকল ভাঁড়াটিয়া ছিল তাহাদের প্রায় সকলেরই কোন ক্রমে দুবেলা দুমুটো জুটিত, এ অবস্থায় অপরকে সব সময় দেওয়া তাহাদের পক্ষেও সম্ভব হইত না। কাজেই সেই হতভাগিনীর ভিক্ষাই ছিল একমাত্র সম্বল। সেই দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া সেই বালিকা বয়সেই শ্রীমতী তিনকড়ির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতী তিনকড়ি নিজের আহার হইতে মাতাকে লুকাইয়া প্রায়ই তাহাকে অর্দ্ধেক খাবার দিয়া আসিত। শ্রীমতী তিনকড়ি নিজে না খাইয়া যদি সে সময় তাহার অর্দ্ধেক আহার সেই হতভাগিনীকে না দিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই দুঃখিনীর অনাহারে মৃত্যু হইত। নিজে না খাইয়া তাহাকে খাবার দিবার দরুণ একদিন শ্রীমতী তিনকড়ির বিস্তর লাঞ্ছনা ভুগিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায়ই তিনকড়ি সেই দুঃখিনীকে নিজের আহারের অর্দ্ধেক দিয়া আসিত। একদিন তাহার মাতা তাহা দেখিতে পায়। তিনকড়ি তাহাকে আহারের অর্দ্ধেক দিয়া উপরে

আসিবামাত্র, তিনকড়ির মাতা তিনকড়িকে ধমক দিয়া বলিল, "হ্যাঁরে হারামজাদি, তাইতো বলি দিন দিন তোমার এমন হাঁড়ীর হাল হচ্ছে কেন, নিজে না খেয়ে খাবার গুলো বুঝি সব রোজ রোজ কাকে দেওয়া হয়! আমি এই দুঃখের জ্বালায় মর্‌ছি, আর উনার মেয়ে অন্নসত্র খুলে বসেছেন! কাল থেকে তো আর আমি তোকে খেতে দেব না, দেখি তোর কিসে সদাব্রত চলে?"

মাতার তিরস্কারে শ্রীমতী তিনকড়ির নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তা বইকি, আমি রোজ রোজ দিই কিনা! যে দিন খেতে পারিনি সেই দিনত দিই।"

তিনকড়ির মাতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "... আমি তোমার ঘুচুচ্ছি! কাল থেকে আমি তোকে আমার সামনে বসে খাওয়াব, দেখি কি করে তুই সদাব্রত করিস্!"

শ্রীমতী তিনকড়ি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, সে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অত নিষ্ঠুর হ'ও না। তাহ'লে—দিদি না খেয়ে খেয়ে মরে যাবে।"

তিনকড়ির মাতা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মরে যাবে কি বাঁচবে অত খবর নেবার আমার দরকার কি? আমার নিজেরই দু'বেলা জোটে না, এর ওপর কে মরে বাঁচে দেখ তে গেলে তো আর চলে না।"

তিনকড়ির মাতা রাগে গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া

গেলেন। শ্রীমতী তিনকড়ি সেই দুঃখিনীর কথা ভাবিয়া কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রবাদ আছে এই ঘটনার পর হইতে তাহার মাতা রোজ তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া আহার করাইতেন। কিন্তু শ্রীমতী তিনকড়ি সেই দুঃখিনীর কথা ভাবিয়া কিছুতেই মুখে অন্ন দিতে পারিত না। তাহার চোখ ফাটিয়া কেবলই অশ্রু বাহির হইবার চেষ্টা করিত। পাছে মাতা বুঝিতে পারেন সেই ভয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রু দমন করিয়া রাখিত।

একবার শ্রীমতী তিনকড়িদের বাটীর খুব নিকটেই এক ধনবান্ ব্যক্তির বাটীতে কথকতা হয়। তিনকড়ি তাহার মাতার সহিত কথকতা শুনিতে গেল। সেদিন 'সীতার বনবাসে'র পালা হইতেছিল। বিনা দোষে রামচন্দ্র জানকীকে বনবাসে পাঠাইলেন এইটুকু শুনি-য়াই বালিকা তিনকড়ির প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তাহার নয়ন ফাটিয়া গণ্ড বহিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই তাহার আর কথকতা শুনিতে ভাল লাগিল না। সে তাহার মাতাকে বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাড়ীতে পলাইয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়াও সীতার দুঃখে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দুই নয়ন বহিয়া জল ঝরিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া সে বালিশে মুখ লুকাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ছিল, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

পরদিন সকালে তাহার মাতা তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হ্যাঁরে, কাল অমন করে পালিয়ে এলি কেন? অমন সুন্দর কথকতা হচ্ছিলো, তাও মেয়ের শুনতে ভাল লাগ্‌লো না! মেয়ে এমন আমার ঢঙ্।"

শ্রীমতী তিনকড়ি মাতার কথায় কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। মাতার কথায় তাহার আবার সীতার কথা মনে হওয়ায় বুকের ভিতরটা যেন কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল। কন্যাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনকড়ির মাতা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন, কথকমহাশয় কত রকম ধর্ম্মকথা কহিতে ছিলেন,—কত লোক জমিয়াছিল, কত রাত্রে ভাঙ্গিল প্রভৃতি।

শ্রীমতী তিনকড়ি মাতার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া সেই সকল কথা শুনিতে ছিল। মাতা নীরব হইলে সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা শ্রীরামচন্দ্র তো ভগবান্ ছিলেন, তবে তিনি এমন নিষ্ঠুর হ'লেন কেন?"

তিনকড়ির মাতা মহাবিজ্ঞের মত উত্তর দিলেন, "ও সব দেবতার লীলা, ও কি আর আমরা বুঝ্‌তে পারি? শুন্‌তে হয় তাই শুনি।"

মাতার কথায় প্রতিভাময়ী কন্যা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। 'কেন ভগবান্ এমন নিষ্ঠুর হইলেন,' সেই কথাই বার বার তাহার প্রাণের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজরাণী হইয়াও সীতার সহসা সেই নিদারুণ দুঃখে বালিকা তিনকড়ির প্রাণ এমনি বিচলিত হইয়াছিল, যে বহুদিন পর্য্যন্ত সীতার কথা স্মরণ

করিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনকড়ির প্রাণটা যে বাল্য হইতেই নিতান্ত কোমল ছিল তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাহার জীবনে ওরূপ ঘটনা একেবারেই বিরল নহে, রাশি রাশি সন্নিবেশিত করিতে পারিতাম, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ আর সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

শ্রীমতী তিনকড়ি যে কেবল অভিনয়-নৈপুণ্যের চরম বিকাশ দেখাইয়াছিল তাহা নহে, তাহার হৃদয় অতি প্রশস্ত ও উদার ছিল। উহা ব্যথিতের দুঃখে সর্ব্বদা কাতর হইত। ইহা ব্যতীত ঠাকুর দেবতার প্রতিও তাহার অসীম ভক্তি ছিল। গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন, "[illegible]-কলার অলৌকিক নৈপুণ্যের জন্যই আমি তিনকড়িকে এত [illegible] করি না, তাহার হৃদয়ের গুণও যথেষ্ট আছে। সেই সকল গুণেতেই সে আমায় এত মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে।"

স্বাধীন হইয়া পর্য্যন্ত শ্রীমতী তিনকড়ি সাধ্যমত দীন দুঃখীকে দান করিতে কথনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। এমন কোন ভিখারী নাই যে তাহার বাটীতে যাইয়া ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনকড়ির আর এক মহাগুণ ছিল, সে গোপনে নীরবে কত লোকের যে কতরূপ সাহায্য করিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু সে কথা সে তাহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটেও কোন দিন প্রকাশ করে নাই। শ্রীমতী তিনকড়ির বাড়ীতে বহুসংখ্যক

ভাঁড়াটিয়া ছিল। তাহাদের ভিতর এমনও অনেক ছিল যাহাদের সময় সময় উপার্জ্জনের অভাবে, ভাঁড়া দেওয়া তো দূরের কথা, অনাহারে দিনপাত করিবার মত হইয়া দাঁড়াইত। শ্রীমতী তিনকড়ি সে সময় তাহাদের নিকট ভাঁড়া তো চাহিতই না, অধিকন্তু তাহার বাটীতে থাকিয়া তাহারা না উপবাস করে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিত ও লুক্কায়িত ভাবে তাহাদের যে কত সাহায্য করিত তাহার পরিসংখ্যা নাই। কিন্তু সে কথা সে কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং কোন দিন কেহ তাহা জানিতেও পারে নাই। তিনকড়ি নাই, কিন্তু তাহার ভাঁড়াটিয়াগণ আজও তাহার অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করে ও শতমুখে শত [illegible] তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে।

শ্রীমতী তিনকড়ির দেবতার প্রতি ভক্তির বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর একটী গাঢ় ভক্তির স্রোতঃ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় সর্ব্বদাই নিভৃতে প্রবাহিত হইত। অতি-শৈশব হইতেই তাহার প্রকৃতিগত অভ্যাস ছিল যে সে রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে একবার অন্ততঃ মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম না করিয়া শয়ন করিত না। সেই বীজ হইতেই যে বৃক্ষ ডাল পালা মেলিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতেই ঠাকুর দেবতার প্রতি একটা অসীম ভক্তি তাহাকে সর্ব্বদাই জড়াইয়া থাকিত।

শ্রীমতী তিনকড়ি জীবনে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহার অর্থের কিছুমাত্রই অভাব ছিল না। তাহার ভাঁড়াটিয়া-গণ তাঁহাকে প্রায়ই বলিত, "এখন তো তোমার টাকার ভাবনা নেই, এখন অন্ততঃ তোমার ঘটা করে একটা পূজা আশ্রা করা উচিত।"

শ্রীমতী তিনকড়ি মৃদু হাসিয়া উত্তরে বলিত, "ভগবান্ আমাদের যে হীনস্থানে অতিহীন করে পাঠিয়েছেন, তা'তে তাঁকে ডাক্‌বারই আর আমাদের অধিকার নেই, তবে মন মানে না তাই ডাকৃতে হয়। এ অবস্থায় কি এই হীন স্থানে তাঁকে আনা উচিত? পূজা এখানে তাঁর যা হ'বে তা তো জানাই আছে, মাঝথেকে লোকে হাঁস্‌বে,— বল্‌বে বেটীর [illegible] মুখে আর বাঁচিনে, আবার ঢঙ্ করে পূজা করা হয়েছে! [illegible] একটা বেটীদের রোজগারের ফন্দি। তার চেয়ে আমাদের মত দুর্ভগাদের তাঁকে মনে মনে ডাকাই উচিত। অনেক, পাপ করেছিলুম বলেই না এই হীন স্থানে জন্মেছি,— আর ঢঙ্ করে পাপ বাড়িয়ে লাভ কি?"

গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী তিনকড়ির কেবল নটগুরু ছিলেন না, ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও তিনি তাহাকে প্রায়ই অনেক উপদেশ দিতেন। শ্রীমতী তিনকড়ি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "অনেক পাপ করেছিলুম তাই এই হীন-স্থানে জন্ম হয়েছে, এখন বলতে পারেন এমন কি কোন কাজ আছে যা কল্লে আর এ স্থানে জন্মাতে হয় না?"

গিরিশচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের এক নাম পতিত-পাবন। যদি আড়ম্বর শূন্য হ'য়ে মন প্রাণে থাকে ডাক্‌বার মত ডাক্‌তে পার, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই পতিতা পায় স্থান দেবেন।"

গিরিশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি আবার গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সে ডাক্‌বার মত ডাকা কেমন করে ডাক্‌তে হয়?—আমি তো রোজ রোজ তাঁকে ডাকি, আমার মত কত কোটি কোটি লোক তাঁকে ডাকে। আমার মত হীনার ডাক কি তাঁর নিকট পৌছায়?"

গিরিশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "... ক তাঁর কাণে সমান ভাবে বাজে বলেই তাঁর নাম ভগবান্। তার কাছে পাপী তাপী নেই,—দীনা হীনা নেই। তাঁকে যেই প্রাণে মনে ডাকে, তাকেই তিনি তাঁর প্রেমময় কোলে স্থান দেন। তুমিও তাঁকে প্রাণে মনে ডাক তোমাকেও তাঁর অভয় কোলে স্থান দেবেন। জগাই মাধাইএর মত পাপীও দুর্দ্দান্ত মাতালকেও যখন তিনি কোলে স্থান দিয়েছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই তোমাকেও চরণে স্থান দেবেন।"

শ্রীমতী তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের এ কথা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভোলে নাই, সে মনঃপ্রাণে সেই অনাথের নাথকে না আড়ম্বরে ডাকিয়াছিল। তাহার সেই প্রাণের ডাক নিশ্চয়ই পতিতপাবন দীনবন্ধুর কর্ণে পৌছিয়াছিল, ফলে অন্তিমে সে তাঁহার রাতুল চরণে স্থান

পাইয়াছে। আমাদের মনে হয় শ্রীমতী তিনকড়ি যে সকল সৎ
রিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার পূর্ব্ব জীবনের অনেক পাপই
গিয়াছে এবং খুব সম্ভব তাহাতেই এবং তাহার প্রাণের
আকুল নিরাড়ম্বর আহ্বানে সে পতিতপাবনের বিপত্তারণ শ্রীচরণে
স্থান পাইয়াছে।

শ্রীমতী তিনকড়ির যে একেবারে কোন দোষ ছিল না এমন কথা আমরা একেবারে বলিতে পারি না। সে যে স্থানে জন্মিয়াছিল তাহাতে পদে পদেই তাহার পদ-স্খলন হইবার সম্ভাবনা, কাজেই তাহার দোষ ছিল না এ কথা আমরা কেমন করিয়া বলি? তবে তাহার দোষের [illegible] গুণের ভাগ এত অধিক ছিল যে তাহার সে দোষ দোষ [illegible] গণনীয় নহে। কেননা কবিকুলরবি গাহিয়া গিয়াছেন—

'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ'

কাশীর একদিনের একটা ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন কাশীর বাসায় মধ্যাহ্নে আহারের পর শ্রীমতী তিনকড়ি উপরের বাহিরের বারান্দায় বসিয়া নিজের দেহের কথাই ভাবিতে ছিল। এরূপ দেহ থাকিয়া আর লাভ কি! এত আড়ম্বর করিয়া—এত 'তুতু' করিয়া, এ দেহ রাখিবার আর প্রয়োজন কি? শুধু নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য 'ক্ষতি করিয়া' এত অর্থ ব্যয় করিয়া এ দেহ বজায় রাখিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি কেন?

এখনও কি পাপের শেষ হয় নাই? যাহার থাকা না থাকায় জগতের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যাহার মরণে কাহারও নয়ন হইতে একটি ফোঁটাও অশ্রু ঝরিবার সম্ভাবনা নাই, সে কেন কেবল নিজের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবার জন্য, বাঁচিবার জন্য, এত চেষ্টা করিতেছে? এই সকল কথা যতই শ্রীমতী তিনকড়ির মনে হইতে লাগিল ততই তাহার জীবনের উপরে সমুদায় আসক্তি ক্রমশই চলিয়া যাইতেছিল। সে ক্রমে মনে মনে স্থির করিতেছিল 'না আর কাশীতে থাকিয়া কাশীর পবিত্রতা নষ্ট করিব না। কালই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। দেহ রক্ষার জন্য আমাদের মত মেয়ে মানুষের এত আড়ম্বর একেবারেই ভাল নয়।'

শ্রীমতী তিনকড়ি যখন এই সকল চিন্তা লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছিল, তখন রাস্তায় একটী বৈরাগী একটী একতারা বাজাইয়া 'বাউল' সঙ্গীত গাহিতে ছিল। সেই সঙ্গীতের তালে তালে একটি তিন চারি বৎসরের শিশু ডুগডুগি বাজাইয়া নাচিতেছিল। বৈরাগী কি গান গাইতে ছিল তিনকড়ির এতক্ষণ তাহা একেবারেই খেয়াল হয় নাই। সহসা সেই বৈরাগীর গানের এক কলি তাহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাহার সেই তত বড় চিন্তাটার ঠিক মীমাংসা করিয়া দিল। সেই বৈরাগীর গানটি আর একবার শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। সে তখনই সেই বৈরাগীকে ভৃত্য পাঠাইয়া বাটীর

ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া সেই গানটী আবার গাহিতে বলিল। বৈরাগী তাহার সেই একতারা বাজাইয়া সেই গানটী আবার ধরিয়া দিল আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুটী অমনি তাহার ডুগডুগি বাজাইয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিল। সেই শিশুর নাচিবার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে শ্রীমতী তিনকড়ির নয়নে জল আসিল। ইদানীং দেহের অসুখের জন্য এত আনন্দ সে বহুদিন পায় নাই।

শ্রীমতী তিনকড়ি সেই বৈরাগীর মুখে একবারমাত্র সেই গানটী শুনিয়া প্রায় অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করিতে পারিয়াছিল। সে গানটি আমরাও তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর তাহা আমাদের মনে নাই। তাহার ভাবার্থ এই, "হে মাধব, তুমি আমায় যেখানে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছ সেখানে তাহাই সাধনা করিয়া আমি যেন সন্তুষ্ট হইতে পারি। তুমি শুধু এইটুকু দে'খ যেন নিশিদিন তোমারই কাজ কর্ত্তে কর্ত্তেই আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহপাত হয়, তাহাতে যেন আর অলসতা না আসে।"

তিনকড়ি এতক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া যাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছিল না, এই বৈরাগীর গানের দু'চারিটি কলি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার অত বড় সমাস্যাটার একেবারে পরিষ্কার মীমাংসা হইয়া গেল।

কলিকাতার ডাক্তারগণ কাশীতে আসিবার সময় তাহাকে বার বার বলিয়া দিয়াছিলেন, যে সে যেন অন্ততঃপক্ষে এক বৎসরকাল

কাশী বাস করে। এক বৎসর সে যদি কাশীতে থাকিতে পারে তাহা হইলে তাহার রোগ আর তাহার উপর বিশেষ জোর করিতে পারিবে না। শ্রীমতী তিনকড়িও কাশী আসিবার সময় একরূপ স্থিরই করিয়া ছিল যে এবার সে কাশীতে এক বৎসর বাস করিবে, এবং সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বৈরাগীর দুই লাইন গানেই তাহার মত-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সে মনে মনে দুই তিনবার বলিল, 'বৈরাগী গান করিয়া যাহা বলিল তাহাই ঠিক। তিনি আমায় যে কাজে পাঠাইয়াছেন আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই কাজ করিতে করিতেই মরণ মঙ্গল। এইরূপ অবশ্য সকলেরই সাধনার বস্তু হওয়া উচিত। [illegible]কে যখন তিনি অভিনেত্রী করিয়া পাঠাইয়াছেন তখন আ[illegible]নয় করিতে করিতে মরাই উচিত।'

শ্রীমতী তিনকড়ি অনেক কথাবার্ত্তার পর সেই বৈরাগীকে দুইটী টাকা দিয়া বিদায় করিল এবং সেই দিনই স্থির করিয়া ফেলিল যে বিনা কার্য্যে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়।

তিনকড়ি সেই দিনই তাহার দাসদাসীদের হুকুম দিল, যে সে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবে, উহার যেন বন্দোবস্ত ঠিক থাকে।

এই ঘটনার দুই তিনদিন পরেই শ্রীমতী তিনকড়ি একদিন রাত্রে কলিকাতার উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়িল।

নবম উল্লাস।

মহাপ্রস্থান।

শ্রীমতী তিনকড়ি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াই কোন না কোন থিয়েটারে আবার যোগদান করিবে স্থির করিয়াছিল। কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্রই মিনার্ভা থিয়েটার হইতে তাহার ডাক্ আসিল। মিন[illegible]ক গিরিশচন্দ্র বলিয়া পাঠাইলেন, "কৈশোর হইতেই থিয়েটার করা তোমার অভ্যাস, আমার মতে সে অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিয়া তোমার নীরবে বাড়ীতে বসিয়া থাকা উচিত নয়। তোমার থিয়েটারে যোগদান করাই উচিত, তবে পরিশ্রম অধিক না হয় সেটুকুর প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

তিনকড়ি থিয়েটারে আবার যোগদান করিবে স্থির করিয়াই কলিকাতায় ফিরিয়াছিল, কাজেই সে অবিলম্বে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিল। এবার যখন সে আসিয়া আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিল, তখন মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'তপোবলের' মহাসমারোহে মহালা চলিতেছিল, এমন কি কোন তারিখে অভিনয় হইবে তাহাও বিজ্ঞাপিত হইয়া গিয়াছিল।

আর কোনও অভিনেত্রীই কেবল এক রাত্র অভিনয় করিয়া পঞ্চাশ ষাট টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। ইহা শ্রীমতী তিনকড়ির জীবনে একটা কম শ্লাঘা বা গৌরবের বিষয় নহে।

যে কাল রোগ শ্রীমতী তিনকড়ির শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, এত চিকিৎসায়ও সে একেবারে নিরাময় হইতে পারিল না, ভিতরে ভিতরে সেই রোগ তাহাকে ক্রমেই ক্ষয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। নিয়মমত ঔষধ সেবন ও খুব সাবধানে থাকিলে সে একটু সুস্থ থাকিত বটে, কিন্তু একটু অত্যাচার হইলেই তাহাকে আবার একেবারে নীরক্ত ও শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিত। এই ভাবে কথন ভাল, কথন মন্দ, এরূপ টানে বেটানে দিনগুলি তাহার [illegible] লাগিল।

১৩১৯ সালের ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে একটী বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হয়। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিল। এই বিরাট ব্যাপারে 'বলিদান', নির্ব্বাচিত নৃত্য-গীত, ও 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়। শ্রীমতী তিনকড়িকে'পাণ্ডব-গৌরবের'অভিনয়ে সুভদ্রার ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীমতী তিনকড়ি তথন শয্যাশায়ী, সে অবস্থায়ও সে বলিয়া পাঠায় যে তাহার যদি কোন মতে উঠিবারও ক্ষমতা থাকে তবে সে নিশ্চয়ই ঐ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীমতী তিনকড়ির এমনি অবস্থা হইল,

যে সে কিছুতেই বিছানা হইতে উঠিতে পারিল না। সেইজন্য সে বিশেষ দুঃখিত হইয়া নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে একখানি পত্র পাঠায়। সেই পত্রখানি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দর্শকমণ্ডলীকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন। আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে সেই পত্রখানি প্রদান করিলাম।

১৭ নং চন্দ্রমোহন সুরের লেন,

কলিকাতা। ১১ই ভাদ্র ১৩১৯।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত [illegible] ভূষি,

মহাশয়ের শ্রীচরণেষু!

শতকোটি প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

মহাশয় আমার সবিনয় নিবেদন,—আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত, একেবারে উত্থানশক্তি রহিত, এ নিমিত্ত অদ্যকার অভিনয়ে যোগদান করিতে অসমর্থা হওয়ায় কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়া আছি, তাহা এক অন্তর্য্যামীই জানেন, লেখনী মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। পরম পূজনীয় গুরুদেব নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের আন্তরিক যত্ন ও অসামান্য শিক্ষা কৌশলেই আমার ন্যায় মূর্খ স্ত্রীলোকও নাট্যামোদিগণের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে। আপনি যদি অদ্য রজনীর দর্শকবৃন্দকে

অনুগ্রহ করিয়া আমার এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে এই শয্যাশায়ী অবস্থাতেও কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী—

শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী।

কিছুকাল ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিবার পর আবার তিনকড়ি সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন সে আবার একটু একটু করিয়া চলিতে ফিরিতে পারিল, অমনি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের লোক তাহার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল। শ্রীমতী তিনকড়ির স্বভাবই ছিল যে, কখনও কাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিত না। সে যখন একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িত তখন একেবারে মনে মনে দৃঢ়-প্রতিশ্রুত হইত যে আর জীবনে কখনও থিয়েটার করিবে না। কিন্তু যখনই সে একটু আবার সুস্থ হইয়া উঠিত, অমনি থিয়েটারের দুর্দ্দম নেশা তাহাকে এমনই ভাবে চারিদিক হইতে খোঁচা মারিত যে সে থিয়েটারে যোগদান না করিয়া কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে এই ভাবেই কাটাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর শ্রীমতী তিনকড়িকে শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের উপর্য্যুপরি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহার মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এক সময়

মনোমোহন থিয়েটারে নায়িকার ভূমিকার অভিনেত্রীর বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। 'হিরোয়িণের' অভাবে থিয়েটারের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে থিয়েটার একেবারে টান বেটান করিতেছিল। সেই সময় শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে বিশেষ চেষ্টায় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে থিয়েটারের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীমতী তিনকড়িকে তাঁহার থিয়েটারে আনয়ন করেন। শ্রীমতী তিনকড়ি মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিয়া তাহার পূর্ব্ব অভিনীত অনেক ভূমিকাই তথায় পুনরায় অভিনয় করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'বাদ্‌সাজাদী' নাটকে 'খালিফে'র মাতার ভূমিকা গ্রহণ করে, ও দুই তিন রাত্রি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে জাহানারার ভূমিকাও অভিনয় করিয়াছিল।

মনোমোহন থিয়েটারে কিছুকাল অভিনয় করিবার পর আবার তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও আবার তাহাকে থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। মনোমোহন থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি বহুকাল আর কোন থিয়েটারে অভিনয় করে নাই। তাহার পর যখন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় ন্যাশন্যাল থিয়েটার ভাড়া লইয়া 'থেস্‌পিয়ান টেম্পল' নাম দিয়া এক নূতন থিয়েটার খোলেন, সেই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া অতি সামান্য দিনের জন্য তাহাকে আবার 'থেস্‌পিয়ান টেম্পলে' যোগদান করিতে হয়। 'থেস্‌পিয়ান টেম্পলে' গিরিশ-

চন্দ্রের 'জনা' নাটক, দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। শ্রীমতী তিনকড়ি 'থেস্‌পিয়ান টেম্পলে' যোগদান করিয়া 'জনা' নাটকে জনার ভূমিকা ও 'সধবার একাদশী' টিকে কাঞ্চনের ভূমিকা অভিনয় করে। ইহা ব্যতীত সে শ্রীযুক্ত হ[illegible]াধন মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'নুরমহল' নাটকে দুইতিন রাত্র যোধাবাই এর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। আমরা যতদুর জানি তাহাতে এই যোধাবাইএর ভূমিকাই শ্রীমতী তিনকড়ির শেষ নূতন ভূমিকা গ্রহণ। ইহার পর আর তিনকড়ি কোন নাটকে কোন নূতন ভূমিকা গ্রহণ করে নাই।

'থেস্‌পিয়ান টেম্পলে' কিছুকাল অভিনয় করিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। সেই শয্যা গ্রহণই তাহার মহাশয্যা গ্রহণ হইয়াছিল। 'থেস্‌পিয়ান টেম্পল' ছাড়িয়া জবাব লইবার কিছুদিন পরেই তাহার বাহুতে একটা বিস্ফোটক দেখা দেয়। বহুমূত্রের দরুণ সেই স্ফোটক ক্রমে 'কারবাঙ্কল' হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমাগত বহুবিধ চিকিৎসা চলিতে থাকে, কিন্তু সেই স্ফোটক আর কিছু-তেই শুকাইতে চায় না। তাহার পর ১২২৪ সালে মেডিকেল কলেজের বড় বড় সাহেব ডাক্তার আসিয়া তাহা কাটিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমতী তিনকড়ি প্রথমে কাটিতে স্বীকৃত হয় না, কিন্তু শেষে দারুণ যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কাটাইতে সম্মত হয়। স্থিরীকৃত দিনে বড় বড় সাহেব ডাক্তার আসিয়া সেই 'কারবাঙ্কল' কাটিয়া দিলেন।

রাশীকৃত রক্ত ও পুঁজ তাহা হইতে বাহির হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে কুটকটা যন্ত্রণারও উপশম হয়। কিন্তু যে কাল ব্যাধি তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা হইতে সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। কাটিবার পর দুই তিন দিন সে একটু সুস্থ ছিল বটে, কিন্তু তাহার পর তাহার যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তারপর দুই দিন অজস্র যন্ত্রণার তীব্র জ্বালা সহ্য করিয়া তৃতীয় দিবসে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অপ্রতিম অভিনেত্রীরত্ন শ্রীমতী তিনকড়ি সমস্ত ভবযন্ত্রণার অবসান করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত নটনাথাধিষ্ঠিত নিত্যধামে প্রস্থান করিল। কৈশোর হইতে সে তাহার সমগ্র জীবনখানি চিরদিনই নাট্য-সাধনায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, তাই বোধ হয় মহাযাত্রা-সময়ে সে দেহের অবিরাম দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও প্রীতি বিস্ফারিত-নেত্রে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিতেছিল—"হে নাথ, হে সাধকার সর্ব্বস্ব, তুমি আসিয়াছ, আমায় তোমার নিত্যানন্দময় নটলোকে লইতে আসিয়াছ! আজ আমার আজীবন সাধনার সিদ্ধিলাভ হইল! ঐ তোমার নিত্যালোকময় প্রীতিধামের দুন্দুভি-নিক্বণ শুনিতেছি, ঐ যে আমার গুরুদেব তাঁহার বামে ও দক্ষিণে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া বিজয়গীতি গাইতে গাইতে আসিতেছেন! হে নাথ, হে বাঞ্ছাকল্পতরু, হে পতিত-পাবন, তোমার পূতস্পর্শে আমার জন্ম ও সংসর্গ-দোষ সকলই ধুইয়া গিয়াছে—কি প্রীতি—কি আনন্দ!

নটীর জীবন সার্থক, অভিনেত্রীর জীবন ধন্য! বিদায়, বিদায়!
নটনাথ—নটনাথ—আমার সকল কামনা পূর্ণ করিয়াছ!
কাণ্ডারী, তোমার অপার করুণা!"

এইরূপে শ্রীমতী তিনকড়ির কর্ম্মময় জীবলীলা শেষ হইল। ইহাকে মৃত্যু বলিবে কি? না, সাধনার অবসানে সাধিকা তাহার অভীপ্সিত লোক প্রাপ্ত হইল? এরূপ দেহরক্ষা পরম সাধুরও কি অভিপ্রেত নহে? আমরাও বলি—যাও প্রতিভাময়ী, যাও তোমার চিরসাধনার পূতক্ষেত্রে, যাও তোমার চির প্রীতি-ঝাঙ্কৃত দিব্য-অভিনয়ালঙ্কৃত নটনাথাধিষ্ঠিত নির্ধূম-আলোরেখা-শোভিত নটধামে! সেথানে এথানকার মত জন্ম-দোষ-জন্য উপেক্ষা নাই, এথানকার মত ক্ষুদ্র স্বার্থবিচালিত ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ নাই, আছে শুধু দিব্য নাট্যাভিনয়, আছে শুধু প্রেম-প্রীতি-শান্তি-সুধা-ধারা—আর আছে শুধু আত্মোন্নতি, জ্ঞানোন্মেষ, সন্তোষামৃত-পারাবারে নিমজ্জন! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার সাধনা! আর ধন্য আমরা বঙ্গবাসী বহুভাগ্যবলে আমাদের মধ্যে তোমাকে পাইয়া তোমার দিব্য অভিনয়-মধুরিমা উপভোগে সমর্থ হইয়াছি ও চিরদিন তোমারই গৌরবে আমরা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিব!

রাত্রি এগার ঘটিকার সময় বিচিত্র কুসুম-শয্যায় সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ সুরভি কুসুমে সুশোভিত করিয়া বঙ্গরঙ্গালয়ের অভিনেত্রী-কুলরাণী

শ্রীমতী তিনকড়ির মৃতদেহ নিমতলার শশ্মান ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। নিমতলার শশ্মানঘাটে শ্রীমতী তিনকড়ির মৃতদেহের সম্মান দিবার জন্য থিয়েটারের প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই উপস্থিত হইয়াছিল। চন্দনাদি নানাবিধ সুরভি কাষ্ঠ ও ঘৃত গুগ্‌গুল শাল-নির্য্যাস প্রভৃতিতে চিতা সজ্জিত হইল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বপাবন অগ্নিদেব দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতী তিনকড়ির নশ্বর অস্পৃশ্য, পঙ্কিল, পঞ্চভূতময় পার্থিব দেহ নিঃশেষ করিয়া তাহার অবিনশ্বর, পবিত্র, দিব্যপ্রতিভা-সুরভি, বরেণ্য সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় কলেবর তাহার চির প্রার্থিত নটনাথধামে লইয়া গেলেন। প্রজ্জ্বলিত চিতায় তাহার কর্ম্মময় পার্থিব লীলার অবসান হইল। এইরূপে শ্রীমতী তিনকড়ি কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অতুলকীর্ত্তি রাখিয়া তাহার আশ্রিতা অনেক নর-নারীকে কাঁদাইয়া চির শান্তিধামে মহাপ্রস্থান করিল। তাহার সহিত যে অপূর্ব্ব অভিনব অপার্থিব আলো চলিয়া গিয়াছে,—সে আলোর বঙ্গ রঙ্গালয়ে আর যে কখন বিকাশ হইবে এমন আশা আমরা একেবারেই করিতে পারি না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীমতী তিনকড়ি একখানি উইল করিয়া গিয়াছিল। সেই উইলের সর্ত্ত অনুসারে সে তাহার দুইখানি বাড়ী বড়বাজার হাঁসপাতালে প্রদান করিয়াছিল, ও একখানি বাড়ী তাহার বাবুর পুত্রকে দিয়া গিয়াছিল। বাকি তাহার অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে সেই টাকা হইতে তাহার বাটীর প্রত্যেক

ভাড়াটিয়াকে পঞ্চাশটা করিয়া টাকা প্রদান করিয়া ছিল ও বাকি টাকা তাহার শ্রাদ্ধের খরচ বাবদ রাখিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী তিনকড়ির উইলের সর্ত্তগুলি পাঠেই বুঝিতে পারা যায় যে কি ধাতুতে বিধাতা তাহাকে গঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে কত শত সহস্র অভিজাত-মুখ-মণি প্রতিনিয়ত সংখ্যাতীত অর্থরাশি শুধু পিশাচোপম উত্তরাধিকারিদের উড়াইয়া দিবার জন্যই রাখিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়জন, হাঁসপাতালের কিংবা অনাথাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিয়া গিয়া থাকেন? মানবলীলা-সাঙ্গকালে কয়জনের এরূপ উদার মহীয়সী প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইয়া থাকে? তাঁহারাই লোকলোচনে মহামান্য সুপ্রশস্ত সমাজ-শিরোমণি! আর এই পঙ্কিল সমাজাস্পৃশ্য লোকনিন্দিত জঘন্য-স্থানে সমুৎপন্না ও পরিবর্দ্ধিতা অনক্ষরা নটী তাহার মহাযাত্রাকালে, যে সমাজ তাহাকে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া চিরদিন উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারই উপকারের জন্য, তাহার সাধ্যাতীত ব্যবস্থা করিয়া গেল! সংস্কারান্ধ সমাজ-পাণ্ডু-পীড়াগ্রস্ত বঙ্গবাসী এই অসামান্য হৃদয়বতী, কর্ত্তব্যপরায়ণা প্রতিভাময়ী নাট্য-সেবিকার সম্বন্ধে প্রকৃত বিচার কখনও করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের সহৃদয় গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই তাহার হৃদয়ের অসাধারণ ঔদার্য্য, নাট্য-সাধনার অলৌকিক কৃতার্থতা, ভগবানের প্রতি স্থির অবিচল ভক্তি-দার্ঢ্য, এবং মহাজনোপম মনুষ্যত্ব তাহার জীবনী অনুশীলন মাত্রই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সবিস্ময়ে

পরমপ্রীতি অনুভব করিবেন। সর্ব্বোপরি ন্যায়বান্ সর্ব্বদর্শী ভগবানই তাহার গুণাগুণ বিচারপূর্ব্বক মানব-সমাজে তাহার অমোঘ আসন নির্দ্দেশ করিবেন।

শ্রীমতী তিনকড়ির মৃত্যুর পর তাহার উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাহার সম্পত্তি বণ্টন হইয়া গিয়াছিল ও যথা সময়ে তাহার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীমতী তিনকড়ি অভিনেত্রীর আদর্শ রাখিয়া বঙ্গরঙ্গালয় অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার অভাব নাট্যামোদী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করিয়া থাকেন। তাহার ন্যায় অভিনেত্রী আবার কবে বঙ্গ-নাট্যশালা উজ্জ্বল করিবে অনেকেই সেই আশায় পথ চাহিয়া আছেন। তাহাদের কি সে আশা পূর্ণ হইবে না! নটনাথ ব্যতীত এ কথার উত্তর প্রদানে অপর কেহই সমর্থ নহেন।

তিনকড়ি চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কীর্ত্তি যায় নাই। নাট্যামোদিগণের নিকট সেই কীর্ত্তিই তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যতদিন বাঙ্গালার নাট্যশালা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন শ্রীমতী তিনকড়ির নাম কেহ ভুলিতে পারিবে না। কত অভিনেত্রী তাহার আদর্শে গঠিত হইবার চেষ্টা করিবে। মানুষ চিরদিনের মত চলিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার সুবিশাল কীর্ত্তি কখনও যায় না, কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করিয়া রাখে। শ্রীমতী তিনকড়ির কীর্ত্তিই শ্রীমতী তিনকড়িকে সুধীসমাজে চির দিন অমর করিয়া রাখিবে।

পরিশিষ্ট

তিনকড়ি-প্রতিভা।

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা স্যো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্॥"

বদান্যকুলচূড়ামণি বীরকেশরী অঙ্গনাথ কর্ণকেও একদিন নীচ সূতকুলে জন্মের জন্য জনসাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে হইয়াছিল—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্"। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র-অধীশ্বর সুবিমলকীর্ত্তি বীরেন্দ্র মহীপতি চন্দ্রগুপ্তও নিন্দিত 'বৃষল' ও 'শূদ্রমৌর্য্য' আখ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে চির দিনই জাতি-গৌরব অপ্রতিহত। তবে কর্ম্মার্জ্জিতা কীর্ত্তিও যে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে জাতি-গত গৌরবের শিরোভাগে স্বীয় আসন বিন্যস্ত না করিয়াছিল তাহা নহে। প্রত্ন, বৈদিককাল হইতেই আমরা কক্ষিবান্ সুদাস প্রভৃতি শূদ্র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের জগজ্জ্যোতির্ম্ময় গৌরবরশ্মি-রাশি দেখিতে পাই। কুশিকবংশাবতংস বিশ্বামিত্র স্বীয় কর্ম্মবলেই সর্ব্ব সম্মানের শিরোরত্ন 'ব্রহ্মর্ষি'পদ লাভ

করিয়া নশ্বর নরদেহে অবিনশ্বর হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শূদ্রাগর্ভজাত অন্ত্যজাতীয় হইলেও স্বীয় অসাধারণ তপোবলে মহর্ষিত্ব লাভ করিয়া চতুর্ব্বেদ-বিভাগে ও পঞ্চম কার্ষ্ণবেদ মহাভারত প্রণয়নে আর্য্য-সমাজে চির বরেণ্য ও শিরোনমস্ত হইয়া 'বেদব্যাস' আখ্যালাভ করিয়া সর্ব্ব দেশের সুধী-সমাজে চিরদিনের জন্য অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতের অমরকীর্ত্তি রামায়ণকার আদিকবি বাল্মীকি প্রথমে কি ছিলেন, তৎসম্বন্ধে পুরাণ মধ্যে বা কি কিম্বদন্তী পাওয়া যায়? রত্নাকর দস্যু স্বীয় সাধনা বলে কালে আদর্শ-চরিত মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন না? ফলতঃ 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'। মানব অভিজাত ব্রাহ্মণোত্তম হউক আর নীচ শূদ্রাধম হউক, অবশ্য কালের করাল কবল হইতে কাহারও নিস্তার নাই। কিন্তু তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তিকৌমুদী চিরদিন জগন্ময় স্বীয় সুধা-ধবল রশ্মিরাজি বিরাজিত রাখিবে। কর্ম্মজা কীর্ত্তি কাল-কবলাতীত, ধ্বংশনীতি-বহির্ভূত, নিত্য নূতন প্রোজ্জ্বল গৌরব-মণ্ডিত। জাতিগত অভিমান জীবদ্দশায়ই অবসিত হয়, কিন্তু কর্ম্মার্জিতা কীর্ত্তি কি জীবিতাবস্থায় কি জীবিতাবসানে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমদ্যুতিতে বিরাজ করে।

কি পুরুষ কি নারী, কি বালক কি প্রবীণ, দিব্য গৌরব-মন্দিরে কাহারও কোনও প্রভেদ বা বিশেষত্ব নাই। 'গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ'। স্ত্রীজাতি হইলেই সে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়, বালক হইলেই সে উপেক্ষ্য ও অনবধেয়, ইহা মূর্খের

ধারণামাত্র। প্রকৃত গুণ-গৌরবের নিকটে লিঙ্গ কিংবা বয়োবিচার নাই। পঞ্চ-বৎসরের প্রহ্লাদে ও কিশোর ধ্রুবে যে আলোক-সামান্য গুণগরিমার বিকাশ হইয়াছে, নবতিপর বৃদ্ধেও তাহা কদাপি পরিলক্ষিত হয় না। অম্ভৃনস্ ঋষির দুহিতা বাক্ একদিন দিব্য আবেশে যে 'দেবীসূক্ত' দর্শন করিয়া গিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায়াগ্রগণ্য মনীষিগণও অদ্যাপি তাদৃশ মন্ত্র দর্শনে সমর্থ হন নাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, উভয়-ভারতী প্রভৃতি রমণীশিরোমণি-মালা যে বিপুল অপরিসীম জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি মহাপণ্ডিত-মণ্ডলীরও সুদুর্লভ।

আমাদের দেশেই কেবল আভিজাত্যের অভিমান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতীচ্য ভূখণ্ডে কিংবা বর্ত্তমান মার্কিণ ভূভাগে কর্ম্মগরিমাই গৌরবে শিরোধার্য্য। মহাবীর নেপোলীয়ন বোনাপার্টি, ওয়াসিংটন, গারফিল্ড প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্ববরেণ্য অলৌকিক কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষগণ সামান্য লোক-লোচন-নিয়স্থিত অজ্ঞাত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কে কোথায় তাঁহাদের জন্ম কিংবা বংশের নিম্নতার কথা একবারও আলোচনা করিয়া থাকে? কিন্তু নিশিদিন সমগ্র বিশ্বময় তাঁহাদের অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনীতে মুখরিত। কবিকুলকেতু সেক্স্পীয়র, চসার, বারণস্, মোলিয়র, রেসিনী, ইবসেন কল্ডিরণ প্রভৃতি সকলেই জাত্যংশে সমাজের নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত। কিন্তু অবিনশ্বর

কীর্ত্তিগরিমায় ইহারা চিরদিনই সমগ্র মানবজাতির শিরোরত্নরূপে বিরাজিত থাকিবেন। অভিনেতা কেম্বেলের কন্যা সারা (Sara)কে জগতে কে জানিত? কিন্তু অনুপমা অভিনেত্রী মিসেস সিডনসের (Mrs. Siddons) নাম ও তাঁহার অসাধারণ অভিনয় কৌশলের কীর্ত্তিগাথা সুসভ্য বিদ্বৎ-সমাজে কাহার না বিদিত ও পরমশ্রদ্ধার্হ? ফলতঃ জন্ম-গরিমা প্রকৃত গৌরবের পরিমাপক নহে, কর্ম্মগরিমাই যথার্থ শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয়।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয় ইয়ুরোপ ও মার্কিণ ভূখণ্ডের থিয়েটার ও নাট্যাভিনয়ের অনুকরণে গঠিত। সুতরাং এখানকার অভিনেতা ও অভিনেত্রী ইয়ুরোপীয় রীতি অনুসারে গৃহীত ও শিক্ষিত। যদিও অভিনেত্রীকুল সমাজের নিতান্ত হেয়, পঙ্কিল, অস্পৃশ্য বারবালাগণ হইতে অশেষ আয়াসে সংগৃহীত, তথাপি তাহারা 'বাণীর বিনোদ-নিকুঞ্জে' প্রবিষ্ট হইয়া পূত নাট্য-জাহ্নবী-সলিলে অবগাহনে স্থান ও জাতিগত দোষগুলি হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইয়া কাব্য-সরোবরে সদ্যোবিকশিত শতদলের ন্যায় বিমল প্রাণপ্রীতিকর যশঃসৌরভে নাট্যামোদী সুধীসমাজকে নিত্য আমোদিত করে।

বস্তুতঃ স্থানগত দোষগুলি বর্জিত না হইলে প্রকৃত অভিনয়ের অনুশীলন একরূপ অসম্ভব। নাট্যশালার শিক্ষাদান আমাদের স্কুল ও কলেজের অনুশীলন-প্রথা অপেক্ষা অনেক কঠোর, অনেক জটিল। এখানে

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শিক্ষাই যুগপৎ লাভ করিতে হয়। একটি ভূমিকায় অভিনয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রকৃত যশ অর্জ্জন করিতে হইলে যেমন সেই ভূমিকাটির ঠিক ভাবটি মনে মনে ধারণা করিতে হইবে, তেমনই বাচিক ও শারীরিক অভিনয় দ্বারা তাহা আপামর সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এক কথায়, অভিনেয় চরিত্রটি চেহারা, অঙ্গ-ভঙ্গী, বাক্য, গতি, দৃশ্য ও পরিচ্ছদে জলের মত সকলের বোধগম্য করিয়া তুলিতে হইবে। কবি কল্পনায় যে চরিত্রটি অঙ্কিত করিলেন, অভিনেত্রীকে চতুরঙ্গ অভিনয়ে তাহা জীবনময় করিয়া লোক-লোচন-গোচরে প্রত্যক্ষ করাইতে হইবে। ইহাতে কোন বিষয়ে একটুকু অভাব হইলেই দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে গোমূত্র-বিন্দুপাতের ন্যায় সমুদায় অভিনয়টি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলতঃ কবি-প্রতিভার ন্যায় অভিনয়-প্রতিভাও অতীব সুদুর্লভ। এই অসামান্য প্রতিভাবতী অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি সুতরাং কাব্যকলা-বিলাসি-মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্র, কেননা সাহিত্য-সমাজে গুণেরই আদর, অভিজাত রূপবান দেহের আদর কিছুই নাই।

নাট্যকারকে ঠিক বুঝিতে হইলে তৎকৃত চরিত্রমালার প্রকৃত-বিশ্লেষক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়-বিধির অনুশীলন করিতে হইবে। কবিকুল-চূড়ামণি সেক্‌সপীয়রের অপূর্ব্ব অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ 'ম্যাক্‌বেথ', 'কিঙ্গলিয়র', 'হ্যামলেট', 'ওথেলা' প্রভৃতি সৎ-সাহিত্য-

সরোজমালার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সেক্‌স্‌পীয়র-সংক্রান্ত চরিত্র-বিশ্লেষক অমরকীর্ত্তি গ্যারিক, আয়ারভিং, সেরিডন, মিসেস সিডন্‌স প্রভৃতি কর্ত্তৃক তত্তৎ চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রণালী সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। আমাদের দেশের কাব্যকাননের পিকবর কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির অমর নাট্যমালার চরিত্রাবলীর প্রকৃত বিশ্লেষক নট ও নটী কুলের কোনও ইতিবৃত্ত নাই, তাই আমাদের দেশীয় নাট্যমালাগুলি আজি পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ কবি অপেক্ষা অভিনেতার চরিত্র ব্যাখ্যানে অনেক সময়ে অধিকতর কৌশল পরিলক্ষিত হয়। সেক্‌স্‌পীয়রের জটিল 'হ্যামলেট' চরিত্র সার হেনরি আয়ারভিং ও গ্যারিক যেরূপ বিশ্লেষিত করিয়া গিয়াছেন সেরূপ স্বয়ং কবি কল্পনা করিয়াছিলেন কিনা গুরুতর সন্দেহ। লেডী-ম্যাক্‌বেথ চরিত্রের যেরূপ বিচিত্র অভিনব দার্শনিক বিশ্লেষণ মিসেস সিডন্‌স্‌ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সেক্‌স্‌পীয়রেরও কল্পনায় ছিল না।

এতদ্দেশেও প্রকৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল হইলেও, স্বল্প কয়েকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী স্বীয় অভিনয় দ্বারা যেরূপ চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয়-কলার সমকক্ষতা লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য। গিরিশ-চন্দ্রের 'ম্যাক্‌বেথ' ও 'নিমচাঁদ', অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'গজপতি বিদ্যা-

দিগ্‌গজ' ও 'জলধর',অমৃতলাল বসুর 'রমেশ' ও 'নসীরাম', বেলবাবুর 'অঘোর', অমৃতলাল মিত্রের 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'বিল্বমঙ্গল', দানিবাবুর 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'চাণক্য', শ্রীমতী বিনোদিনীর 'নিমাই', শ্রীমতী গঙ্গামণির 'পাগলিনী', শ্রীমতী সুকুমারী দত্তের 'গিরিজায়া', শ্রীমতী তিনকড়ির 'জনা' ও 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' ও শ্রীমতী তারাসুন্দরীর 'শৈবলিনী' ও 'আয়েষা' এবং শ্রীমতী সুশীলার 'রাজিয়া' ও 'গিরিবালা' চরিত্রের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ মৌলিক ও উহারা প্রত্যেকে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নাট্যচরিত্র-বিশ্লেষককুলের কেন্দ্রস্থানীয়।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শ্রেণীর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা শতাব্দী-কালের অধিক না হইলেও গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালের প্রাণপণ যত্নে ও আয়াসে এখানে ৩।৪ টি অভিনেত্রী যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ইয়ুরোপ ও মার্কিণ দেশস্থ উচ্চশ্রেণীর রঙ্গালয়েও দুষ্প্রাপ্য। গিরিশচন্দ্র শিক্ষিতা বিনোদিনী ও তিনকড়ি, অর্দ্ধেন্দুশেখর শিক্ষিতা সুকুমারী এবং অমৃতলাল শিক্ষিতা তারাসুন্দরী যে কোন দেশের বর্দ্ধিষ্ণু নাট্যসমাজের বরেণ্য।

বস্তুতঃ জন্মগত হীনতা বিদ্বৎসমাজে আদৌ গ্রহণীয় নহে! পঙ্ক হইতে সমুৎপন্ন হইলেও সহস্রদল কুসুমরাজরূপে দেবতার শিরোমণি, পাষাণে নির্ম্মিত হইলেও দেবপ্রতিমা সকলের নমস্য ও শিরোধার্য্য। নৃপশিরঃ-শোভী মহামূল্য মণি বিস্বাদু লবণাম্বু মধ্য হইতেই সমুৎপন্ন। আমাদের দেশীয় অভিনেত্রীকুল পঙ্কিল সমাজ-হেয় বারবালাগণ

হইতে সংগৃহীত হইলেও গুণগরিমায় তাহারা বিদ্বৎ-সমাজেরও বরেণ্য। ললিতকলামন্দিরে তাহাদের আসন নির্গুণ অভিজাত বংশোদ্ভবগণ হইতে অনেক উচ্চে।

শ্রীমতী তিনকড়ি ও শ্রীমতী সারাসিডনস্ একই ছাঁচে ঢালা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাট্যপ্রতিভার দুইটি অনুপম চিরোজ্জ্বল আদর্শ। মিসেস্ সিডনস্ প্রতীচ্য 'ট্রাজিডি'র নায়িকাশ্রেণীর অগ্রগণ্যা, শ্রীমতী তিনকড়ি প্রাচ্য বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা শ্রেণীর অগ্রণী। সেক্স্পীয়রের লেডী ম্যাক্বেথ, ডেস্ডোমেনা, মারগারেট প্রভৃতি নিতান্ত জটিল, বিচিত্রভাবময়, অতীব সুকঠিন চরিত্র বিশ্লেষণে মিসেস্ সিডনস্ অদ্বিতীয়া, গিরিশচন্দ্রের লেডী ম্যাক্বেথ, জনা, জ্ঞানদা, তারা, সুভদ্রা প্রভৃতি বিবিধ জটিল ভাবপূর্ণ, নানা বৈচিত্র্যময়, অতীব সুকঠিন ভূমিকার অভিনয়ে শ্রীমতী তিনকড়ি নিরুপমা। মিসেস সিডন্সের অভিনয় অনুসরণে সেক্সপীয়রের অনেক জটিল স্ত্রীচরিত্রের বিশ্লেষণ হইয়া থাকে, শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয় অনুসরণে ও গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমুদায় জটিল নানাভাবময় স্ত্রীচরিত্রের বিশ্লেষণ হইতেছে। সারাসিডনস ট্রাজিডিতেই অভিনেত্রীকুলরাণী, কিন্তু শ্রীমতী তিনকড়ি কি ট্রাজিডি, কি কমিডি, কি প্রহসন, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালার একচ্ছত্র অভিনেত্রীকুল-সম্রাজ্ঞী। জনা, করমেতি, অভিমন্যু, সুভদ্রা, গুরব, লেডী ম্যাক্বেথ ও অন্নদার অভিনয়ে তিনকড়ির কৃতিত্ব অতুলনীয়। অন্য কোনও অভিনেত্রী এই কয়টি চরিত্রাভিনয়ে

অদ্যাপি তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সঙ্গীতে কিংবা নৃত্যে তাঁহার চাইতে নিপুণা অনেক অভিনেত্রী বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে বিদ্যমান ছিল ও আছে, কিন্তু অভিনয়কালে তিনকড়ি যে একটি দিব্য জীবনময় ভাব তাহার অভিনেয় চরিত্রে প্রকটিত করিয়া সঙ্গীত-লহরী বা নৃত্য-ঝঙ্কার তুলিত তাহা আর অপর কাহাতেও পরিলক্ষিত হয় নাই। সে যেন প্রতিচরিত্রেই তন্ময় হইয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইত এবং দর্শকবৃন্দকে প্রথম হইতেই সেইভাবে পরিমুগ্ধ করিয়া আত্মহারা করিয়া দিত।

শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত ও শ্রীমতী বিনোদিনী শিক্ষিতা ও অভিনয়-কলা-নিপুণা অলোক-সামান্য গুণবতী অভিনেত্রী ছিল। সুকুমারী যেমন সুগায়িকা ছিল, সেইরূপ প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীও ছিল। তাঁহার বিশ্লেষিত 'মতিবিবি' ও 'গিরিজায়া' অদ্যাপি অতুলনীয়া। শ্রীমতী বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের নাট্য-বিরচনের পৌরাণিক যুগে অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিতা ছিল। তাঁহার অভিনীত 'নিমাই', 'গোপা', 'সতী', 'চিন্তামণি', আদর্শ অভিনয় বলিয়া এখনও নাট্যামোদিসমাজে পরিগণিত। কিন্তু ইহারা উভয়েই কল্পিত নারীচরিত্রাভিনয়ে অদ্বিতীয়া ছিলেন বটে, কিন্তু জীবন্ত চিত্র প্রদর্শনে, উৎকটভাবাভিনয়ে, জটিলদ্বন্দ্বভাব-বিজড়িত চরিত্রবিশ্লেষণে তিনকড়ির তুলনা নাই। লেডী ম্যাক্‌বেথ, জনা, করমেতি, সুভদ্রা ও অভিমন্যু চরিত্র তিনকড়ি ব্যতীত বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে আর কাহারও অভিনেয় নহে। হয়ত, 'নিমাই' বা 'গিরিজায়ার' অভিনয়ে

তিনকড়ি বিনোদিনী ও সুকুমারীর চাইতে কিছু উন হইতে পারিত, কিন্তু তাহারা কেহই জনা, কিংবা লেডী ম্যাক্‌বেথ চরিত্র অভিনয়ে তিনকড়ির নিকটেও অগ্রসর হইতে পারিত না। ধীর, প্রশান্ত, স্বভাব-কম ভাববিভোর, ভক্তিবিদলিত চরিত্র বিশ্লেষণে বিনোদিনী অদ্বিতীয়া, চঞ্চল, অম্ল-মধুর, সঙ্গীত-প্রধান, ভাবপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে সুকুমারী তুলনা-রহিতা; কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন তেজোময়, উচ্ছ্বাসপূর্ণ, পরুষভাবাপন্ন, বিবিধ-রস-জটিল, সাত্বিক ও আঙ্গিক প্রধান চরিত্রের পূর্ণ প্রদর্শনে তিনকড়ি অনমুকরণীয়া। তিনকড়ির 'করমেতি' ও বিনোদিনীর 'নিমাই' একই ছাঁচে ঢালা দুইটি চরিত্রের বিশ্লেষণ। বিনোদিনীর 'নিমাই' বঙ্গে প্রেম ভক্তির ভাগীরথী উচ্ছ্বসিত করিয়া বঙ্গবাসীকে ডুবাইয়াছিল, কিন্তু তিনকড়ির 'করমেতি' প্রেম ও বিশ্বাসপ্লাবনে পাপ-পঙ্কিল বাঙ্গালাকে বিধৌত করিয়া গোলোকের নিরবধিহ্লাদিনী প্রীতিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। চরিত্র হিসাবে 'করমেতি', 'নিমাই'এর নিকটেও দাঁড়াইবার যোগ্য নহে, কিন্তু বিশ্লেষণে 'করমেতি' অনেক উচ্চে উঠিয়া গেল। এইরূপ 'মতিবিবি' ও 'সুভদ্রা' চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে প্রথমা দ্বিতীয়ার অনেক উপরে অবস্থিত, কিন্তু 'বিশ্লেষণে' দ্বিতীয়া প্রথমাকে অনেক নিম্নে রাখিয়া গিয়াছে, এমন কি সুকুমারীর 'মতিবিবি' তিনকড়ির 'সুভদ্রার' সঙ্গীত-ঝঙ্কারকে সুরতাললয়ে অতিক্রম করিলেও তৎ-কালোচিত রসও ভাবের বিশ্লেষণে এবং তাহা দ্বারা সহৃদয় সুধীবৃন্দের

চিত্তহরণে সুভদ্রার অনেক পশ্চাৎ নিপতিতা। সেইরূপ গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকে 'পাগলিনীর' অভিনয়ে গায়িকাশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী গঙ্গামণি সঙ্গীত-ঝঙ্কারে সমগ্র রঙ্গমঞ্চ একদিন তন্ময় করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু পাগলিনী চরিত্রের আদ্যোপান্ত সমন্বয়ে ঠিক বিশ্লেষণ একমাত্র তিনকড়িই দেখাইতে পারিয়াছে।

যেমন মধুরে বিনোদিনী ও উৎকটে তিনকড়ি, তেমনি মধুরোৎকট-সমন্বয়ে তারাসুন্দরী। যেমন সঙ্গীত-মিশ্র স্নিগ্ধভাবপ্রধান অভিনয়ে কুসুমকুমারী ও সঙ্গীতোজ্জ্বল রঙ্গপ্রধান অভিনয়ে সুকুমারী, তেমনি সঙ্গীতহীন মাধুরীময় স্বভাবপ্রধান উচ্ছ্বাসবিকশিত অভিনয়ে তারাসুন্দরী ও সঙ্গীতহীন ভীষণ ভাববিধুর বজ্র-গম্ভীর চরিত্রাভিনয়ে তিনকড়ি। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গণ্ডীমধ্যে নিরুপমা, অপ্রতিরূপা। কুসুম-কুমারীর "প্রহ্লাদ" সর্ব্বজন চিত্তহারী, কিন্তু তারাসুন্দরীর 'আয়েষা' অননুকরণীয়, আবার তিনকড়ির 'জনা' অননুসরনীয়। 'শৈবলিনীতে' তারাসুন্দরীর যশঃ-সৌরভের বিস্তার, 'লেডী ম্যাকবেথে' তিনকড়ির অমোঘ অপ্রতিম প্রতিভার বিকাশ। কাহাকেও কাহাপেক্ষা বড় বা ছোট বলিবার যো নাই। সকলেই স্ব স্ব মণ্ডলে শ্রেষ্ঠা, অপ্রতিমা। * শ্রীমতী

* Science is relative; art definitive. The master-piece of to-day will be the masterpiece of to-morrow. Actors do not climb over each other—no, nor actresses. The one is not the stumbling block of the other. The actor or actress rises

বিনোদিনী ও শ্রীমতী তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী অমৃতলালের শিক্ষা গঠিত। প্রতি-অভিনেত্রীতেই স্ব স্ব শিক্ষাদাতার বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় জাজ্জ্বল্যমান। তারাসুন্দরী নিসর্গানুগামিনী, বিনোদিনী ও তিনকড়ি ভাবানুগামিনী। বস্তুতঃ চতুর্বিধ অভিনয়ই নিসর্গানুকরণ, কিন্তু ভাবের প্রাধান্য ব্যতিরেকে নাটকীয় চরিত্র কখনই অঙ্কিত হওয়া সম্ভবপর নহে, সেইজন্য নিসর্গের সহিত ভাব-সংমিশ্রণই বাস্তব অভিনয়। স্বাভাবিক আহার বিহার ও নিদ্রা লইয়া নাটকীয় আখ্যান বস্তু কখনও হইতে পারে না। সেইজন্যই আমাদের দেশে সামাজিক নাটকের আখ্যান বস্তুর বড়ই অভাব। ভাবোচ্ছ্বাসই নাটকের প্রথম স্পন্দনের উপাদান। তারপর ঘটনা বৈচিত্র, কর্ম্মক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাত, প্রধান চরিত্রের গুরুতর পরীক্ষা মধ্যে অবস্থিতি, অদ্ভুত অচিন্তিত উপায়ে তাহার নিষ্কৃতি, চরিত্রের দর্শনীয় অংশের ক্রমশঃ পূর্ণবিকাশ, বিচিত্র প্রাসঙ্গিক চরিত্রোন্মেষ, পরিশেষে আধিকারিক চরিত্রের দর্শনীয় কার্য্যশেষে উপসংহার, ইহাই প্রধানতঃ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং গদ্যভাবময় বৈচিত্র-বিমুখ অভিনেতা

---

alone without any other lever than himself. He does not tread his equal under foot. The new-comers respect their elders. They succeed, they do not replace each other. The beautiful does not drive out the beautiful. Neither wolves nor master-actors devour each other.

Victor Hugo.

বা অভিনেত্রী কেবল প্রকৃতির অনুকরণে অভিনয়ে কখনও কৃতকার্য্য হইবে না। ভাব বজায় রাখিয়া যে যত নিসর্গানুসরণ করিতে পারিবে, সে ততই নিপুণ অভিনেতা বা অভিনেত্রী হইবে। অভিনয়ে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ব্যবহারিক কুশলতা অধিকতর প্রয়োজনীয়, রসজ্ঞান অপেক্ষা রস-বিকাশের অধিকতর আবশ্যক।

মাইকেল কিংবা দীনবন্ধু কৃত নাটকের ভাষা ঠিক কথিত ভাষা নহে, সুতরাং ঐ সব নাটকের অভিনয়ে অভিনেতাকে অনেক সময়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাবানুরূপ কথিত ভাষায় অভিনয় করিতে হইত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকে কাহাকেও ভাষার জন্য চিন্তিত হইতে হয় না। উহা গ্রন্থকার কল্পিত ভাবানুরূপ ভাষা গঠিত। কথাগুলি পড়িতে পড়িতেই ভাব আপনা হইতে আবৃত্তিকারের মনোমধ্যে উদিত হয়। এইজন্যই নিতান্ত অনক্ষর ও অনভিজ্ঞ অভিনেতা ও অভিনেত্রীও গিরিশচন্দ্রের নাটকে অভিনয় করিতে গিয়া কখনও হাস্যাস্পদ হয় না। গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয় এক-দিকে যেমন সহজ, অন্যদিকে অত্যন্ত দুরূহও বটে। উহার অভিনয়ে অভিনেতার স্বভাবতঃ একটি অস্বাভাবিক সুরোচ্ছ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃত অভিনেতার প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ সুরোচ্ছ্বাসের ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে, তাহা না হইলে দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ডে গোমূত্র বিন্দুপাতের ন্যায় সমুদায় অভিনয়টি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া হাস্যাভিনয়ে 'ভাঁড়ামি' আসিবার ভয়ও বিলক্ষণ আছে। জনা নাটকের

ভীষণ লোমহর্ষণ অভিনয় মধ্যে, গঙ্গা রক্ষকদের 'ভাঁড়ামি' ও অগ্নিদেবের সুরোচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যাবলি, তাহাদিগের অক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় দিলেও, নিতান্ত অসহ্য। নলদময়ন্তী ও জনার বিদূষক যেমন দ্রষ্টব্য, পাণ্ডব-গৌরবের বিদূষক তাহাদের অপেক্ষা সুচিত্রিত হইলেও অশ্রাব্য, কেননা প্রথম দুটির অভিনয় বড়ই হৃদয়গ্রাহী, আর তৃতীয়টির অভিনয় কেবল ইতরামি ও ভাঁড়ামিমাত্র। ঐরূপ 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে 'দামোদরের' ভূমিকা অভিনেতার দোষে অতি কুৎসিত অভিনীত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রথম শ্রেণীর নাটকের গাত্রে ব্রণরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। এইরূপে অভিনয়ের গুণে যেমন নাটকের কৃতকার্য্যতা, তেমনই অভিনয়ের দোষে উহার একেবারে নিষ্ফলতা হইয়া থাকে। পূর্ণমাত্রায় প্রথম শ্রেণীর গুণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' এইরূপে প্রকৃতরূপে অভিনীত না হইবার জন্য একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্যকাব্যেও চাণক্যের ভূমিকা দানিবাবুর ন্যায় সুপ্রতিভ অভিনয়-কলাকুশল প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-কর্ত্তৃক অভিনীত না হইলে, একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইত। জনার ন্যায় গিরিশচন্দ্রের প্রথম শ্রেণীর নাটকখানি তিনকড়ি ব্যতীত একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইত। সুতরাং নাট্যকারের ন্যায় অভিনেতাও নাটকের কৃতকার্য্যতার প্রধান সহায়। Mrs Siddons, Mr. Garrik, Sir Henry Ireving প্রভৃতি সুনিপুণ অভিনেতাই সেক্‌স্‌পীয়রের অপ্রতিম নাটকগুলির পূর্ণ কৃতার্থ-

তার প্রধান সহায়, সেইরূপ অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলালত্রয়, বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, গঙ্গামণি, কুসুমকুমারী প্রভৃতি নটকুল শিরোমণিগণ ও স্বয়ং গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকগুলির কৃতকার্য্যতার অমোঘ সহায়। লেডী ম্যাক্‌বেথের কৃতকার্য্যতায় জনার উৎপত্তি এবং নলদময়ন্তীর বিদূষকের কৃতকার্য্যতায় জনার বিদূষকের সৃষ্টি। এইরূপে 'কমলে-কামিনীতে' শ্রীমন্তের কৃতকার্য্যতায় 'চৈতন্যলীলায়' নিমাইএর উদ্ভব। শ্রীমতী বিনোদিনী ও গঙ্গামণি ষ্টার থিয়েটারে অভিনেত্রী না থাকিলে চৈতন্যলীলায় 'নিমাই' ও 'নিতাই' এবং বিল্বমঙ্গলের 'চিন্তামণি' ও 'পাগলিনী' হইত কিনা সন্দেহ। স্ত্রী অভিনেত্রী দ্বারা কিশোরের ভূমিকা তাদৃশ মনোরম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনীত হইত বলিয়াই কমলে কামিনীতে 'শ্রীমন্ত' চরিত্র তাদৃশ বিরচিত হইয়াছিল। শ্রীমতী সুশীলা মিনার্ভা থিয়েটারে তখন অভিনেত্রীরূপে বর্ত্তমান না থাকিলে গিরিশচন্দ্রের বলিদানে 'জবী' চরিত্র আদৌ হইত কিনা সন্দেহজনক। শ্রীমতী তিনকড়িই সিরাজদ্দৌলায় 'জহরা' ও মীরকাসেমের 'তারা' চরিত্রের প্রকৃত মূল উপাদান সন্দেহ নাই। সেইরূপ শ্রীমতী গঙ্গামণিই হারানিধির কাদম্বিনী চরিত্রের উৎপাদিকা।

নাট্যাভিনয় প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ ;—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। উহাদের বিবরণ আমাদের গিরিশ প্রতিভায় প্রদত্ত হইয়াছে। উহারা আবার প্রতি দৃশ্যকাব্যের চিত্রিত চরিত্রমালার

গুরুত্ব, লঘুত্ব ও বিমিশ্রত্ব অনুসারে ত্রিবিধ। বিয়োগান্ত, নাটকের, কিম্বা বিয়োগ-প্রধান মিলনান্ত নাটকের নায়ক ও নায়িকা গুরুত্বগুণ বিশিষ্ট। এই গুরু চরিত্রের চতুর্বিধ অভিনয় বড় জটিল, বড় সুকঠিন। এই চরিত্রে প্রতিপদে রস ও ভাবের দ্বন্দ্ব, শারীর ও মানস ভাব বিকাশ, স্তরে স্তরে রস-পরিপুষ্টি-প্রদর্শন ও কাব্য-পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাত-অনুরূপ আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রদর্শন নিতান্ত দুরূহ। এই চরিত্রের আদর্শ অভি-...তা ও অভিনেত্রী নিতান্ত বিরল। জগতের অভিনয়-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে ট্রাজেডির অভিনয় প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মিসেস সিডন্সের যোড়া অভিনেত্রী পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ে আর মিলিল না। বারবেজ, গেরিক, মাইআরভিং ও আর দুই একটি ব্যতীত প্রকৃত অভিনেতাবার্ণিপরিপুষ্ট প্রতীচ্য নাট্যশালায় পরিলক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ গুরু-চরিত্র নির্ম্মাতা নাট্যকারও যেরূপ সুদুর্লভ, গুরুচরিত্র-বিশ্লেষক অভিনেতা ও অভিনেত্রীও তাদৃশ নিতান্ত বিরল। বিলাতে এক সেক্সপীয়র ব্যতীত প্রকৃত গুরুচরিত্রাখ্যায়ক কবি আর হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশেও পূর্ব্বকালে কালিদাস ও ভবভূতি ব্যতীত তাদৃশ চরিত্রনির্ম্মাতা আর হয় নাই। একমাত্র পুরাতন গ্রীষে ঈদৃশ চরিত্রা-খ্যায়ক এসকাইলাস, সফোক্লিস প্রভৃতি কতিপয় আদর্শ কবি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গ রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত তাদৃশ চরিত্র-

নির্ম্মাতা কেহ ছিলেন না। তবে মার্লো, গ্রিণ, বোমেণ্ট ও ফ্লেচার প্রভৃতি যেমন মিশ্র চরিত্রের আখ্যায়ক সেইরূপ আমাদের দেশেও মধুসূদন, মনোমোহন, উপেন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, রাম-লাল প্রভৃতি মিশ্র চরিত্র-প্রণেতা কিঞ্চিদধিক দৃশ্যকাব্য-কার বর্ত্তমান ছিলেন ও আছেন। আবার লঘু চরিত্রাখ্যায়ক কবি যেমন বিলাতি ষ্টেজে বেনজনসন হইতে আরম্ভ করিয়া সেরিডন পর্য্যন্ত কত শত শত হইয়াছিলেন ও বর্ত্তমানে হইতেছেন, আমাদের দেশেও সেইরূপ রাম-নারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শত শত হইয়াছেন ও হইতেছেন। লঘু-চরিতাখ্যান গুরুচরিতাখ্যানের ন্যায় তত জটিল ও সুকঠিন না হইলেও উহাতে পদে পদে অভিনব ভাব-সঞ্চার, হাস্যো-দ্দীপনা, গূঢ়-ব্যঙ্গপ্রকাশ, লঘু-কথায় তীব্র শ্লেষ, রঙ্গচ্ছলে সামাজিক দোষে বংকপাত ও নব সংস্কার বিধান প্রসঙ্গ, প্রতিচরিত্রে লঘুতা; বৈচিত্র প্রকটন ইত্যাদি অনেকগুলি অলোকসামান্য গুণাবলি-প্রকটনে স্বাভাবিক প্রতিভার উন্মেষের নিতান্ত দরকার। আমাদের রঙ্গালয়ে দীনবন্ধু, অমৃতলাল, অতুলচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ ঈদৃশ কাব্য প্রণয়নে অদ্বিতীয়। যদিও ইহারা প্রত্যেকেই সেকস্‌পীয়র, বেনজনসন, মোলিয়র, কনগ্রীভ, উইচারলি, স্যাডোয়েল, সেরিডন প্রভৃতি ইংরাজী লঘু-চরিত্রা-খ্যানে সিদ্ধহস্ত মহাকবিদের নিকট হইতে ভাবাবলী ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বস্ব মৌলিকত্ব অপ্রতিহত। বস্তুতঃ আমাদের দেশে কাব্য হিসাবে গুরু দৃশ্যকাব্য

অপেক্ষা লঘু ও মিশ্র দৃশ্যকাব্যের পরিপুষ্টি অনেক উচ্চস্তরে। বিষাদ, জনা, প্রফুল্ল, বলিদান, রাণাপ্রতাপ, মেবারপতন, সাজাহান প্রভৃতির জগতের গুরু নাট্যসাহিত্যে যে স্থান, তাহাপেক্ষা নবনাটক, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, তাজ্জব ব্যাপার, বিবাহ বিভ্রাট, আলিবাবা প্রভৃতির স্থান লঘু নাট্যসাহিত্যে অনেক উচ্চে। সেইরূপ শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, প্রণয়পরীক্ষা, শরৎ-সরোজিনী, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেবচরিত, রূপসনাতন, প্রতাপাদিত্য, কালপরিণয়, তরুবালা, বভ্রুবাহন, মলিনা বিকাশ, হীরারফুল, স্বপ্নেরফুল, শিরিফরহাদ, কিন্নরী প্রভৃতির স্থান মিশ্র নাট্য সাহিত্যে অনেক উচ্চে। তবে গুরু নাট্য-সাহিত্য-মন্দিরে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসিম, ছত্রপতিশিবাজী, শঙ্করাচার্য্য ও তপোবলের স্থান সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব নাট্য-সাহিত্য মধ্যে সমুচ্চ ও অনন্যসাধারণ।

এই ত্রিবিধ চরিত্রের বিশ্লেষণেই শ্রীমতী তিনকড়ি এক একটি অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। গুরু চরিত্র প্রদর্শনে মিসেস সিডন্‌স্ ব্যতিরেকে আর কেহই তাহার সঙ্গে তুলনীয় নহে। তিনকড়ির অভিনীত লেডীম্যাকবেথ ও জনা চরিত্র এতদ্দেশে অননুকরণীয়। একমাত্র তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তিনী মিসেস সিডনস্‌ই তদভিনীত লেডী-ম্যার্কবেথ ও মারগারেট চরিত্রে তাদৃশ বিশ্লেষণ দেখাইয়া গিয়াছেন সিরাজদ্দৌলার জহরা ও মিরকাসেমের তারা এবং ছত্রপতির জিজীবাই চরিত্রের বিশ্লেষণে তিনকড়ি যে জীবনময়, প্রাণস্পর্শী, জগন্মাদক,

চিত্তপ্রসাদক চিত্র প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্ব বর্ণনার অতীত, শুধু দৃশ্য—শুধু উপভোগ্য। বাঙ্গালা নাট্যশালায় একমাত্র তারাসুন্দরী তাহার শৈবলিনী ও আয়েষার চরিত্র বিশ্লেষণে উহাদের অনুরূপ মহিমময়, ভাববিমণ্ডিত চিত্র প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে বটে। কিন্তু তারাসুন্দরীর চাঁদবিবি, রিজিয়া ও কুবেণী চরিত্রের অভিনয়ে তিনকড়ির অভিনীত জনার অনেকটা সদৃশতা লক্ষিত হয় মাত্র, তবে উহার সমকক্ষতা আমাদের দেশে কোন অভিনেত্রীর বিশ্লেষিত কোন চরিত্রে আদৌ লক্ষিত হয় নাই, হইবারও আশা নাই। মিশ্র চরিত্র বিশ্লেষণে তিনকড়ির দুর্গেশনন্দিনীর বিমলাচরিত্রের বিশ্লেষণ অপেক্ষা তারাসুন্দরীর দুর্গাদাসের গুলনেয়ার চরিত্রের বিশ্লেষণ অনেক উচ্চে। কিন্তু তিনকড়ি উচ্ছ্বাসময় তেজীয়ান্ চরিত্র বিশ্লেষণে সর্ব্বত্র অদ্বিতীয়। জনার ন্যায় তাহার পাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের দ্রৌপদী, পাণ্ডব গৌরবের সুভদ্রা, মুকুল মুঞ্জরার তারা অননুকরণীয়। কিন্তু সীতারামের শ্রীতে তিনকড়ির স্থান, তারাসুন্দরীর চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর নিম্নে। কি ভাবোচ্ছ্বাস, কি প্রেম ও ভক্তির উন্মাদনার প্রবল সর্ব্বপ্লাবিনী বন্যার সমুচ্ছ্বাস, সর্ব্বত্র তিনকড়ি অনভিগম্য। তাহার অভিনীত করমেতি বাই কেবল বাঙ্গালার কেন সমগ্র সভ্য জগতের মিশ্র নাট্যাভিনয়ে কেন্দ্রস্থানীয়।

বাঙ্গালার নাট্যশালাগুলিতে প্রায়ই কি সঙ্গীতে কি বাচিক অভিনয়ে উচ্চারণ-শুদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তিনকড়ি, তারাসুন্দরী ও বিনোদিনীর অভিনয়ে এই দোষটি আদৌ দৃষ্ট হয় নাই।

অতি সামান্য হইতে গুরু গম্ভীর কথার আবৃত্তিতে কোথায়ও ইহাদের কোনরূপ উচ্চারণ শুদ্ধির ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। কল্পিত পৌরাণিক চরিত্র বিশ্লেষণে বিনোদিনী অতুলনীয়া, গৃহলক্ষ্মী ও স্বভাবপ্রবণ ভাবময় চরিত্রাভিনয়ে তারাসুন্দরী নিরুপমা। কিন্তু প্রদীপ্ত ভৈরব, তেজোময়, অনৈসর্গিক, রোমহর্ষণ চরিত্র প্রদর্শনে তিনকড়ি অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞী। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গণ্ডী-মধ্যে তুলনারহিত।

লঘু চরিত্র বিশ্লেষণে তিনকড়ি শ্রেষ্ঠা না হইলেও নিতান্ত অপটু নহে। শ্রীমতী বিনোদিনী ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী লঘু চরিত্র বিশ্লেষণে, শুধু কি, গীতি-নাট্যের নায়িকা বা উপনায়িকা চরিত্রাভিনয়ে বিশেষ পটু নহে। কিন্তু শ্রীমতী তিনকড়ি সামান্য [illegible] হইতে [illegible]ধী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহার সম্পূর্ণ বিশেষত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রহসনের গরব হইতে, আবু-হাসেনের দাইএর ভূমিকা পর্য্যন্ত বিশ্লেষণে সে সুধী দর্শকবৃন্দের ভূরি সাধুবাদ পাইয়াছে; এমন কি অমৃতলালের বিবাহ বিভ্রাটে [illegible]ও। ভূমিকাভিনয়েই সে প্রথমে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের পর্য্যন্ত দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তবে বাঙ্গালীর গৃহশ্রীর ভূমিকায় সে আদৌ সুবিধা করিতে পারিত না। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লের জ্ঞানদার ভূমিকার প্রথম অংশে তাহাকে তারাসুন্দরীর নিকট অনেক নীচে থাকিতে হইত, কিন্তু শেষভাগে তাহার অভিনয়

অতুলনীয় হইত। লেডীম্যাক্‌বেথের অভিনয়েই গিরিশচন্দ্র তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাহার প্রকৃতির অনুরূপ করিয়াই 'জনা,' 'তারা,' 'করমেতি,' 'সুভদ্রা,' 'অন্নদা,' 'বৈষ্ণবী,' 'জহিরা,' 'জিজীবাই' প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেও সেইরূপ শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া 'গোপা,' 'চিন্তামণি,' 'নিমাই,' 'সতী,' 'শ্রীমন্ত,' 'চিন্তা প্রভৃতি চরিত্রের বিন্যাস ও পরিপুষ্টি করিয়াছিলেন। গিরিশ প্রতিভার অপ্রতিম মধুরিমা 'বিষাদ' চরিত্র ও শ্রীমতী কুসুমকুমারীর প্রকৃতির অনুরূপ গঠিত। প্রায় সেইজন্যই গিরিশ প্রতিভার উন্মেষের ভিন্ন ভিন্ন যুগে আমরা একেবারে বিভিন্ন শ্রেণীর নায়ক ও নায়িকা চরিত্রের উপকল্পনা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বস্তুতঃ সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব নাট্যকারকেই রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নাটকীয় চরিত্রের উপন্যাস করিতে হয়। এমন কি সেক্‌স্‌পীয়র, মোলিয়র, রেসিনী-কেহই এই নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। ফলতঃ নাট্যবিরচনও তদভিনয় স্বভাবানুগত হইলেও রঙ্গালয় ও অভিনেতৃবৃন্দের অনুরূপেই নাট্যকারকে আখ্যান-নিরূপণ ও চরিত্র-সংবেশ করিতে হয়। এই-জন্যই নাট্যশালার বাহিরের নাট্যকারের দৃশ্যকাব্য সর্ব্ব গুণোপেত হইলেও থিয়েটারের সত্বাধিকারিগণ অনেক সময় অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। সেক্‌স্‌পীয়রের সময়ে কিশোর পুরুষ অভিনেতাকেই স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় করিতে হইত বলিয়া কবির

ভূয়ো ভূয়ো নায়িকাকে পুরুষের ছদ্মবেশে রঙ্গ ভূমিতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্দেশেও বালক অভিনেতার অভাবে কিশোরী অভিনেত্রীকেই বালবেশে রঙ্গমঞ্চে হাজির হইতে হয়। 'ষ্টেজের' ক্ষমতা ও নিপুণতা অনুসারে আবার দৃশ্য ও পরিচ্ছদের কল্পনা করিতে হয়। তাহা না হইলে নাট্যোল্লিখিত দৃশ্য ও পরিচ্ছদের অভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ ঠিক পরিস্ফুট না হওয়ায় অভিনয় নিষ্ফল হয়। সংস্কৃত নাটকাদিতে অদৃশ্যভাবে সম্মুখে বিচরণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অধুনাতন নাটকে উহা আদৌ দাতব্য নহে। আজকাল আবার তাড়িত বিদ্যার প্রভাবে দৃষ্টি-বিভ্রমকারী আলোপাত দ্বারা গীতি-নাট্যাভিনয়ে এক প্রাণবিমোহন চিত্ত-বিনোদন স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমধ্যে বায়স্কোপের দৃশ্যের অবতারণায় বর্ত্তমান নাটকে পরিদৃশ্যমান গর্ভাঙ্কগুলি বড়ই স্বাভাবিক, বড়ই মধুর, বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান-প্রসূত-সংস্কার-বর্দ্ধিত নাট্যশালা মধ্যে দ্বিবিধ রূপক পরিলক্ষিত হয়। এক পূর্ণকাব্যরসময় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চরিত্রময় দৃশ্যকাব্য (Drama proper), আর এক দৃশ্য-প্রধান বিচিত্র ভাবগ্রথিত ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অপূর্ণ-চরিত্র নৃত্য-গীত-বহুল মিশ্র নাটক (play)। আজকাল প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়ের আদর বেশী। স্থানে অস্থানে সঙ্গীত সংযোজনায় বা নৃত্যপ্রয়োগে সহৃদয় দর্শকের আর আপত্তি বা রসবোধের অভাব হয় না। প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক,

যেখানে সেখানে, বিশেষতঃ প্রতি অঙ্কের শেষ-দৃশ্যে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় দৃশ্য প্রকটন চাই, তাহা না হইলে সে নাটক নাটকপদবাচ্য হইবে না। বিসদৃশ হউক, আর অসঙ্গত হউক, অদ্ভুত ঘাত, প্রতিঘাত ও চরিত্রের অদ্ভুত, বিস্ময়কর পরীক্ষা চাই। এখন বাচিক অভিনয় প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে, আছে কেবল আহার্য্য ও অস্থানে আঙ্গিকের বাহুল্য-মাত্র। সুতরাং সৎকাব্য-সাহিত্যের মধ্যমণি প্রকৃত নাট্য বা দৃশ্য-কাব্য আর এখন বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। আর সে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর নাই, অমৃতলাল থাকিয়াও বোধ হয় নব্যতন্ত্রের নিকটে out of date বলিয়া অভিনয় শিক্ষাকার্য্যে আর আহূত হন না; অভিনয়েরও আর আদর্শ নাই, সকলেই নিজ নিজ আদর্শে শিক্ষিত। সুতরাং সেই পূর্ব্ব শিক্ষিত ২।৪জন ব্যতীত নব্যতন্ত্রে কলাহিসাবে শিক্ষিত অভিনেতা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 'প্রবীরে' উন্মেষিত, 'সিরাজ,' মিরকাসিম,' ও 'ছত্রপতিতে' পূর্ণবিকশিত, পরিশেষে চাণক্যে সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রাণ-মনোবিমোহন সৌরভ-বিকারী পিতৃ-সদৃশ-চরিত্র-বিশ্লেষক সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত মিত্যা-নকভাব-বিকাশী প্রতিভারশ্মি 'বিশ্বামিত্রের' ভূমিকাতেই নির্ব্বাণোন্মুখ, এখন আর তাঁহাতে পুরাতনের পুনরুদ্ধার ব্যতীত নবীনতা কিছুই দৃষ্ট হয় না। এক সূর্য্যাভাবে জগন্ময় তিমিরাবেশের ন্যায়, এক গিরিশচন্দ্রের অভাবে প্রকৃত প্রতিভার অকালে ম্লানি। কি দুঃখের বিষয়! কি দারুণ পরিতাপের বিষয়!

অভিনেত্রী কুল মধ্যেও সুকুমারী, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি, জগত্তারিণী, প্রমদা, গঙ্গামণি ও সুশীলা আর ইহলোকে নাই। জীবিতাদিগের মধ্যেও বিনোদিনী বহুদিন নাট্যশালার সম্পর্ক পরিহার করিয়াছে। এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে রহিয়াছে কেবল অসাধারণ প্রতিভাময়ী তারাসুন্দরী। কিন্তু গোময়ে পদ্মফুলের ন্যায় অস্থানে প্রতিভাত তাহার প্রতিভার গ্লানি বই দীপ্তি আর এখন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত নাটকের অভাবে গীতিনাট্যে তারাসুন্দরীর অলোক-সামান্য নিত্য নবোন্মেষিণী প্রতিভার স্ফুরণ না হইয়া নির্ব্বাণই পরিলক্ষিত হয়। ইহাই প্রকৃত প্রতিভার অস্থানে গ্লানি।

বস্তুতঃ কাব্যকলার পূর্ণ পরিপুষ্টি, সৎ সাহিত্যের কুল বিকাশ, ও বিবিধ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের পরিপূর্ত্তির জন্যই নাট্যেতাার সর্ব্বত্র পরম সমাদর ও বিবিধ চরিত্রের জীবন্ত চিত্র প্রদর্শক বলিয়াই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সুবিখ্যাত অধ্যাপকাদির ন্যায় সর্ব্বত্র সমধিক সম্মান। কিন্তু কাব্যাংশ-বর্জনে, কেবল দৃশ্যাংশের সুপরি-মার্জ্জনে দিন দিন নাটকাভিনয়ের অভ্যুন্নতি আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে নাট্যশালা, বিদ্যালয় তুল্য সুকুমারকলানুশীলনাগার না হইয়া শুধু বিচিত্র জীবনশূন্য পুত্তলিকার চিত্রাগারে পরিণত হইবে। জীবন-হীন দেহে নানালঙ্কার-শোভার ন্যায় কাব্যরসবর্জ্জিত নাটকে প্রভূত অপূর্ব্ব দৃশ্য ও পরিচ্ছদ সমাবেশ সহৃদয় সুধীবৃন্দের হৃদয়ে পরিহাসের উপ-স্থাপনা করে মাত্র। তদ্রূপ যেমন কেবল প্রীতিরস-সমাবেশে উচ্ছ্বাসময়